টিনের তলোয়ার

উৎপল দত্ত

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ / জুন ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : প্রশান্ত ভৌমিক

এস. দত্ত, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, হারাধন ঘোষ কর্তৃক বীণাপাণি প্রেস ২, ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

বাংলা সাধারণ রংগালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে—যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা॥ যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোস টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই॥ যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি॥ যাঁহারা বহু পত্রপত্রিকা, বহু বাচস্পতি-শিরোমণি, বহু রাজা-মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত, যাঁহারা অপাংক্তেয় ছোটলোকের আশীর্বাদ-ধন্য, যাঁহারা ভালবাসার বিশাল আলিংগন উন্মুক্ত করিয়া জনগণের গভীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যাঁহারা সৃষ্টিছাড়া, বেপরোয়া, বাঁধনহারা॥ যাঁহারা মাতাল, উদ্দাম, সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ॥ যাঁহাদের মদ্যসিক্ত অঙ্গুলিস্পর্শে ছিল বিশ্বকর্মার যাদু॥ যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র॥ যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরী॥

ইতি—প্রণত:

উৎপল দত্ত

"বক্তা ও অভিনেতা যেরূপ আদর পান—এরূপ আদর আর কেহই পান না বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আবার অভিনেতা যেরূপ নিন্দার ভাজন হন, সেরূপও আবার কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। রাজার সহিত একত্রে ভোজন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সমভাবে ভ্রমণ—একদিকে এত আদর, আবার অপর দিকে অভিনেতার শবদেহের সৎকার-স্থান পাওয়া কষ্টকর হয়।....জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়।...শোনা যায় একদিন একজন সঙ্গীতজ্ঞ সুরস্রষ্টা মহাশয় পথে যাইতে যাইতে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, হায়! উচ্চ অট্টালিকায় আমারই রচিত গান গীত হইতেছে, কিন্তু আমার এই দারুণ শীতে বস্ত্র নাই, ক্ষুধা নিবারণের একখানি রুটি নাই!...সকল দেশেই ধর্ম্মযাজকের চক্ষে অভিনেতা ঘৃণিত।...ঘোরতর ধর্ম্মবিদ্বেষ সত্ত্বেও জগতের রঙ্গভূমি বর্ধিত হইয়া আসিতেছে।"

॥ গিরিশচন্দ্র ॥

"দেখি আজকালকার সব নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী, সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত, কত নতুন নাটক, কত দর্শক, কত হাততালি, সোরগোল, হৈ-হৈ, সেই ফুটলাইট, সেই দৃশ্যের পর দৃশ্য, সেই যবনিকা পড়ার সময়ে ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ—আর কত কথাই না মনে পড়ে! আমরাও তো একদিন এমনি ক'রে সাজতেম, সেই সেকালের মত দর্শক, সেই সেকালের মত রঙ্গসাথী, সেকালের সাজপোষাক, সেকালের নাটক, সেকালের গ্যাসের ফুটলাইট, সেকালের আবহাওয়া।...আমি সেদিনের কথা কিছু বলবো, বলবার চেষ্টা করবো! সরল সত্য কথা, যা পড়ে আজকালকার পাঠক ও দর্শক বুঝবেন, কি মাটির তাল নিয়ে, পুকুর থেকে পাঁক তুলে—এদেশে যাঁরা থিয়েটারের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা কেমন সব পুতুল গড়েছিলেন; এবং তাঁদের হাতের সে গড়া পুতুল কি করে কথা কইতো, ষ্টেজের ওপর চলতো ফিরতো, দর্শকগণকে আনন্দ দিত, তৃপ্তি দিত।"

॥ বিনোদিনী ॥

পিপলস্ লিট্‌ল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত

॥ রবীন্দ্রসদন, ১২ই আগস্ট, ১৯৭১ ॥

রচনা ও পরিচালনা	—	উৎপল দত্ত
সংগীত পরিচালনা	—	প্রশান্ত ভট্টাচার্য
গানের কথা	}	মাইকেল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অমর দত্ত
আলোক	—	তাপস সেন
মঞ্চসজ্জা	—	মনু দত্ত
যন্ত্র সংগীত	—	রমেশ মিশ্র, শম্ভু দাস, কালী নন্দী ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য

॥ প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ ॥

বীরকৃষ্ণ দাঁ	॥ মহাধনী ॥	সমীর মজুমদার
ময়না	॥ রাস্তার মেয়ে ॥	ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (পরে ইন্দ্রাণী লাহিড়ী)
মথুর	॥ মেথর ॥	মুকুল ঘোষ

*　　　　*　　　　*

॥ দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার অভিনেতৃবৃন্দ ॥

বসুন্ধরা [আঙুর]	শোভা সেন
কামিনী [পেয়ারা]	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণীমাধব [কাপ্তেন]	উৎপল দত্ত
হরবল্লভ ॥	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
জলদ ॥	শান্তিগোপাল মুখোপাধ্যায়

গোবর ॥ ভানু মল্লিক

যদুগোপাল ॥ শ্যামল মল্লিক

নটবর ॥ আশু সাহা

*   *   *

প্রিয়নাথ ॥ ॥ ইয়ং বেঙ্গল ॥ অসিত বসু (পরে মৃণাল ঘোষ)

মুদী কনক মৈত্র

নদের চাঁদ ॥ বাচস্পতি ॥ চিত্ত দে

গুণ্ডা মণ্টু ব্রহ্ম

*   *   *

ভিক্ষুক ॥ নন্দদুলাল দাস

মোয়াওয়ালা ॥ সনৎ গাঙ্গুলী

ফুলওয়ালা ॥ প্রণব পাল

বরফওয়ালা ॥ মণ্টু ব্রহ্ম

পাইক ॥ অরুণ দে

আলোক ঘোষাল

যুবক ॥ বিশ্বনাথ সামন্ত

সরবৎওয়ালা রজত ঘোষ

ল্যাম্বার্ট ॥ ডেপুটি কমিশনার ॥ প্রতীক রায়

॥ এ নাটকের স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা—চীৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা ॥

॥ ১৮৭৬ সনই সাম্রাজ্যবাদের নিজমুখে মসীলেপনের কুখ্যাত বৎসর। ঐ বৎসর বাংলা নাট্যশালার টিনের তলোয়ার দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করে ॥

॥ এক ॥

॥ মঞ্চজোড়া এক বিরাট পোস্টার ॥

হৈ হৈ ব্যাপার ! রৈ রৈ কাণ্ড !

দি গ্রেট বেংগল অপেরা

শোভাবাজার

গ্রাণ্ড প্রদর্শন : Attention Please

আসিতেছে : Coming

রোহীন্দ্র চৌধুরীর

"ময়ূরবাহন নাটক"

Prices of Admission

Reserved seats : Rs. 4

First class : Rs. 2

Second class : Rs. 1

বীরকৃষ্ণ দাঁ—Birkrishna Daw.

স্বত্বাধিকারী—Proprietor

[এক আধটা গ্যাসের বাতি টিম টিম করে জ্বলছে। নটবর নামক শীর্ণ যুবক পোস্টার সাঁটা শেষ করে মই থেকে নামে। নীচে মই ধরে দাঁড়িয়েছিলেন বেণিমাধব ওরফে কাপ্তেনবাবু, মদের ঘোরে বেসামাল। আর বেণিবাবুর

পায়ের কাছেই ম্যানহোল থেকে মাথা বার করে বালতি-ভর্তি ময়লা তুলছে একজন মেথর।]

বেণি ॥ যা এবার মেছোবাজারের হাঁড়িহাটায় একটা মারবি, আর চোরবাগানের মোড়ে একটা, তারপর শুয়ে পড়। ভোর হতে দেরী নেই আর।

নটবর ॥ আপনাকে ধরে ধরে নিয়ে যাবো না ?

বেণি ॥ যা, যা, ফকড়েমি করিস নে। সামান্য চার পাঁইট বাংলায় আমার বট্‌কেরা নেশাও হয় না।

[নটবর মই কাঁধে প্রস্থান করে। বেণি পোস্টারে বিভোর হয়ে দু'পা পিছোন ভাল করে দেখতে। মেথর এক বালতি ময়লা প্রায় তাঁর পায়ে ঢেলে দিতে তিনি চমকে ওঠেন।]

মেথর ॥ মাপ করবেন বাবু।

বেণি ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর ॥ কলকাতার গরীবদের বিষ্ঠা বাবুর গায়ে দিলাম।

বেণি ॥ দেখুন, ওটা পড়তে পারছেন ?

মেথর ॥ পড়তে জানি না।

বেণি ॥ ভাবছিলাম কেমন লেখা হয়েছে, সেটা—। আপনি থিয়েটার দেখেন ?

মেথর ॥ না।

বেণি ॥ কেন ?

মেথর ॥ বুঝি না।

বেণি ॥ দেখতে না গেলে কি করে জানেন বোঝেন না ?

মেথর ॥ আমি কলকাতার তলায় থাকি।

[ম্যানহোলের ভেতরে অংগুলি নির্দেশ করে]

বেণি ॥ আপনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য পড়েছেন ?

মেথর ॥ কে সে ?

বেণি ॥ মহাকবি। দুই বৎসর হয় আমাদের সকলকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। শুনুন—

বাধিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে
অম্বুরাশিসম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত, টংকারি ধনুঃ ধনুর্ধর বলী
রোধিল শ্রবণপথ। গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম, চর্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুল রথী,
পড়িল কুঞ্জর পুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জন বলে ; পড়িল নিনাদি,
বাজীরাজী, রণভূমি পুরিল ভৈরবে।

কেমন লাগল ?

মেথর ॥ জঘন্য।

বেণি ॥ ঈশ। দেখুন, ঐ লুটিশে লেখা আছে ময়ূরবাহন নাটক আসিতেছে। আমার নাম বেণিমাধব চাটুয্যে, ওরফে কাপ্তেনবাবু। আমি বাংলার গ্যারিক। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা জানেন ?

মেথর ॥ না।

বেণি ॥ সে পত্রিকা আমার এক্টো দেখে বলেছে, বাংলার গ্যারিক।

কই গ্রেট নেশনেল থিয়েটারের অর্ধেন্দু মুস্তাফিকে তো বলেনি। যাক, আমি ঐ বেংগল অপেরা দলের মাস্টার।

মেথর ॥ আপনি চাটুয্যে বামুন?

বেণি ॥ হ্যাঁ। (মেথর আবার এক বালতি ময়লা সশব্দে ফেলে বেণিকে উত্যক্ত করে)

মেথর ॥ বামুন বলে আরেকটু দিলাম।

বেণি ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর ॥ বামুন আর বাবু, দুই ভাণ্ডা মংগলচণ্ডী।

[খানিক নীরবতা]

বেণি ॥ হ্যাঁ, বাবু ভেয়েরা অমনি। আমি আগে যাত্রায় গাইতাম, বুঝলেন? তা শামবাজারের চক্কোত্তিবাবুদের বাড়ি বিদ্যাসুন্দর পালা হচ্ছিল। মেজোবাবু পাঁচ ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেছেন। আসরে মালিনী আর বিদ্যা—তোম বিদ্যাসুন্দর পালা কভি শুনা হ্যায়? ও আপনি তো বাঙালী—যাক, মালিনী আর বিদ্যে "মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ" গান করে মুঠো মুঠো প্যালা পাচ্ছে। বছর ষোলো বয়সের দুটো ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যামটা নাচছে, আর ওদিকে বাবুদের হাতে রূপোর গেলাসে ব্রাণ্ডি চলছে, বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে। ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোরধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো। মালিনী কাঁদতে কাঁদতে আসর সরগরম করে তুললো, বাবুর চমকা ভেঙে গেল, দেখলেন কোটাল মালিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এতে বাবু বড় রাগত হলেন। "কোন ব্যাটার সাধ্যি আমার কাছ

থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়”—এই বলে রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। “বাপ” বলে কোটাল বসে পড়ল, আসর ভেঙে গেল। আমি সেজেছিলাম কোটাল। এই এইখানে লেগেছিল গেলাসটা—

[মেথর খানিক আগেই ম্যানহোলে ডুব দিয়েছিল। এবার বেণির হুঁশ হয় তিনি একা। শূন্যে হাতড়ে তিনি শ্রোতাকে খোঁজেন]

আরে? আজ বোধহয় বেশি টেনে ফেলেছি। পষ্ট দেখলাম এখানে—! (মেথর মাথা তোলে) এই তো! কোথায় গেসলেন?

মেথর ॥ যাবো আবার কোথায়?

বেণি ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। (নীরবতা) আমি বামুন নই, দেখলেন? আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই। আমার নিমচাঁদ তো দেখেন নি। গিরিশ ঘোষের সাধ্য আছে অমন নিমচাঁদ করে? আর ঐ গ্রেট নেশনেলের বর্ণচোরা আমেরা কি করেছে জানেন? আমাদের একট্রেস মানদাসুন্দরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে। গেরান জুরিতে এব-ডাকশনের কেস হয়। ঐ মানদাকে আমি গড়েছি নিজের হাতে। ছিল সোনাগাছির বেশ্যা। আমি তাকে নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণি সাজাই। তিল তিল করি ক্রমে প্রস্ফুটিত কুসুমসম প্রকাশিল তিলোত্তমা। আর বেটি আজ গ্রেট নেশনেলে চলে গেল ড্যাঙস ড্যাঙস করে। এদিকে ময়ূরবাহন নাটক নামাই কি করে? অনুরাধার পার্টটা লেবে কে? আর ঐ যে দেখছেন

লুটিশের তলায় বাবুর নাম—বীরকৃষ্ণ দাঁ—সে শালা যে ছ্যাং চ্যাংড়ার কেত্তন শুরু করে দেবে এ সব জানতে পারলে। ব্যাটার ক অক্ষর গোমাংস, যেখানে যাবে পেছনে মোদাগাড়ি ভরা মালের বোতল চলে, সে শালা হলো স্বত্বাধিকারী। আর আমি বাংলার গ্যারিক, ঐ বেনে মুৎসুদ্দির সামনে আমাকে গলবস্ত্র থাকতে হয়। হায় মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি পরে? অসহায় নর, কলুষ কুহকে পারে কি গো নিবারিতে? তাহলে আপনি নাটক দেখবেন না?

মেথর ॥ কেন দেখব? বেল পাকলে কাকের কি? বাবুরা রোওয়াবি করবেন, বাজারের কসবি নিয়ে হলাহলি গলাগলি করবেন, আর এমন সব ভাষা বলবেন যা আমরা বুঝিনা। (ময়লা ফেলে) তার চেয়ে বাইজীর খ্যামটা ভাল। আমাদের বস্তির রামলীলা ভাল। এই যে ময়ুর লাটক না কি বলছেন—এটা কি লিয়ে লেখা?

বেণি ॥ ময়ূরবাহন কাশ্মীরের যুবরাজ। গল্পটা হচ্ছে—

মেথর ॥ ধেত্তেরি যুবরাজ! মুখে রং মেখে চক্রবেড় ধুতি পরে, লাল-নীল জোড়া আর ছত্রি পরে রাজা-উজীর সাজো কেন? এত নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষী করো কেন?

বেণি ॥ টিনের তলোয়ার! ছেলেমানুষী?

মেথর ॥ যা আছো তাই সাজো না! গায়ে বিষ্ঠা আর কাদা লেগে আছে দেখছো?

বেণি ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মেথর ॥ সেটা দেখাতে নজ্জা হয় বুঝি? তাই চকচকে পোষাক পরে চৌগোঁপ্পা দাড়ি এঁটে রবক সবক কিছু কবিতা বলে ধাপ্পা মারো। কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে লিয়ে লাটক ফাঁদতে পারবে? হেঁঃ চাটুজ্যে বামুনের জাত যাবে তাতে।

বেণি ॥ ঈশ! এক এক বাক্য খরসান তরবারিসম বিঁধিছে বুকে।

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেনচূড় জলরাশি আসে ফিরে ফিরে
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?

মেথর ॥ দেত্তেরি!

বেণি ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে।

[নেপথ্যে নারীকণ্ঠের গান]

ছেড়ে কলকেতা বোন— হবো পগার পার।
পুঁজিপাটা চুলোয় গেল, পেট চালানো হোলো ভার।

বেণি ॥ এ কার কণ্ঠস্বর? এ স্বরের কলকল্লোলে অলিকুল উঠিল গুঞ্জরি, অমানিশার বক্ষ চিরি উষার চঞ্চল অভিসার, জগতে বসন্ত নামিল হরষে। কে মেয়েছেলেটা?

মেথর ॥ ময়না। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুন, এসব বেচে পেট চালায়।

[গান গাইতে গাইতে ময়না চলে স্টেজের ওপর দিয়ে]

ময়না ॥ আলু নিয়ে যাই বাড়ি বাড়ি
ছুঁড়ি ধাড়ি বেরিয়ে বলে এই ঝাঁটা ঝাড়ি
গিন্নীরা সব গাউন পরে ছেড়েছে শাড়ি।

তখন গিন্নীরা সব যেতেন থিয়েটার
হাতে পায়ে আলতা দিয়ে হত কি বাহার।
এখন মেম হয়ে আর দেখেনা বাংলা থিয়েটার।
[ময়নার পেছন পেছন বেণির প্রস্থান]

॥ দুই ॥

[চীৎপুরে বেংগল অপেরার ঘরটি দৈনন্দিন ও শাশ্বতের সংমিশ্রণে বিচিত্র হয়ে আছে। দড়িতে ঝুলছে গামছা, ধুতি, শাড়ির সংগে চোখ ধাঁধানো রাজবেশ; একটি নড়বড়ে তক্তপোষের পাশে পেল্লায় এক সিংহাসন, ছুটি ছাতা ও কিছু বাঁকা তলোয়ার গলাগলি করে আছে। হাঁড়ি, পাতিল, ভাঁড় এবং মুকুট, উষ্ণীষ, পুঁতির গয়না একত্রে ছড়ানো। দেয়াল ঢাকা 'পড়ে গেছে নানা পোস্টারে—যথা—

গ্রেট বেঙ্গল অপেরার
ভানুমতী চিত্তবিলাস

গ্রেট বেংগল অপেরার
রামাভিষেক

গ্রেট বেংগল অপেরার
শর্মিষ্ঠা

গ্রেট বেংগল অপেরার
ময়ূর বাহন

এ হেন নরককুণ্ডের মাঝে অভিনেতা জলদ দাঁড়িয়ে পার্ট মুখস্থ করার প্রয়াস চালাচ্ছে প্রমটার (এবং যাবতীয় ফরমাশ-খাটার ভৃত্য) নটবরের সহায়তায়। অভিনেতা ও গায়ক যদুগোপাল এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে নিজের সার্টটা উল্টেপাল্টে দেখছেন।

অভিনেতা হরবল্লভ মুখে খবরের কাগজ চাপা দিয়ে এখনো নিদ্রামগ্ন। আর তক্তপোষে নিদ্রামগ্ন বেণিমাধব। গোবর নামক অভিনেতা গভীর মনোযোগে "ভারতসংস্কারক" পত্রিকা পড়ছে এবং নিমকি খাচ্ছে। এক কোণে এক কর্ণেটবাদক তার বাদ্যযন্ত্রটি ঘষেমেজে চকচকে করে তুলছে।

হারমোনিয়াম তবলা রয়েছে ঘরে। অন্যকোণে বসে আছে কেতাদুরস্ত ইয়ংবেংগল পোষাক পরা প্রিয়নাথ, বগলে একতাড়া কাগজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। বহির্দ্বারের কাছে টেবিলের ওপর এক প্রাচীন সেজবাতি, তার মাথা ঘেঁষে দেয়ালে এক পোস্টার—

সুলভে বিক্রয়! সুলভে বিক্রয়!!
এমন দাঁও ছাড়িবেন না
মোগল যুগের সেজবাতি বিক্রয়

পোস্টারে ছবিও আছে—দ্যুতিবিচ্ছুরক সেজবাতি ও তদ্দর্শনে পুলকিতা এক নারী।]

জলদ॥ মধুর সংগীত!
ঢালে প্রাণে অমৃতের ধারা।
কিন্তু আজ এ কেমন······আজ এ কেমন···

নটবর॥ কেন প্রাণ—

জলদ॥ (তৎক্ষণাৎ) কেন প্রাণ থেকে থেকে উঠে কেঁপে···উঠে কেঁপে···উঠে কেঁপে······দাঁড়া, দাঁড়া বলিস নে···যেন কোন সুদূর প্রদেশ হতে পশে হৃদে করুণ ক্রন্দন।

নটবর॥ শংকর। শংকরের কথা এবার। যদুদা আপনার ধরতাই।

যদু ॥ (সচকিত) হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন শিন, কোন শিন হচ্ছে ?

জলদ ॥ জেগে ঘুমোচ্ছেন কেন ! একের তুই ।

নটবর ॥ প্রথম অংক । দ্বিতীয় গর্ভাংক ।

যদু ॥ হ্যাঁ, এই পেয়েছি । বলো—

জলদ ॥ যেন কোন সুদূর প্রদেশ হতে পশে হৃদে করুণ ক্রন্দন ।

যদু ॥ কুঠার বৃথা কেন উৎকণ্ঠিত মন ? (পুনঃ মৃদুস্বরে বলেন) কুঠার বৃথা কেন উৎকণ্ঠিত মন ? কি সব লেখে আজকাল কোন মানে হয় না ! কুঠার বৃথা আবার কি ? পিলইয়ার ছোঁড়ারা উড়তে শিখেছেন । কুঠার বৃথা—

নটবর ॥ কথাটা কুমার । কুমার, বৃথা কেন উৎকণ্ঠিত মন ।

যদু ॥ ও, কুমার । এমন বাজে হাতের লেখা । সাট লেখে কে ?

নটবর ॥ এটা আপনার নিজের হাতের লেখা ।

যদু ॥ ও—য়্যা !

গোবর ॥ এ কাগজে লিখেছে "বেংগল অপেরার বেশ্যার নাচ !"

যদু ॥ আরে থাম দিকি, এদিকে মহলা চলেছে, আর···কি ? কি ?

জলদ ॥ তা এতক্ষণ ঝেড়ে কাশছ না কেন ? (কাগজ কেড়ে নিয়ে পড়ে) "বেংগল অপেরার বেশ্যার নাচ—গত বৃহস্পতিবার রাত্রে আমরা বেংগল অপেরার সধবার একাদশী নাটক দেখিতে গিয়াছিলাম । অনেকানেক ভদ্রজনের সম্মুখে ইহারা যে অশ্লীল অংগভংগী ও সোনাগাছির বেশ্যার নাচ করিলেন, তদুপযুক্ত দৃষ্টে কাহার আহ্লাদ হয় ?"

যদু ॥ না, তোর বাড়ীর মেয়েদের নাচানো উচিত ছিল ।

জলদ ॥ "ইহাদের মূল গায়েন বেণিমাধব চাটুয্যে—"

নটবর ॥ আস্তে, আস্তে—[তক্তপোষে নিদ্রাচ্ছন্ন বেণিভক দেখায়]

জলদ ॥ (মৃদুস্বরে) "বেণিমাধব চাটুয্যে মদ্যপান করিয়া মঞ্চোপরি টলিতে ছিলেন এবং এই দলের পোষা বেশ্যা বসুন্ধরা কাঞ্চনের বেশে কুৎসিত নৃত্য করিল।"

নটবর ॥ দিদিকে বেশ্যা বলল !

জলদ ॥ "শুনিতেছি ইঁহারা এইবার ময়ূরবাহন পালা খুলিবেন। আজিকালি অভিনেতারা বেশ্যাসহযোগে জাতি ও ধর্মের যে অচিন্তিতপূর্ব ক্ষতি করিতেছেন তাহা স্মরণ করিলে শয্যা কণ্টকি হয়।"

যদু ॥ এডিটর ! এডিটর ! কাগজের এডিটর ! শোন—

[গান]

"ওলো রাঙা বউ, তোরা কেউ কাগজ পড়িস লো।
মন্দ ভাল সকল লোকের কেচ্ছা দেখিস লো ॥
ঘোষ জা বুড়োর কচি বউ বেরিয়ে গিয়েছে।
গরানহাটার গলিতে সে বাসা নিয়েছে ॥
মরুৎ ব্যোম কাগজেতে লম্বা লিখেছে ॥
গংগা নাইতে বোসেদের ছোট বউটা যায়।
ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ, আড়চোখেতে চায় ॥
এডিটর দেখেছে তা, আর কি ছাড়ান পায় ?
বিদ্যেসাগর, রামমোহন আর কবি মাইকেল
কবে কখন করেছিলেন কি বে-আক্কেল,
এ সব লিখে কাগজওয়ালাদের
পেটের ভাত জুটছে রে ভাই—বলবো কি তোদের ॥

বিদ্যেসাগর আর বেংগল অপেরা—দুই নামকে এক করে এ শালার কাগজ আমাদের বিশেষ সম্মান করলে।

[বসুন্ধরা ও কামিনীর প্রবেশ। হাতে মুড়ির ঠোঙার রাশি। তড়িৎগতিতে যদুগোপাল কাগজটা লুকিয়ে ফেলে]

বসু ॥ নাও, নাও, খেয়ে নাও বাবারা, বড্ড বেলা হয়ে গেল। নটবর বাজারে যাবি না ?

নটবর ॥ জলদবাবু ছাড়ছেন না।

জলদ ॥ "জানো তুমি মনোলোভা প্রকৃতির শোভা দানে আভা হৃদয়ে আমার ! কিন্তু আজ সব বিপরীত।"

বসু ॥ জলদবাবু, মহলা দিতে হলে ওপরে যাও না, পাঁচ ভূতের মধ্যে কি করে হয় ?

জলদ ॥ আমায় মাস্টার বললে, এ ঘরে বলতে হবে, মাস্টার শুনবে ! শুনছে দেখ ! নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এ পোড়ার বেংগল অপেরা ছেড়ে দিই।

বসু ॥ জলদবাবু, নটবরকে ছেড়ে দাও। বাজার হয়নি এখনো। এতগুলো লোক খাবে।

জলদ ॥ যা তাহলে। নিজেই পড়ি।

[পায়চারি করে মৃদুস্বরে পড়ছেন। মাঝে মাঝে ভীম হস্ত সঞ্চালন করছেন]

বসু ॥ (নটবরকে পয়সা দিয়ে) এই নে। যা পারিস কিনে আন।

নট ॥ আট আনা ! আট আনায় কি হবে ?

বসু ॥ আস্তে, আস্তে। সবাই শুনে ফেলবে। মর ছোঁড়া উন-পাঁজুরে বরাখুরে।

নট ॥ আট আনায় এত লোকের খাবার !

বসু ॥ ঘরে একটা পয়সা নেই। বেচবার মতন আর বিশেষ কিছু

নেই, ল্যাম্পোটা বিক্রী হচ্ছে না। এবার কি যে বেচি! আচ্ছা, এই সিংহাসনটা তো আর কোনো পালায় লাগছে না—

নট ॥ না, না, আমি বেচতে দেব না। তুমি শেষকালে যুবরাজ ময়ূরবাহনকে নাগা সন্নিসি করে এস্টেজে পাঠাবে। তার চেয়ে এ দল তুলে দিলেই তো হয়!

বসু ॥ আবাগির ব্যাটা একটি চড়ে বদন বিগড়ে দেব। দল তুলে দিলেই তো হয়। বেংগল অপেরা ওঠে না, তুলে দেয়া যায় না। যা, বাজারে যা।

[নটবরের প্রস্থান। প্রিয়নাথকে দেখে—]

মহাশয়ের কি প্রায়াজনে আসা?

প্রিয় ॥ বেণিমাধববাবুর সংগে সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বসু ॥ আর একটু বসুন। বাবু ঘুমোচ্ছেন। মহাশয়ের নাম?

প্রিয় ॥ প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ মল্লিক। গতকালও এসেছিলাম এবং নাম বলেছিলাম। পরশুও এসেছিলাম এবং নাম বলেছিলাম। তার আগের দিনও এসেছিলাম—

জলদ ॥ এবং নাম বলেছিলেন। বুঝলাম তো। এত জোরজারি করছেন কেন? (পড়েন)"এই তো শ্মশান, মানবের চরম বিশ্রাম স্থান। কত জীব আসে, পুনঃ পশে অসীম অনন্ত কালগ্রাসে।"

বসু ॥ যদুগোপালবাবু, এ দিকে এস, খেয়ে নাও ঢুক করে।

যদু ॥ কি এটা?

বসু ॥ গলা ভাল থাকে। জিরে, রসুন, ঘি—এসব জাল দিয়ে তৈরী করেছি। তোমায় গাইতে হয় বাবা, গলা ভাল রাখতে হয়।

গোবর ॥ মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছে হরবল্লভবাবু মরে গেছেন।

কামিনী ॥ কেন ?

গোবর ॥ মুখে যে কাগজটা দিয়েছে দেখ। গত বুধবারের কাগজ। অদ্দিন মুখ ঢাকা দিয়ে পড়ে আছে ?

কামিনী ॥ এই গোবরটার সত্যিই মাথায় গোবর।

বসু ॥ জাগা ওকে, ওষুধ খেতে হবে। শুনছেন হরবল্লভবাবু ! ও হরবল্লভবাবু, শুনছেন ? ওষুধ খান।

হর ॥ উঃ, কি হলো আবার ?

বসু ॥ এই যে, আপনার ঘুমের ওষুধ এনেছি।

হর ॥ আমি শীঘ্রই উন্মাদ হবো। ঘুম ভাঙিয়ে ঘুমের ওষুধ খাওয়াচ্ছে।

জলদ ॥ এ বইয়ে প্রেতাত্মার পার্ট করছে কে ?

যদু ॥ প্রেতাত্মার পার্ট আছে ? কথা আছে ?

জলদ ॥ চার পাতা। পোয়ারা তুই করছিস ? ও না, এ তো পুরুষ প্রেতাত্মা।

কামিনী ॥ আমাকে অত বড় পাট দেবে কেউ ? আমার তিন নম্বর পাট। "হ্যাঁ, মহারাণী" "না মহারাণী" এবং একবার শুধু "মহারাণী"। শালা মাজা ধরে যায় এস্টেজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। যত ভাল পাট সব মানদাসুন্দরীর। এবার হোলো তো ? মগীর এত জঙ্কি। শাঁকের করাতের মতন কেটে চলে গেছে গ্রেট নেশনেলে।

যদু ॥ ঐ গ্রেট নেশনেলের অমৃত বসু মহা ধড়িবাজ।

বসু ॥ কেন, ধড়িবাজ কেন ?

যদু ॥ মানদাকে হাত করে ফেলল।

বসু ॥ আর আমাকে যে গ্রেট নেশনেল থেকে হাত করে এনেছিল তোমরা, তার বেলায়? এবার শোধবোধ হয়ে গেল।

কামিনী ॥ আমি দেখছি দিদি তোর আছে গ্রেট নেশনেলের গুমোর, আমাদের বুকে বসে ভাত রাঁধছিস।

বসু ॥ আলবাৎ গুমোর। নিশ্চয় গুমোর করব, হতচ্ছাড়ি ভাতারখাগি। আমায় কে শিখিয়েছে জানিস? আমার গুরু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি মহাশয় আর বেলবাবু। ও সব দলাদলির তলাখাঁক্তি কথা রেখে দে, পুনকে বেটি। নে ধর শালটা, জরি বসাতে হবে। চারদিকে চারটে কল্কা হবে।

[দু'জনে কষ্টিউম মেরামতির কাজে লাগেন]

জলদ ॥ তাহলে প্রেতাত্মা কে সাজছে?

হর ॥ আরে দূর, কানের কাছে তখন থেকে প্রেতাত্মা প্রেতাত্মা।

জলদ ॥ এই যে রয়েছে দেখুন না, "চিতামধ্য হইতে কাশ্মীরপতির প্রেতাত্মা প্রাকাশ।" তারপর প্রেতাত্মা বলছে, "বৎস রে, আমি রে জনক তো—"

হর ॥ উঃ, কি সব ভীষণ নাটক। নটে ছোঁড়া গেল কোথায়? তামুকটা সেজে দিয়ে যাক।

গোবর ॥ নটবর বাজারে গেছে।

[সশব্দে প্রবেশ করলো মুদী]

মুদী ॥ কই, সে বেটি গেল কোথায়? (বসুন্ধরাকে দেখে) এই যে মাগী, বাজারের বেশ্যা, তুমি কি চাও আমি থানাদার ডাকি?

জলদ ॥ কাকে কি বলছেন? আপনার সামনে বাংলার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, পুণ্যশ্লোক অর্ধেন্দুশেখরের শিষ্যা বসুন্ধরা দেবী।

মুদী ॥ আরে যান-যান মশাই, ও সব জানা আছে। ওর নাম আঙুর। ও কসবী। আর আপানাদের চরিত্তিরও জানা আছে আমার।

জলদ ॥ মুখ সামলে কথা বোলো—

বসু ॥ (জলদকে ধরে) কি করছো? ও পাওনাদার। টাকা পাবে —এমন করে না।

মুদী ॥ মুদির দোকানে সত্তর টাকা বাকি রেখে বাবুরা মদ খেয়ে বেশ্যা নিয়ে হল্লা করেন। ছ্যা, ছ্যা!

বসু ॥ শুনুন বাবু, দয়া করুন, টাকাটা জোগাড় হয়নি এখনো।

মুদী ॥ কিন্তু গিলে তো চলেছ ঠেসে, গুষ্টিশুদ্ধ সবাই মিলে।

বসু ॥ [প্রাণমাতানো হাসি মুখে এনে]—তা খাবোনা? পয়সা না থাকলে ক্ষুধা কি থাকবে না? আপনিই বলুন, রাতের পর রাত আমরা গান করি—খেতে হবে না?

মুদী ॥ তা খাও গিয়ে যেখানে পারো, আমার ওপর ভর করছে কেন বাবা?

বসু ॥ আপনি ছাড়া আমাদের কে দেখবে বাবা, পুলিশে খবরটা দেবেন না। যে করে হোক আপনার টাকা শোধ করে দেবো। এবার যে নাটক ধরেছি, কলকেতা জ্বলে যাবে, জুতোর মতন প্লে হবে! না হয় আপনাকে রোজ দুটি করে পাশ দেবো।

মুদী ॥ না-না, ও সব লোচ্চামি আমি দেখি না।

বসু ॥ [কাষ্ঠহাসি সহ] লোচ্চামি কি বলছেন ! কাপ্তেনবাবুর পালা দেখতে ছোটলাটের পর্যন্ত কি বলে—সে কি আকুলি। যাক, নিদেনপক্ষে এই সেজবাতিটা নিয়ে যান।

মুদী ॥ ও নিয়ে আমি কি করবো ?

বসু ॥ সাঁঝের বেলায় দোকানে জ্বালবেন। ওপরে বেল-লণ্ঠন, দেয়ালে দেয়ালগিরি আর মেজেতে এই নবাবী বাতির রোশেনাই। কি মনোহর যে হবে আপনার দোকান। নিয়ে যান, সত্তুরের চারগুণ দাম এর।

মুদী ॥ এ সব তো জন্মে দেখিনি। বাবা, ভারি তো ! এর কাঁচের ঢাকনা কোথায় ?

বসু ॥ কিসের কাঁচের ঢাকনা ?

মুদী॥ এর ওপরে ঢাকনা থাকে না ?

বসু ॥ না তো।

মুদী ॥ ঐ যে ছবি লটকে রেখেছ, তাতে তো ঢাকনা আছে।

বসু ॥ ছবিতে তো একটা মেয়েও রয়েছে। আপনি কি চান এর সঙ্গে একটা মেয়েছেলে দেবো ? সেটা কি একটা শিষ্টতা হবে ?

[মুদী হতভম্ব হয়ে বাতি নিয়ে প্রস্থান করে]

জলদ ॥ এই তো দেশের অবস্থা ! দেশের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী একটা নিরক্ষর মুদির কাছে হাতজোড় করছে !

প্রিয় ॥ হাতজোড় না করলেই হয় ?

[সবাই তাকায়, ঠিক চিনতে পারেনা।]

যদু ॥ এ যেন কে ?

হর ॥ নিশ্চয়ই পোদ্দারের দোকানের লোক, কাপড়ের দাম চাইতে এসেছে।

বসু ॥ মহাশয়ের নাম ?

প্রিয় ॥ না, না, এ হতে পারে না। এ চলতে পারে না। আমি এখানে ছ'দিন ধরে আসছি, এ ভাবে ভুলতে আপনারা পারেন না।

বসু ॥ কি প্রয়োজনে যেন ছ'দিন ধরে মহাশয়ের আসা ?

প্রিয় ॥ বেণিমাধবের সংগে সাক্ষাৎ করতে! কবার বলব ? লিখে দেব ? ঐ রকম একটা নোটিশ লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখবো ?

[নীরবতা]

বসু ॥ বসুন, ঘুম ভাঙলেই দেখা হবে।

গোবর ॥ এই ধাঁধাঁটা খুব কঠিন। চার অক্ষরে নাম মোর অভিনয় করি—! কেউ চার অক্ষরের কোন কথা জানো, যার মানে অভিনেতা ?

হর ॥ জানি—আহাম্মুক। [গোবর সেটাই লিখিতে উদ্যত]

যদু ॥ দেখেছেরী, এ সেটাই লিখছে।

গোবর ॥ হরদা বললেন যে।

জলদ ॥ দিদি, একবার তিনের ছয়টা বলো না গো আমার সংগে। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে এখনো পড়তে পারছিনা, চাবকাবে।

বসু ॥ তিনের ছয় কোনটা বাবু ?

জলদ ॥ তোমার আর আমার। শয়নাগার। এই যে ধরো সাট।

বসু ॥ সাটের দরকার হবে কেন ? বলো—"এস বৎস, কি হেতু বিলম্ব এত ? এ কি ভাব বৎস নেহারি তোমার। চিন্তার

কুটিল রেখা ললাটে অংকিত, জ্যোতিহীন হেরি আঁখিতারা, উন্মাদের পারা হয় মনে অনুভব, মুখকান্তি কেন বা মলিন তোর

জলদ ॥ মুখস্থ! এর মধ্যেই?

বসু ॥ তা ছাড়া কি? পার্ট পেলেই আগে মুখস্থ করবো না?

হর ॥ এর নাম বসুন্ধরা। আমার হতভাগা কিছুতেই মনে থাকে না।

বসু ॥ বলো—

জলদ ॥ "মলিন বদন? রাজমাতা, নাহি কি কারণ? কি পরিবর্তন"—

কামিনী ॥ আর এ সব করে কি হবে?

জলদ ॥ মানে?

কামিনী ॥ অনুরাধাই নেই, বই নামবে কি করে? গ্রেট নেশনেলের গাগিঘোচরা আমাদের সর্বনাশ করলে।

বসু ॥ অনুরাধা আসবে'খন। ও সব কাপ্তেনবাবু দেখবেন। তোমাকে বাছা অত ভাবতে হবে না।

হর ॥ হা অদৃষ্ট!

যদু ॥ কি হ'লো?

হর ॥ পেয়ারা ঠিকই বলছ, ঐ গ্রেট নেশনেল আমাদের শনি। ধর্মদাস সুরের চাকরি গেল, শ্যামপুকুরের কেষ্টধন বাঁড়ুয্যেও গ্রেট নেশানেল ছাড়লেন—ভাবলাম এবার বোধহয় থিয়েটার উঠলো। কোথায় কি! একা অর্ধেন্দুতে নিষ্কৃতি নেই, আবার গিরিশ ঘোষ গিয়ে জুটেছে। কি বই ধরেছে ওরা?

জলদ ॥ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী।

হর ॥ কার লেখা ?

জলদ ॥ উপেন দাস, যিনি শরৎ-সরোজিনী লিখেছিলেন।

হর ॥ বোঝ ! অমৃতলালের মানে ভুনিবাবুর "হীরকচূর্ণ" নামালো, সংগে সংগে লোকের বান ডেকে গেল। আর আমাদের হিরোইন-ই নেই এখনো। হীরকচূর্ণতে স্টেজের ওপর আস্ত রেলগাড়ি চলছে !

[ময়নার প্রবেশ। শতচ্ছিন্ন নোংরা শাড়ি পরণে]

ময়না ॥ কাপ্তেনবাবু কার নাম ?

জলদ ॥ কি চাই ?

ময়না ॥ সেটা ওকেই বলব।

হর ॥ আমি লিখে দিতে পারি, এ আর এক শোচনীয় সংবাদের বাহিকা। এ দলের শনির দশা চলছে।

বসু ॥ কাপ্তেনবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন বাছা, কি দরকার ?

ময়না ॥ আমাকে আসতে বলেছিলেন, এয়েছি।

জলদ ॥ আসতে বলেছিলেন ? তোমাকে ?

হর ॥ বললাম না, বিপর্যয় ? একে হয়তো নেশার ঘোরে বিয়ে করে এসেছে।

বসু ॥ কেন আসতে বলেছিলেন ?

ময়না ॥ সেটা তোমায় বলতে যাবো কোন দুঃখে লা ?

বসু ॥ বোসো। উনি এক্ষুণি জাগবেন।

ময়না ॥ তা বসছি।

[অভিনেতারা সব অন্যদিকে ভীড় করে ফিসফিস করে]

হর ॥ এ নিয়ে থানা-পুলিশ হবে আমি লিখে দিতে পারি।

যদু ॥ জাগাও, বাবুকে জাগাও। এ ছদ্মবেশী নারী দস্যু হতে পারে।

জলদ ॥ পুলিশের চরও হতে পারে।

গোবর ॥ পুলিশের বড়কর্তা ল্যাম্বো সাহেব না তো? শুনেছি সে ছদ্মবেশে ঘোরফেরা করে। আর কাগজে পড়েছি, সে বলে অভিনেতা আর গাঁটকাটা একই মাল।

বসু ॥ পেয়ারা, তামুক সাজ, আমি বাবুকে জাগাবো। শুনছেন, ও কাপ্তেনবাবু! উঠুন। নানা লোক এসে বসে আছে দেখা করবার জন্য। [কর্ণেট প্রবল গর্জন করে ওঠে]

বেণি ॥ (ধড়মড় করে উঠে বসে) ও তোমরা? আমি ভাবলাম ডাকাত পড়েছে।

হর ॥ ডাকাতই পড়েছে, ডাকাতের ফিমেল সংস্করণ।

বেণি ॥ কি?

বসু ॥ ঐ যে।

বেণি ॥ (দেখে কপাল টেপেন) —কাল রাতে এত টেনেছি!

বসু ॥ কি বলছেন?

বেণি ॥ বলছি এখনো নেশার ঘোর কাটেনি। মনে হোলো স্পষ্ট দেখলাম ওখানে কোনো ভীষণদর্শনা চামুণ্ডা বসে আছে। কিন্তু তা তো হতে পারে না। এ তো শোভাবাজারে আমাদের থেটার, এখানে তো অমন কাণ্ড ঘটতে পারে না। আরো ঘুমোতে হবে।

[শুয়ে পড়লেন]

জলদ ॥ ঘটেছে, ঘটেছে, সেটাই ঘটেছে। তাজ্জব ব্যাপার!

বসু ॥ ও মেয়েটি বলছে ওকে আপনি আসতে বলেছেন।

বেণি ॥ আমি? (এক ঝলক দেখে) জীবনে ওকে দেখিনি।

ময়না ॥ বারে, আমি ময়না।

বেণি ॥ ময়না হও, পায়রা হও, আমি জানিনা।

ময়না ॥ বারে, ভোররাত্তিরে দেখা হলো, কত কথা কইলে—

বেণি ॥ তমাক, তমাক কই? গড়গড়া দাও। সকালবেলায় এত ঝক্কি পোষায় না। আর সূর্পনখাকে এখন বিদেয় করো।

জলদ ॥ চলো, বেরোও এখান থেকে। ঘরের ভেতর ঢুকে বসেছে দেখ! যেন রাজরাণী এলেন!

ময়না ॥ তোমাদের ঐ কাপ্তেনবাবু তো দেখছি ভুজুঙ্গে বজ্জাত। বলি ও মিনসে, গান শোনালাম মনে নেই?

বেণি ॥ যা দূর হ। দু'টো পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দাও।

জলদ ॥ এই ধর পয়সা, এবার যা।

ময়না ॥ তোর মাগকে পয়সা খাওয়াস, শালা (পয়সা ছোঁড়ে) বেল্লিক কোথাকার! ঐ কাপ্তেনবাবু শালা মিথ্যেবাদী। আমাকে বললে থেটারে রাণী করে দেবে। আর এখন হাঁকিয়ে দিচ্ছে দেখ!

জলদ ॥ বেরো, বেরো, বেটি ভিখিরি—

বেণি ॥ (হঠাৎ কিছু মনে পড়তে) দাঁড়াও, থিয়েটারে পার্ট দেব বলেছিলাম?

ময়না ॥ তা নয়তো কি? গলাফুলো পায়রা, আমাকে মিছামিছি দৌড় করালো। আমার আলুর ঝাঁকা পড়ে আছে সেই ছাতুবাবুর বাজারে।

বেণি ॥ (উঠে আসেন) তুমি কি আমাকে অবলীলাক্রমে ডি-শার্পে গান গেয়ে শুনিয়েছিলে?

ময়না ॥ সে গান লয়। "ছেড়ে কলকেতা বোন হবো পগার পার" —এই গান।

বেণি ॥ (মৃদু হেসে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, একই কথা। আমি এস্কেলের কথা বলছিলাম—সি শার্প, ডি, শার্প. যাক। (মুখখানা কাছ থেকে দেখেন) হু ঁ মন্দ নয়।

[কামানের গর্জন]

গোবর ॥ ন'টার তোপ পড়ে গেল।

বেণি ॥ স্তব্ধ হও। এখানে জরুরী কাজ হচ্ছে। আঙুর এদিকে এস।

[বেণি হাত মোছেন ময়নার আঁচলে]

বেণি ॥ তাহলে (ফিসফিস করেন)—

ময়না ॥ (জলদকে, তির্যক হাসি-সহ) কি গো বাবু? তাড়ালে না।

বেণি ॥ (সরবে) পেয়ারা, এই মেয়েছেলেটাকে নিয়ে যা কলতলায়। এইসব ন্যাকড়াগুলো গা থেকে নামিয়ে পুড়িয়ে দিবি, নইলে রোগ ছড়াতে পারে। তারপর সোডা আর গরমজল দিয়ে এর গা পুছে, রং-টং করে রাজকুমারী অনুরাধার বেশ ও অলংকার পরিয়ে আন্।

কামিনী ॥ এই হতকুচ্ছিৎ মেয়েটা করবে অনুরাধা?

বসু ॥ তোকে যখন প্রথম নিয়ে আসেন কাপ্তেনবাবু, তুই কি এর চেয়ে সুন্দর ছিলি?

ময়না ॥ (কামিনীকে) তুই এখনো পোড়াকাঠ।

কামিনী ॥ থাম্।

বেণি ॥ নিয়ে যা। হ্যাঁ, ঝামা দিয়ে সর্বাংগ ঘসবি।

ময়না ॥ ঝামা! আমার নাগবে।

বেণি ॥ যাও।

ময়না ॥ অন্য লোক চান করালে আমার নজ্জা করবে।

বেণি ॥ এটা থিয়েটার। রাগ লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। যাও।

[ময়না ও কামিনী অগ্রসর হয়]

কামিনী ॥ ছুঁস নে।

ময়না ॥ তোকে ছুঁতে আমার বয়ে গেছে।

[দু'জনের প্রস্থান। ঘরে নীরবতা। শুধু বেণির গড়গড়া গুড়ুক গুড়ুক শব্দ করছে।]

হর ॥ ও মেয়েটি বুঝি দলভুক্ত হোলো?

বেণি ॥ (কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে) আপনার কি মনে হয়?

হর ॥ ও কি অভিনয় করতে পারবে?

বেণি ॥ আপনি কি অভিনয় করতে পারেন? (নীরবতা)

জলদ ॥ ওই ভিখিরিটা হবে আমার হিরোইন?

বেণি ॥ তুমি হবে ওর হিরো! উঠে পড়ে লাগো, নইলে ওর অসুবিধা হবে।

জলদ ॥ কি জাত ও? আমি কায়েত, যার তার সংগে অভিনয় করিনা।

বেণি ॥ দরজা খোলা আছে, যেতে পারো। (নীরবতা)

যদু ॥ ও গান গাইতে পারে তো?

বেণি ॥ পারে।

যদু ॥ নাচে?

বেণি ॥ শিখিয়ে নেব।

হর ॥ অনুরাধা বড় শক্ত পার্ট বাবু। পড়ে দেখলাম, নাটকটা

শেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেট আর ম্যাকবেথ মিশিয়ে মেরে দেয়া। ওফিলিয়াই হচ্ছে অনুরাধা। এমন জটিল—

বেণি ॥ (অধৈর্য স্বরে) শিখিয়ে নেব। বেণিমাধব চাটুয্যে বলছে, শিখিয়ে নেবে! বেণিমাধব চাটুয্যে পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারে, কাষ্ঠপুত্তলির চক্ষু উন্মীলন করে দিতে পারে, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে। এখানে কে অভিনয় করতে পারে? একজন ছাড়া—ঐ আঙুর, সে করে অভিনয়। আমরা জলে আঁক কাটি। এই যে বেণিমাধব চাটুয্যে—ছোটবেলা থেকে যাত্রায় গাইছি। বিশ বৎসর একাদিক্রমে অভিনয় করে বুঝলাম আমি অভিনয় করতে জানি না।

প্রিয় ॥ (হঠাৎ) তখন অভিনয় ছেড়ে দিলেন না কেন?

বেণি ॥ ততক্ষণে আমি বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছি যে।

[সকলের মৃদু হাসি]

কিন্তু আমি শিক্ষক। আমি স্রষ্টা। আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান। আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।

আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর জংগম ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পীবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে
পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্মা রাঙা পা দু'খানি—

[প্রবল ঝনাৎ করে এই সময় জানালার কাঁচ ভেঙে ইঁট এসে পড়ে তাঁর পিঠে। বাইরে কোলাহল]

উঃ।

প্রিয় ॥ ও কি! কি হলো?

বেণি ॥ বিশ্বকর্মার পিঠে পাড়ার ছেলেরা ইঁট মারলে। ঢাল, ঢাল গুলো কোথায়?

[গোবর ঢাল বার করে ও দেয় সকলকে]

নেপথ্যে চীৎকার ॥ এই শালা যাত্রাওলা! মেয়েছেলে নিয়ে স্ফূর্তি করছ?

প্রিয় ॥ এটা কি হবে?

বেণি ॥ এ ঘরে জানালা-বরাবর যারা বসে তারা ঢাল নিয়ে বসে। ইঁট ঠেকায়। এটাই ঐতিহ্য।

নেপথ্যে চীৎকার ॥ এই শালা, এক্‌টো করছিস? ভদ্রলোকের পাড়ায় বেশ্যার নাচের আখড়া বসিয়েছিস?

প্রিয় ॥ বেরিয়ে দু ঘা দিলে হয় না?

বেণি ॥ না, হয় না। গোড়ায় দিয়ে দেখেছি—হিতে বিপরীত হয় ওরা পুলিশ ডাকে। আর ওই ট্যাশ সার্জেন্টরা আমাদেরই এরেস্ট করে। চুপ করে ঢাল বাগিয়ে বসে থাকো। ভাল কথা এ কে? কার সংগে কথা কইছি?

বসু ॥ পাওনাদার হবে। মহাশয়ের নামটা যেন কি?

প্রিয় ॥ (জ্বলে ওঠে) বলে কোন লাভ নেই। ভেবে দেখলাম নাম বলে এখানে কোনো লাভ নেই। আপনাদের কিছুই মনে থাকে না। জানতে ইচ্ছে করে স্টেজে উঠে পার্ট মনে থাকে?

বেণি ॥ মহাশয় কি কুইন ভিক্টোরিয়ার নাতজামাই যে আপনার নাম মনে রাখতে হবে? মহাশয় কি গায়ত্রী যে জপ করতে হবে? মহাশয়ের কি ধারণা আমাদের কাজকর্ম নেই?

প্রিয় ॥ কাজের নমুনা তো দেখছি। ঘুমোচ্ছেন বেলা ন'টা পর্যন্ত।

[সকলে সচকিত]

জলদ ॥ এ ছোঁড়া বাঁচলে হয়।

হর ॥ ঘাঁটিও না, ঘাঁটিও না, পাওনাদার হতে পারে।

গোবর ॥ আচ্ছা, এ ছদ্মবেশী ল্যাম্বো-সাহেব নাতো?

যদু ॥ এ ছোঁড়ার মাথায় ল্যাম্বো সাহেব ভর করেছে।

বেণি ॥ তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার খাওয়া, ঘুমানো, স্নান, আচমন সব মহাশয়ের অনুমতি সাপেক্ষ। মহাশয় হন কেটা?

প্রিয় ॥ আমার নাম প্রিয়নাথ মল্লিক—শুনলেন দিদি?

বসু ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রিয়নাথ মল্লিক।

প্রিয় ॥ যাক, মনে পড়েছে।

বেণি ॥ নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। মহাশয় কি জাত?

প্রিয় ॥ স্বর্ণবণিক।

বেণি ॥ যে ভুতুর-মাতুর খচ্চরটি এ দলের মালিক, সে শালাও স্বর্ণ-বণিক। মহাশয় তাঁর কিছু হন?

প্রিয় ॥ সার্টেনলি নট।

বেণি ॥ কি বললেন?

হর ॥ বলছে, সার্টেনলি নট—নিশ্চিত না।

বেণি ॥ তা মহাশয়ের করা হয় কি?

প্রিয় ॥ আমি একজন জিনিয়াস।

বেণি ॥ এ্যাঁ ?

হর ॥ বলছে প্রতিভা। ইনি এক—ইয়ে প্রতিভাধর কুলমার্তণ্ড।

বেণি ॥ তা মশায় যদি এমনই গোকুলের ষাঁড় হবেন, তবে হেথায় কি উদ্দেশ্যে আগমন ?

প্রিয় ॥ এসেছিলাম আপনাদের নাটক শেখাতে (সকলে সচকিত)। কিন্তু ছয় দিবসকাল এই ফরাসের ওপর অপেক্ষমান থেকে আমি এক্‌সস্‌টেড !

হর ॥ বলছে এক্‌সস্টেড, মানে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত।

বেণি ॥ মহাশয় বাংলার গ্যারিককে নাটক শেখাবেন? মহাশয় কি বাংলার শেক্ষপীর ?

প্রিয় ॥ আমি নাটক শিখেছি হিন্দু কলেজে ক্যাপ্টেন পেণ্ডেল বেরির কাছে। আমি অভিনয় করেছি ইংরেজীতে পার্ক-স্ট্রীটের সাঁ সুসী থিয়েটারে। আমি বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করেছি আপনাদের কদর্য জীবনবোধ বর্জিত নাটকের মিথ্যা আড়ম্বর। বাইরে পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করে চলেছেন।

বেণি ॥ (হঠাৎ মনে পড়ে) কাল রাত্রে একজন মেথর আমাকে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল। এঁকে মুড়ি দাও। মহাশয়ের মুড়ি চলবে ?

প্রিয় ॥ হ্যাঁ, চলবে। আই এম হাংরি।

হর ॥ বলছে আই এম হাংরি, মানে আমি হই ক্ষুধার্ত !

বেণি ॥ আঃ, হরবাবু, ইংরিজি যে আমি একেবারে জানি না তা নয়। হাঙোরি মানে যে হাঙরের মতন ক্ষুধার্ত তা আমি জানি।

বসু ॥ খাও ভাই, মুড়ি খাও। সকালে না খেয়েই বেরিয়েছো বুঝি ?

প্রিয় ॥ হ্যাঁ।

বসু ॥ তোমার বউ, মা বাবা না-খেয়ে বেরুতে দিল ?

প্রিয় ॥ বিয়ে করিনি। বাপ-মা আমায় দেখতে পারে না। বাপ বলে গদীতে বসে বসে ওর লোহার ব্যবসা দেখতে হবে। গুল্ড ফুল্স্। মাঝে মাঝে আমায় শিকল এঁটে বন্দী করে রাখে।

বেণি ॥ প্রিয়নাথ মল্লিক নামটা আমি আগে কোথায় শুনেছি!

হর ॥ আমারো কেমন পরিচিত মনে হচ্ছে।

বেণি ॥ শুনুন! মহাশয় কি কখনো এ ঘরে চুরি করতে এসে ধরা পড়েছিলেন ? (প্রিয় বিষম খায়)—না, তার নাম ছিল প্রিয়রঞ্জন।

হর ॥ মহাশয়ের নামটা আগে কোথায় শুনেছি বলুন তো ?

প্রিয় ॥ সেটাই বক্তব্য ছিল। ছ'দিন ধরে সেটাই আমার নিবেদন ছিল মহাশয়দের খুরে। অধম একটি নাটক দিয়ে গিয়েছিল কাপ্তেনবাবুকে পড়তে। সে নাটকটা শাহেনশার কেমন লেগেছে সেটা জানতেই সপ্তাহব্যাপি অধমের এ দরবারে উপস্থিতি।

বেণি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে নাটকটাতো ? ঐ পালার প্রথম পাতায় প্রিয়নাথ মল্লিক নামটা লেখা ছিল, বললাম না হরবাবু ?

হর ॥ কখন বললেন ?

গোবর ॥ আপনি তো ওকে চোর ভাবলেন।

যদু ॥ চোপ্।

প্রিয় ॥ কেমন লেগেছে নাটকটা ?

বেণি ॥ বেশ। ইয়ে—নানা সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। প্রথম দুই

অংকের গতি কিছু শ্লথ, কিন্তু তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংক হইতে নাটকের গতি দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) —সব নাটকেই তাই হয়।

প্রিয় ॥ আমার নাটকে অংকভাগ নেই। অংক-গর্ভাংক এ সব কৃত্রিম ভেদাভেদ নেই। আমার নাটক দশ অধ্যায়ে বিভক্ত, একাধারে নাটক ও নভেল।

বেণি ॥ এই মরেছে।

প্রিয় ॥ স্পষ্টতই প্রতীত হচ্ছে, আপনি নাটক পড়েন নি। একমাস ফেলে রেখেছেন, পড়েন নি। ডিসগাস্টিং!

হর ॥ বলেছে ডিসগাস্টিং, মানে—ইয়ে আমার শরীর রীরী করিতেছে।

প্রিয় ॥ এনাফ, এনাফ!

হর ॥ বলছে, যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে।

প্রিয় ॥ আমার নাটকটা ছিল পলাশীর যুদ্ধ, বৃটিশ দস্যু জালিয়াৎ ক্লাইভের মুখোশ উন্মোচন।

বেণি ॥ হাতকড়া না পড়ে!

প্রিয় ॥ আপনাদের দিতে যাওয়াই ভুল হয়েছিল। ফিরিয়ে দিন ম্যানুস্ক্রিপ্ট। পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিন।

বেণি ॥ হ্যাঁ, এই দিই। হরবাবু, দিন তো, ওর ম্যানুস্ক্রিপটা দিয়ে দিন।

হর ॥ কোথায় পাব?

বেণি ॥ (প্রিয়র প্রতি এক হাসি নিক্ষেপ করে) যেখানে থাকে সব কাগজপত্র, সাট, বাজারের হিসেব, আমার তালতলার চটিজোড়া—(থেমে যান, হাসেন)।

বসু ॥ সে নটবর না এলে হবে না। (প্রিয়কে) ছোঁড়া বাজারে গেলে আর আসেনা, বুঝলে ভাই। একটু বোসো। আর একটু মুড়ি দিই ?

প্রিয় ॥ না আর লাগবে না।

গোবর ॥ ভাগ্যিস মশায় না বললেন ! ঘরে মুড়ি বাড়ন্ত. আমি দেখে এসেছি।

যদু ॥ চোপ।

[প্রিয় খালি ঠোঙাটা ফেলতে গিয়ে হঠাৎ সেটা চোখের কাছে টেনে আনে, তারপর এক তীক্ষ্ণ চীৎকার তার বুক ফেটে বেরিয়ে আসে।]

প্রিয় ॥ "পলাশীর যুদ্ধ, পৃষ্ঠা তিনশত একুশ"।

[সকলে সচকিত। প্রিয় ঘুরে ঘুরে অন্যদের হাতের ঠোঙা দেখে, একটা পরিত্যক্ত ঠোঙা কুড়োয়, আবার মর্মভেদী চীৎকার]

"পলাশীর যুদ্ধ, পৃষ্ঠা তিনশত চৌদ্দ" ! আমার অমন নাটক দিয়ে মুড়ির ঠোঙা বানিয়েছে। মাই মাস্টারপীস। আপনারা নিজ নিজ জননীর চিতা থেকে হুঁকোর কলকে ধরাতে পারেন ! বার্বেরিয়ানস্ ! ভ্যাণ্ডালস্ !

হর ॥ বলছে, বার্বেরিয়ানস্ মানে বর্বর। আর বলছে ভ্যাণ্ডালস্ মানে ডিকশেনারি দেখতে হবে।

প্রিয় ॥ আই হ্যাভ বিন ইনসালটেড।

হর ॥ আমি হইয়াছি অপমানিত।

প্রিয় ॥ আমারই দোষ !

হর ॥ আমারই দোষ—না না এত্তো বাংলা।

প্রিয় ॥ আমি বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়েছি আই হ্যাভ কাষ্ট পার্লস্ বিফোর এ স্টাই ফুল অফ সোয়াইন।

[হাঁপাচ্ছে ভীষণ ক্রোধে]

হর ॥ এক ঘর শূকরের সম্মখে মুকুতা ছড়াইলাম।

বেণি ॥ আঙুর, তুমি ওঁর নাটক দিয়ে ঠোঙা বানিয়েছ কেন ?

বসু ॥ আমি কি করে জানবো কাপ্তেনবাবু ? আঁস্তাকুড়ে পড়েছিল, সেখানে—

[থেমে জীভ কাটেন]

প্রিয় ॥ আঁস্তাকুড় !

বসু ॥ তুমি কিছু ভেবো না বাপু, এখুনি পাতা মিলিয়ে আবার ঠিক করে দিচ্ছি। এই গোবরা, কুড়ো, কুড়ো পাতা, খোল্ আবার, ছেড়ে না যেন। প্রিয়বাবু রাগত হয়েছেন।

[সকলে ব্যস্ত হন]

গোবর ॥ আমার হাতে পৃষ্ঠা তিনশত পনেরো।

যদু ॥ আমার তিনশত বাইশ।

বসু ॥ কুড়ি কোথায় গেল ? এইখানে রাখলাম এক্ষুণি ! ও এই তো। তেল লেগে গেছে, পড়া যাচ্ছে না, তাই—

[থামেন, প্রিয়কে হাসিতে তুষ্ট করার প্রয়াস পান]

প্রিয় ॥ তিন বৎসরাধিক কাল দেহের রক্ত জল করে ইতিহাসের স্থূল গ্রন্থাদি ঘেঁটে লিখলাম। সেটা আঁস্তাকুড়ে ফেলেছে, তেল ঢেলেছে, মুড়ি ভরেছে। ডুয়েল লড়বো। নেম ইয়োর ওয়েপন।

হর ॥ কি অস্ত্রে লড়িবে তাহার নাম কহ।

বেণি ॥ মহাশয়ের কাছে কি এ নাটকের কাপি নেই ?

প্রিয় ॥ না। আর যে ভাবে আমাকে অপমানিত করা হলো, নাটক পড়া দূর স্থান, আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে—

বসু ॥ এই লও খানিকটা মিলেছে। [কয়েকটা পাতা দেন]

প্রিয় ॥ ড্যামনেশন।

[সকলে ভড়কে যান]

হর ॥ নরকস্থ হওন। হে-হে—মাই বয় ভুলোনা—ফেইলিওর্স আর দি স্টেপিং স্টোন্‌স্ অফ সাকসেস।

[প্রিয়র জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে পিছু হটেন]

প্রিয় ॥ আই এম রুইণ্ড। [প্রিয় মুখ ঢেকে বসে থাকে]

হর ॥ [মৃদুস্বরে] আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত।

বসু ॥ সকাল থেকে কিছু খায়নি কিনা, তাই অমন রেগে যাচ্ছে। বাপ-মারও বলিহারি বাবা। এমন হীরের টুকরো ছেলে, সায়েবদের কালেজে পাশ দিয়ে বেরিয়েছে। কথায় কথায় ইংরিজি জাইন ঝাড়ছে, তাকে খেতে দেয় না।

[পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকেন]

গোবর ॥ শীতকালে বাতাস কোরো না।

প্রিয় ॥ [ভগ্নস্বরে] ভেবেছিলাম আপনাদের রিফরমেশনের আলোকে টেনে আনবো। ভেবেছিলাম ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা দেব। (সজোরে) এবং আমিই পারবো। মাইকেল চলে গেছেন, দীনবন্ধু গৃত হয়েছেন—

বেণি ॥ [সমর্থনের সুরে] কালিদাসও আর নেই।

প্রিয় ॥ আমি ছাড়া কেউ নেই এখন। কিন্তু যারা দেখতে চায় না, তাদের দেখাবো কি করে? অন্ধকারের জীবেরা আলো সইতে পারবে কেন? [বেণির ধৈর্যচ্যুতি হয় এবার]

বেণি ॥ দেখ ছোকরা, অনেকক্ষণ থেকে তোমার দাঁদুড়েপনা দেখছি। সব শালা বারফটকা বাবুর দল মদ খেয়ে রিফরমেশন করতে আসে।

বসু ॥ কি বলছেন বাবু, বেচারার নাটকটা সবাই মিলে নষ্ট করলাম, আবার ওকে টুইয়ে দিচ্ছ?

বেণি ॥ না, না, ছোঁড়ার ব্যাভারটা দেখছ? বলছি নাটকটা আঁস্তাকুড় থেকে এনে দিচ্ছি, নেবে না! রিফরমেশনের আলোক দেখাচ্ছে! মাথায় ট্যাসেল দেয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি, সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন, বাপের বিরাট ব্যবসা, মাসির বাড়ি অন্ন লুসেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বসবার আড্ডা। এদের হাড়ে হাড়ে চিনি। পকেটভর্তি টাকা, অথচ গরীবের জন্য প্রাণ কাঁদে। ব্রাহ্মসভায় গিয়ে মদ খান, আর বক্তিমে করেন। ক'টা গরীবকে চেন বাবু? কথায় কথায় যে ইঞ্জিরি ঝাড়ো, দেশের মানুষ বোঝে?

মহু ॥ (গান ধরে)

সাচ্চা বুলি আমরা বলি, ভয় করি না তাই।
বলবো ঝুটো নয়কো ঝুটো
রাগ কোরো না ভাই॥

কুলের বধূ ঘরের কোণে
বসে থাকে ঘোমটা টেনে
মদ খেয়ে ভাই আনো টেনে
লজ্জা শরম নাই ॥
কি এক বিষম ঢেউ উঠেছে
নাকের উপর কাঁচ বসেছে
মুখে বুলি রিফরমেশন
এ এক ফ্যাশন দেখতে পাই ॥
(আবার) কলম গুঁজে চক্ষু বুঁজে
'উচ্চশিক্ষার' ধুয়ো চাই ॥
বুক ফুলিয়ে চেন ঝুলিয়ে
হুমরো চুমরো বাবু,
(সায়েবের) মুৎসুদ্দির পদটি নিয়ে
শেষে হবেন কাবু ॥

প্রিয় ॥ [ম্লান হেসে] আমি বাবু নই। এই পোষাকগুলো রয়ে গেছে, ছাড়তে পারছি না। কিন্তু পকেট শূন্যি। আমার বাপ মদ খায়, চারটে মেয়েমানুষ পোষে আর মাকে মারে— এইজন্য আমি বাবাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম!

হর ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম।

বসু ॥ এ ছেলে বাবু নয়।

[পুনরায় ইট পাটকেল আসতে থাকে]

বেণি ॥ ঢাল।

গোবর ॥ [ঢাকসুদ্ধ জানালায় উঁকি মেরে] বাচস্পতি আসছে লো
নিয়ে।

জলদ ॥ ও গুণ্ডটা বড় জ্বালাচ্ছে।

গোবর ॥ এ বাড়িতে ঢুকছে।

বেণি ॥ তলোয়ার ! [তলোয়ার বিতরিত হয়। প্রিয়কে] এং
স্থানীয় ঐতিহ্য।

প্রিয় ॥ [তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে ওঠে।] যুদ্ধ করতে হবে ?

হর ॥ মাই বয়, ডু ইন রোম এজ রোমানস ডু।
[ইংরেজি বলার পুলকে হাসতে থাকেন। কয়েকলাঠিয়াল-
সহ বাচস্পতির প্রবেশ, কিন্তু থিয়েটারি যুদ্ধের মহড়া দেখে
কিঞ্চিৎ ঘাবড়ান।]

বাচ ॥ এই, এই কক্ষে বাস করে নরাধমের দল। (থমকে) এই
নরাধমের নাম বেণিমাধব চাটুয্যে। আর ঐ বেশ্যার নাম
আঙুর।

বেণি ॥ কি চাহ দ্বিজবর ? কি তব অভিলাষ ?

বাচ ॥ ভদ্রলোকের পাড়া থেকে তোদের বাস উঠাবো তবে
আমার নাম নদেরচাঁদ বাচস্পতি। এ কক্ষ পরিত্যাগ করে
আজই চলে যেতে হবে।

বেণি ॥ কিন্তু বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

বাচ ॥ থেটারি এক্টো ছাড়ো। মদ খেয়ে পতিতা লইয়া বাগড়া-
বাগড়ি করিয়া তোমরা চিৎপুরকে নরকপঙ্কে নিমজ্জিত করেছ।

বেণি ॥ মদ্যপান কি তব পিতার অর্থে করি ?

াচ ॥ বাপ তুলছে। রোজ রাত্রে টলতে টলতে ফেরে, কুলবধূগণ বাহির হইতে পারে না।

বণি ॥ তাতে বোধ করি আপনার অসুবিধে হচ্ছে, অবলোকন কাম চরিতার্থ হচ্ছে না?

াচ ॥ মদ খেয়ে বিকট চীৎকার করে, দিবসে নিদ্রা যায়, দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ করে, মদের ঘোরে অন্যগৃহে ঢুকে পড়ে, 'গলা জ্বলে গলা জ্বলে' আর্তনাদে পাড়া কম্পিত করে, বমি করে—

াণি ॥ এইবার বুঝিলাম ঠাকুর আমার গুরুভাই, উনিও খুব টানেন।

াচ ॥ কি?

াণি ॥ নইলে নেশার সব লক্ষণ আপনি জানলেন কি করে?

চ ॥ এত বড় স্পর্ধা? ভীম, মার! ঐ বেণির মস্তক বিদীর্ণ কর। এই আণ্ডুরকে মার।

লদ ॥ এক পা এগিয়ে দেখ! মুণ্ডু উড়িয়ে দেব!

াচ ॥ ভীম, নির্ভয় হ', ও টিনের তরবারি। মার।

য়র ॥ [হঠাৎ চীৎকার করে] আই শ্যাল টেক ইউ টু কোর্ট ফর দিস্! ট্রেসপাসার! ব্যাণ্ডিট! আই শ্যাল ব্রিং এন একশন অফ ব্যাটারি এগেন্সট্ ইউ!

াম ॥ ইয়ে তো আংরেজি বোল রহা!

চ ॥ মহাশয়ের নাম? পরিচয়?

য়র ॥ গেট আউট, অর আই শ্যাল সেট দা পুলিস অন ইওর ট্র্যাক।

ম ॥ সেলাম হুজুর।

বাচ॥ [বিব্রত হাসিসহ] মহাশয় যে এস্থানে উপস্থিত তাহ
পূর্বাহ্ণে জানিতে পারি নাই বলিয়াই—

প্রিয়॥ হেন্‌স্‌ আভাউন্ট! বিফোর আই ডু এনিথিং ডেসপারেট

ভীম॥ যো হুকুম, হুকুম!

হর॥ দেয়ার ইজ মেনি এ স্লিপ বিট্‌ইক্সট্‌ দি কাপ এণ্ড দি লিপ

[এই শেষ হুংকারে শত্রুপক্ষ রণে ভংগ দেয়। নির্লিপ্তভা
অভিনেতারা অস্ত্র ত্যাগ করে যে যার কাজে মন দেয়।]

প্রিয়॥ রোজ এ রকম হয়?

বেণি॥ প্রায়শ।

জলদ॥ ঐ বাচস্পতি বড্ড পেছনে লেগেছে।

যদু॥ লোক ভাড়া করে বিদ্যাসাগরের নামে ছড়া কাটায়, আমর
কোন ছার!

বেণি॥ হর বাবু, আপনি যে কাগজটার ওপর বসে আছেন, সেট
পড়ছেন কি?

হর॥ না, এর ওপরে বসে থাকলে আর পড়ি কি করে?

বেণি॥ দিন তবে, দেখি।

প্রিয়॥ তা কি ঠিক করলেন?

বেণি॥ কিসের কি ঠিক করলাম? কিছুই ঠিক করিনি এখনো।

প্রিয়॥ আমি আর একটা নাটক লিখছি, শেষ হলে পড়ে দেখবেন
না এইসব দুর্গন্ধযুক্ত অর্থহীন রূপকথাই করবেন?

বেণি॥ তোমার চুলটা কি ফ্যাশানে ছাঁটা? এলবার্ট, না ওয়েলস্‌

প্রিয়॥ আনসার মাই কোয়েশ্চেন।

হর॥ আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করো।

বেণি ॥ তুমি কি ইংরিজিতে নাটক লেখো, না বাংলায় ?

প্রিয় ॥ বাংলায়।

বেণি ॥ বাঙালিরা বোঝে ? [প্রিয় অপমান বোধ করে থেমে যায়]।

গোবর ॥ [কিঞ্চিত ভেবে] বাংলা বাঙালিরা বোঝে।

যত্নু ॥ চোপ।

বেণি ॥ বর্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারত হয়না তো ? বুঝিয়ে না দিলে বোঝা যায়না ? তা বাংলার মধ্যে মধ্যে ইংরিজি বুকনি ঠেসে দাও না তো ?

প্রিয় ॥ না তা দিই না। বাংলা ও সংস্কৃত দুটিই জানি। কিন্তু ইংরিজি বুকনিতে আপনার এমন বীতরাগ কেন ? বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ কাঁদে তো দলের নাম পর্যন্ত ইংরিজি কেন ? দি গ্রেট বেংগল অপেরা। [সকলে সচকিত]

বেণি ॥ শোনো ছোকরা, তোমার ঐ চুল ছাটতে হবে, এসব টুনটুনি মার্কা পোষাক পরে বোম্বাচাক সং সাজা ছাড়তে হবে, সারারাত আমাদের সঙ্গে খাটতে হবে, এস্টেজ ঝাঁট দিতে হবে, কষ্টিউম কাচতে হবে ! এসব করো কিছুদিন, থিয়েটার কাকে বলে বোঝো, তারপর নাটক লিখো।

প্রিয় ॥ এসব আমি করবো, কারণ শ্রমে আমার হর্ষ হয়। কিন্তু আপনি আর মদ খেয়ে স্টেজে নামবেন না, তাতে নাট্যশালার অপমান হয়।

[ঘরে যেন বোমা ফাটে]

বসু ॥ ষাট, ষাট, ষাট, ষাট।

বেণি ॥ দেখ বাপু, আমি বাংলা খাই তেরো বছর বয়স থেকে, গাঁজা

চোদ্দ থেকে, চরস আর আফিম ষোল থেকে। দর্জীর কাছে জামা করতে গেলে, সে বাংলার গ্যারিককে চিনে ফেলে, বলে পকেট কোন সাইজ করব, পাঁইট না হাফ-পাঁইট ? আজ পর্যন্ত আমি যা টেনেছি তাতে তোমার গর্ভধারিণী বেহুলার ভেলা ভাসাতে পারবেন।

প্রিয় ॥ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিলেন না। আমি দেখেছি আপনারা কেউ কখনো কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হন না, এড়িয়ে যান। সেটাই সমস্যা।

[দু'জন শামলা পরা চাপরাশি ঢোকে, হাতে পাখা, মদ্য-পানের সরঞ্জাম, তাকিয়া ইত্যাদি]

জলদ ॥ এই মরেছে ! মালিক এসেছে !

বসু ॥ (প্রিয়কে) বীরকৃষ্ণ দাঁ, বেঙ্গল অপেরার স্বত্বাধিকারী। সাহেবের মুৎসুদ্দি, নিজের বাইশ লাখ টাকা নগদ খাটে।

[উগ্র রুচিহীন বাবুজনোচিত পোষাক পরা—যথা ধূপছায়া জোড়, কলার কপ কামিজ, ঢাকাইচাদর ও তাজ—বীরকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন। প্রৌ। সকলে প্রায় আভূমি প্রণত হলেন]

বেণি ॥ একি কর্তামশায় স্বয়ং। ডেকে না পাঠিয়ে নিজে এই অভাগাদের কুটিরে পদধূলি দিলেন ? [সরে গিয়ে হরকে এগিয়ে দেন]

বীর ॥ আমি গঙ্গা স্নানে যাচ্ছিলুম এই পথে। বৃন্দাবন, গাড়ির ভেঁপুটা ঠিক বাজছে না কেন ?

বৃন্দাবন ॥ কোচম্যানরা সারাই করছে, হুজুর।

বীর ॥ [অভিনেতাদের] আমার চার ঘোড়ার গাড়ি। ব্রুহাম। চারটে ঘোড়ার তিনটে ওয়েলার, একটা নর্ম্যাণ্ডি। কোথায় বসি ? [ভৃত্যরা ফরাসের ওপর তাকিয়া রেখেছিল দেখে] ওখানে নয়, নীচু হতে পারবোনা।

হর ॥ এইখানে সিংহাসনে বসুন রাজা মশায়।

বীর ॥ তাই বসি [উপবেশন]।

হর ॥ [পুনরায় পাদবন্দনা করে] হুজুরের সোনারদোয়াত কলমহোক।

বীর ॥ আনিস ঢালো। [ভৃত্যরা মদ ঢালছে রূপোর গেলাসে] খাবেন নাকি কাপ্তেন বাবু ? আনিস। আমেরিকার মদ। আমার এক মার্কিন সওদাগর মক্কেল আছেন, তিনি দিয়েছেন। তাঁর সংগে আমার সাহেবের বছরে বিশ লাখ টাকার ব্যবসা হয়, আমার নিজেরো হয় লাখ পাঁচেক। (মদ্যপান) তারপর কাপ্তেন বাবু, একি শুনছি ?

বেণি ॥ কি শুনছেন ?

বীর ॥ মানদাসুন্দরী নাকি ভূবন নিয়োগীর টাকা খেয়েপালিয়েছে ?

বেণি ॥ ঠিকই শুনেছেন।

বীর ॥ ইশ। এদিকে আমি ওকে রাখবো ভাবছিলাম। ধোপাপুকুর লেনের বাড়িটা তো খালিই পড়ে থাকে। ওকে ঐখানে রাখবো ভাবছিলাম। আমার মোটে তিনজন রাঁড়। আত্মীয়-পরিজনরা বলছিল, আমার এখন যা প্রতিষ্ঠা তাতে মোটে তিনজন রক্ষিতায় মান থাকে না। আরো আনিস দাও। তাহলে ? কি হবে কাপ্তেনবাবু ?

বণি ॥ কিসের কি হবে ? মানদার পরিবর্তে আর কাউকে রাখুন।

বীর ॥ সে কথা নয়। বলছি বেংগল অপেরার কথা। গত হপ্তায় মোটে সাতশ টাকা বিক্রী। এভাবে চললে আমার ইনসালভেনসি হবে। জানেনই তো, আমার কমিশনের ব্যবসা, চোটার কারবার। তারপর আপনারাও যদি এমন ভজকট করেন।

[উঠে পদচারণা করেন]

হর ॥ এবার যে পেলে হবে, একদম কেল্লা ফতে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বীর ॥ আমার প্রত্যয় হয় না। একের পর এক এমন সব পালা ধরছেন যা দেখলে আমার থুতকুড়ি জাগে। সেই যে একটা ধরেছেন—বিধবার হবিষ্যি না কি ?

বেণি ॥ [ঈষৎ রাগত] সধবার একাদশী।

বীর ॥ হ্যাঁ, সেটা অশ্লীল।

[ক্রোধে বেণি ফুলতে শুরু করেন, সকলে প্রমাদ গোণে]

হর ॥ অশ্লীল ?

বীর ॥ পাশে রাঁড় নিয়ে বসে দেখা যায় না। হেদোর লীলাবতীকে নিয়ে বক্শে বসেছিলাম, এ ওর মুখের দিকে চাইতে পারিনা এমন অবস্থা। পান আনো। এবার যেটা ধরছেন সেটা কি ?

বেণি ॥ এইতো লটকানো রয়েছে বিবাট করে।

বীর ॥ 'ময়ূরবাহন'। (পান নিয়ে) এই গোলাবি খিলিতে মুক্তাভস্মের চুন দেয়া। গড়ে প্রায় পনেরো টাকার মুক্তা এক এক খিলিতে তা ময়ূরবাহনটা কি বস্তু ?

বেণি ॥ স্বচ্ছন্দে রক্ষিতা নিয়ে বসে দেখা যাবে। রক্ষিতার ছেলেপুলে থা কলে তাদেরও নিয়ে যাবেন।

বীর ॥ ভালো, গোলাপজল আনো। (ভৃত্যরা গামলা স্থাপন করে তার কাছে গোলাপদান আর বাঁদিপোতার গামছা নিয়েঅপেক্ষা করে) তবে এই সধবার হবিষ্যি আর করা হবে না। আমি দল তুলে দেব সেও ভাল, অমন ঢোস্কা পালা করতে দেব না। (হাত ধোন) হাতটা আমি গোলাপ জলেই ধুয়ে থাকি। তা বিধবার একাদশীটা লেখা কার ?

হর ॥ দীনবন্ধু মিত্র।

বীর ॥ সে লিখতে জানে না। চূড়ান্ত রকমের অশ্লীল। তাছাড়া কলকাতার বাবুদের ব্যঙ্গ করেছে ও পালায়। আমাদের গাল দেবে আর আমরাই টাকা ঢালবো, এমন মামাবাড়ির আব্দার চলতে পারে না। (বসুন্ধরাকে হঠাৎ) কেমন আছ আঙুর ?

বসু ॥ যেমন রেখেছেন কর্ত্তামশায়, আপনার চরণ ভিন্ন অনুগতদের গতি নেই।

বীর ॥ এই শালটা কেমন দেখছ ?

বসু ॥ অপূর্ব।

বীর ॥ ঢাকা থেকে আনিয়েছি। দাম পড়েছে ষোল শত টাকা। (হেসে) পাইকপাড়ার রাজার আছে এরকম একটা (আবার ঘুরে) কিসব নাটক ধরেন বুঝিনা। গ্রেট নেশনেল হুহু করে এগিয়ে চলেছে। ভাল নাটক ধরুন।

বেণি ॥ কি ধরবো ? দীনবন্ধুই লিখতে জানেন না, আর কে লিখবে ? এবার হুজুর নিজে যদি কলম না ধরেন তবে নাট্যশালা অলীক কুনাট্যে মজে থাকবে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

বীর ॥ আমি লিখবোখন। আজকাল সাহিত্যই করছি দিনরাত।

বেণি ॥ ভাড়া করে কাউকে রেখে দিন, লিখে দেবে।

[সবাই তটস্থ, কিন্তু বীরকৃষ্ণ এতে রাগের কিছু দেখ্লেন না]

বীর ॥ তাই করবো। কাকে রাখি বলুন তো? খরচ পড়বে কেমন?

হর ॥ সেটা কাকে রাখছেন তার ওপর নির্ভর করবে। ধরুন যদি কবি লর্ড বায়রনকে রাখেন—

বীর ॥ সে লোকটা তো সাহেব?

হর ॥ হ্যাঁ।

বীর ॥ (বিরক্তিতে) আঃ, আমি ইংরাজীতে নাটক লিখবো না বাংলায়?

হর ॥ বাংলায়।

বীর ॥ তা হলে সাহেব দিয়ে কি হবে? না না সাহেব টাহেব চলবে না—তবে হ্যাঁ খরচাপাতি যখন করবো তখন বেছে বেছে বাজারের সেরা মালই রাখবো।

বেণি ॥ দেখবেন আবার ওজনে না ঠকায়।

বীর ॥ আচ্ছা ঐ যে লিখেছে, কি যেন বইটা? কে যেন লিখেছে?

হর ॥ মানে খোলসা করে না বল্লে তো বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

বীর ॥ আরে ঐ যে— গপ্‌পোটা আমায় বলেছিলো হরলাল শীল, আঃ কি যেন নামটা? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে 'গোবিন্দ'—

বেণি ॥ গোবিন্দ?

হর ॥ গীতগোবিন্দ। ইনি কবি জয়দেবকে মাইনে করে রাখবেন।

[সকলে স্তম্ভিত]

বীর ॥ আঃ সে সব নয়, সে সব নয়। ঐ গপ্‌পোয় আছে—গোবিন্দ

নামে একটা লোক একটা মেয়েছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলো। তারপর—

জলদ ॥ ও কৃষ্ণকান্তের উইল।

বীর ॥ হ্যাঁ সেটা কার লেখা?

হর ॥ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

বীর ॥ সে কত নেবে মনে হয়?

হর ॥ উনি বঙ্কিমকে মাইনে করে রাখবেন!

বেণি ॥ দেখবেন লোকটা আবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটতো, গুলি টুলি না করে বসে।

বীর ॥ [আঙুল মেলে ধরে] দু'হাতে দশটা হীরের আংটি। যে কোন একটা দিয়ে সাহিত্য-ফাহিত্য কিনে রাখতে পারি। (মৃদু হাসলেন) তা আপাতত কিছু ভাল পালা ধরুন। কি সব ছকড়া-ছ্যাকরা নাটক ধরছেন। মধুসূদনের কিছু ধরুন না।

বেণি ॥ সে লিখতে জানে তো?

বীর ॥ নিশ্চয়ই, অতবড় কবি।

বেণি ॥ তাঁর কোন গপ্পোটা ধরবো বলুন তো।

বীর ॥ শকুন্তলা ধরুন।

বেণি ॥ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম!

[এবার হাসিতে ফেটে পড়ে, বিশেষত প্রিয়নাথ পেট চেপে ধরে হাসছে]

বীর ॥ আপনারা নাটকই বা কী করবেন! আপনাদের হিরোইনই নেই!

বেণি ॥ হিরোইনই নেই? হিরোইন আছে। আমাকে ভাবেন কি আপনি!

বীর ॥ যোগাড় করেছেন?

বেণি ॥ [গলা নামিয়ে] হ্যাঁ, এবং আপনি শুনে আহ্লাদিত হবেন মেয়েটা ভদ্রঘরের ইস্কুলে পড়া। নেহাৎ দারিদ্রের চাপে—

বীর ॥ [উত্তেজিত] বলেন কি? নাম কি?

গোবর ॥ ময়না!

যদু ॥ চোপ!

বেণি ॥ শংকরী দেবী।

বীর ॥ বাঃ কই, দেখি একবার।

বেণি ॥ আঙুর, শংকরীকে নিয়ে এস। (বসুন্ধরা যাচ্ছেন, বেণি গুনগুন করে তাঁকে নির্দেশ দেন) ওমা তারা দিগম্বরী, তাকে বলে দিও নাম তার শংকরী।

[বসুন্ধরা মাথা ঝাঁকিয়ে প্রস্থান করেন]

বীর ॥ মেয়েটা কেমন দেখতে?

বেণি ॥ অপ্সরা বিশেষ। এবার তাহলে ময়ূরবাহন পালায় যে-সব খরচ আছে সেগুলো ছাড়ুন। পোষাক করতে হবে, নূতন সীন আঁকতে হবে, ভাল কনসার্ট দিতে হবে।

বীর ॥ আগে মেয়েটাকে দেখি।

[বসুন্ধরা ও ময়নার প্রবেশ, বসুন্ধরা তাকে ধরে ধরে আনছে, স্পষ্ট বোঝা যায় তার সলজ্জ পদক্ষেপ বসুন্ধরারই শিক্ষার ফল। তার রূপে সবার চোখই ছানাবড়া]

বেণি ॥ কেমন দেখছেন?

বীর ॥ [অভিভূত] কাপ্তেনবাবু, মাইরি বলছি এমন রূপ চক্ষেতে বহুকাল পড়েনি গো।

ময়না ॥ [হাঁটা শেষ হতেই] শংকরী নামটা বিচ্ছিরি।

[সবাই এক সংগে শ্‌ শ্‌ ধ্বনি করে ওঠে]

বীর ॥ ও কি বললো ? শ্রীমুখ থেকে কি নির্গত হোলো ?

বেণি ॥ এক্টো করছে। পার্ট বলছে। তা এবার দেখা যখন হোলো—

ময়না ॥ আর কতক্ষণ এখানে দাঁইড়ে দাঁইড়ে শিবরাত্রির সলতের মতন জ্বলতে থাকবো না ?

যদু ॥ এই মরেছে।

বসু ॥ চুপ করে থাক, নইলে গলা টিপে দেব!

বীর ॥ ওসব কি বলছে ?

বেণি ॥ মহলা দিচ্ছে। সংলাপ বলছে। পরীক্ষা দিচ্ছে পার্ট বলতে পারে কিনা।

বীর ॥ কি বইয়ে অমন সংলাপ ?

বেণি ॥ নাটকটা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের "ভাগীরথাগী"। এবার বলুন—দেখাতো হোলো—ময়ূরবাহন প্যালার খরচাপাতি যা হবে—

বীর ॥ সব হবে, সব হবে। ভদ্র ঘরের মেয়েছেলে দেখাবো এস্টেজে। গ্রেট নেশনেল তলিয়ে যাবে, তাঃ বৃন্দাবন চলো, আমি স্নানে চললাম।

ময়না ॥ এই কুটকুট করছে গায়ে।

বীর ॥ হ্যাঁ, ইয়ে মানে আমি চললাম। কোনো ভয় নেই, আমি আছি। কাল আসবেন এস্টেজে, সেখানে--

ময়না ॥ সব মিনসে বসে আছে, আমাকে দাঁইড়ে থাকতে হবে কেন ? ওদিকে এক শালা চললো কোথায় যেন।

[বীরকৃষ্ণ হতচকিত]

বেণি ॥ [বিষাদগ্রস্ত স্বরে] পার্ট বলছে ! তাহলে কাল এস্টেজে দেখা হবে।

[সদলে বীরকৃষ্ণের প্রস্থান। বেণি ফিরে এসে দাঁড়ান ময়নার সামনে।]

ময়না ॥ [হেসে অংগ দুলিয়ে] কেমন দেখাচ্ছে গো ?

জলদ ॥ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

যদু ॥ ফড়িং প্রজাপতি হয়ে গেছে।

ময়না ॥ তোর বাপ ফড়িং ছিল।

বেণি ॥ সাট আনো। [গোবর এনে ধরে]

ময়না ॥ ও বাবা, ন্যাকাপড়া হবে নাকি ?

বসু ॥ কথাটা একটু কম বলিস।

বেণি ॥ বলো—সখি কত রংগ জানো তুমি, তাই রংগ করো দিবানিশি।

ময়না ॥ বলতে হবে ?

বেণি ॥ হ্যাঁ।

ময়না ॥ আবার বলো দিকি।

বেণি ॥ সখি কত রংগ জানো তুমি, তাই রংগ করো দিবানিশি।

ময়না ॥ সখি, কত অংগ জানো তুমি, তাই অংগ করো দিবানিশি।
['শ' গুলি ইংরাজি S-এর মত হওয়ায় সকলে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়]

প্রিয় ॥ বিশ্বকর্মা এবার বোধ হয় ফেইল করবেন।

বেণি ॥ আবার বলো, অ নয় র, স নয় শ, বলো শ।

ময়না ॥ স।

বেণি ॥ শ।

ময়না ॥ বললাম তো—স। আর পারবনি বাপু। আমি চললাম। এমন জোরে ঐ মাগী আমার গা ঘষেছে, সর্বাংগ জ্বলছে মাইরি! এসব থেটার ফেটার আমার ভাল লাগছে না।

[পোষাক খুলতে শুরু করে]

গোবর ॥ একি সব খুলবে নাকি? এখানেই?

ময়না ॥ থেটার মানে ভেবেছিলেম অং মাখ্‌বো, সুন্দর একটু সাজবো, একটু হাঁটবো ফিরবো। এ যে শালা ইস্কুলের মতন!
[হঠাৎ বেণি এসে হাত ধরেন, সাট দিয়ে মাথায় দড়াম করে এক ঘা কষান]

বেণি ॥ পর্‌ সব। পর আবার।

ময়না ॥ একি। টগরে মিনসে আমার মাথায় মারলে!

বেণি ॥ এরপর একটা থাপ্পড় ঝেঁকে তোমার বদন বিগড়ে দেব! পর্‌!

ময়না ॥ (দ্রুত আবার পরতে পরতে) চিড়চিড়ে মিনসে আমায় মেরে ফেললে!

বেণি ॥ এবার বল্‌—শ।

ময়না ॥ স। মেরে ফেললে!

হর ॥ আস্তে আস্তে। পাড়া ক্ষেপে উঠবে আবার।

বেণি ॥ শ—শ—শ। ছ্যাখ, জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে বল—শ।

ময়না ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) শ। আমায় মেরে ফেললে এই খুনেটা!

বেণি ॥ শ বলতে পেরেছিস, জানিস? শাবাশ!

ময়না ॥ (অবাক হয়) স।

বেণি ॥ এই আবার গেল। শ—শ—শ, জীভ টাকরায় আঁট। বল শ।

[আবার ইট আসছে জানালা দিয়ে, বাইরে কোলাহল]

ময়না ॥ আমায় মারছে।

বেণি ॥ এতো সবে কলির সন্ধ্যে। তোমাকে মেঘনাদবধ আবৃত্তি করিয়ে, মাতৃভাষার বিবিধ রতন ঐ মুখ দিয়ে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত করিয়ে, মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধুর হস্তস্পর্শে পবিত্র বংগভাষা সুধা আনন্দ পান করিয়ে তবে আমার ছুটি। বল—শ।

[ওদিকে অন্যরা ঢাল নিয়ে ইট ঠেকাচ্ছে]

॥ তিন ॥

[দি গ্রেট বেংগল অপেরার শোভাবাজারস্থ রঙ্গমঞ্চ। কনসার্ট বাজছে। পর্দা এখনো ওঠেনি। আমরা মঞ্চ ও নেপথ্যভূমি একসংগে দেখতে পাচ্ছি। চরম বিশৃংখলা ও ছুটাছুটি দৃশ্যমান। প্রিয়নাথ এক ঝাঁটা নিয়ে প্রাণপণে মঞ্চ ঝাঁট দিচ্ছে। পরে ভিজে পাট দিয়ে পরিষ্কার করছে। নটবর ঊর্ধে অবস্থিত নানা কর্মীকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। বেণিমাধব একমনে তৎকালীন আলোক সম্পাতের যোগাড়যন্ত্র করে চলেছেন।]

নটবর ॥ শিন শেষ হলেই উদ্যান তুলে নিয়ে শ্মশান ছাড়বি, মনে আছে তো? আবার শ্মশানের শিনে নন্দনকানন ছাড়িসনি বাপ। মাইরি রিহার্সালে যা করলি! আমার চাকরিটা খাসনি ভাই!

প্রিয় ॥ স্টেজ ভর্তী পেরেক ছড়িয়ে রেখে গেছে ছুতোররা। এখানে ময়না নাচবে কি করে?

নটবর ॥ সেইজন্যই তো তোমার হাতে ঝাঁটা। বারফট্টাই ছেড়ে ভাল করে সাফ করো।

[ময়ূরবাহন-বেশী জলদ প্রবেশ করে পর্দা ফাঁক করে দেখে]

জলদ ॥ ইঃ, হৌসে তিল ধারণের স্থান নেই।

[শংকর-বেশী যদু ঢুকেই নাক চাপে]

যদু ॥ বাবারে বাবা! এতো ধূলো! আমার গলা বসে যাবে।

[তাঁর মুখে নীচ থেকে আলো ফেলেছেন বেণি]

যদু ॥ উঃ, কি বেসুরো কনসার্ট ! আমাদের মিউজিক মাস্টার ভণ্ডুল বাবু সারা জীবনে একটা সা লাগাতে পারলেন না।

[প্রেতাত্মা-বেশী হরবল্লভ প্রবেশ করেন। বিড়বিড় করে পার্ট পড়ছেন। যদু তাকে দেখে আঁৎকে ওঠে]

যদু ॥ একি !

হর ॥ প্রেতাত্মার সজ্জা ! উঃ ! (বিড় বিড় করে পার্ট বলেন)

যদু ॥ কি, পার্ট ভুলে যাচ্ছেন বুঝি ?

হর ॥ বাপের নাম ভুলে পাচ্ছি, আর পার্ট ! ঐ কনসার্ট শুরু হলেই আমার বুকে কে যেন দুমু'ষ হানতে থাকে।

[সালংকারা শংকরী ওরফে ময়নাকে নিয়ে বসুন্ধরা ও কামিনীর প্রবেশ। ময়না দাঁতে ঠোঁট চেপে চোখ প্রায় বুঁজে বোধ হয় পাট ভাবছে। বসুন্ধরা রাণী সাবিত্রীর বেশে এবং কামিনী নর্তকী শশীকলার বেশে। ঢুকেই বসুন্ধরা ও কামিনী স্টেজে মাথা ঠেকান]

বসু ॥ এই ময়না, এস্টেজকে নমস্কার কর।

ময়না ॥ (উচ্চারণ অনেক পরিচ্ছন্ন) আমার প্রথম কাথাটা কি বল্ না মা। সেইটাই মনে করতে পারছি না।

বসু ॥ ঠিক মনে পড়বে। শিনে ঢুকলেই মনে পড়বে। এখন নমস্কার কর।

[ময়নার তথাকরণ। হর, যদু ও জলদ এসে দাঁড়ান চারিদিকে। বসুন্ধরার নির্দেশে ময়না সবাইকে প্রণাম করে]

জলদ ॥ ভাবিসনে ময়না, কোথাও যদি ভুলে যাস, ঘাবড়াসনে। আমি ঠিক চালিয়ে দেবো।

হর ॥ আশীর্বাদ করি মা, তুমি সুকুমারি দত্তের সমকক্ষা হও, এই বসুন্ধরার সমান হও।

বসু ॥ ও আমার চেয়ে অনেক ওপরে উঠবে, হরবাবু, অনেক অনেক ওপরে।

যদু ॥ ঐ গানটার তালের জন্য ভাবিসনে, ময়না, আমি ভণ্ডুলবাবুকে কড়কে দিয়েছি। তুই যেমন ইচ্ছে গেয়ে চলিস, ও ব্যাটা ঠিক ঠেকা দিয়ে যাবে।

ময়না ॥ প্রথম কথাটাই মনে পড়ছে না। ঢুকেই কি যেন বলব?

বসু ॥ প্রথমে গান।

ময়না ॥ ও হ্যাঁ, গান। (দন্ত্য স-এ আবার সর্বনাশা জোর দিয়ে বলে) সালা মনে থাকে না।

বসু ॥ সালা নয়, শালা। প্রথম গান : ভালবেসে এত জ্বালা সই। এত শক্ত করে রেখেছিস কেন গতরটাকে? হাত-পা খুলে বিশ্রাম কর। চল বাবুকে পেন্নাম করবি।

হর ॥ আমার হার্টফেল হতে পারে! সাজিয়ে ব্যাটা গেল কোথায়? তলোয়ার দেয়নি এখনে !

কামিনী ॥ ফুল! আমার ফুল! ফুল নিয়ে ঢুকবে শশীকলা! এই নটে হারামজাদা! ফুল কোথায়?

নট ॥ যেখানে থাকবার সেখানে আছে। গোল কোরো না যাও! আমায় পূজো করতে হবে এখন।

[নটবর জামা খুলে, পৈতেটা দু'বার গুছিয়ে নিয়ে এক কোণে কালীর পটের সামনে উপাসনায় বসে।]

যদু॥ শালা এমন আঠা, গোঁফটা ঠিক খুলে যাবে।

জলদ॥ লোক ঢুকছে তো ঢুকছেই। ভদ্রঘরের মেয়েছেলে প্রথম পাবলিক থেটারে নাচবে। শুনেই যত বাবু সব কাঁঠালের ভুঁতড়িতে মাছির পালের মতন ভ্যান ভ্যান করে এসে পড়েছে। চীৎপুর পর্যন্ত বোগি, ব্রুহাম, জুড়ি, ফেটিং আর ছক্কর-কেরাঞ্চি গাড়ীর ভীড়।

[বেণি কাজ থেকে মুখ তুলতেই ময়না প্রণাম করে, বেণি হাতজোড় করে বিড়বিড় করে আশীর্বাদ করেন। তারপর আবার আলোতে রঙীন কাঁচ আঁটার কাজে হাত দেন।]

ময়না॥ বাবা, আমার বড় ভয় করছে। সেসকালে যদি না পারি?

বেণি॥ শেষকালে।

ময়না॥ শেষকালে যদি না পারি?

বেণি॥ হুঁ। প্রিয়নাথ, এবার পাট ফেলো।

ময়না॥ বাবা, শেষের শিনটায় যদি উড়নিটা না পরি, তাহলে কি কোনো—

বেণি॥ হট যাও! আলোর সামনে দাঁড়ানোটা নাট্যশালার ঐতিহ্যে নেই। চড় মেরে মেরে তোমায় নিয়ম শেখাতে হবে? হট যাও, বাহার যাও। ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত কোনো শালার একটারের এদিকে আসার নিয়ম নেই।

[ময়না কান্না সামলাতে সামলাতে পালিয়ে যায়]

নটে শালা গেল কোথায়?

বসু ॥ পুজো করছে।

বেণি ॥ বাঞ্চৎ প্লে খারাপ হলে মা কালী এসে বাঁচাবেন আমাদের?

বসু ॥ কাপ্তেনবাবু, ময়নাকে অমন করে বলাটা উচিত হয়নি আপনার।

বেণি ॥ মানে?

বসু ॥ কাঁদছে। প্লের আগে কাঁদিয়ে দিলে?

বেণি ॥ কাঁদছে! নেকি! এমন ওঁচা নাটক কোনো শালা ধরে? চিতা থেকে ভূত উঠবেন, একসংগে তিনজন ভূত নাচবেন! এ শালার নাটকে নেই এমন জিনিস নেই! আমি মড়া কেন যে এটা ধরলাম!

প্রিয় ॥ আমিও তো তাই বলছি দু'মাস ধরে! আপনি মড়া কেন যে এটা ধরলেন!

বেণি ॥ ইউ শাট আপ! সেইসব সাজাচ্ছি, এমন সময়ে বিরাট এক ছায়া ফেলে হিরোইনি মনমোহিনী এসে দাঁড়ালেন সামনে।

বসু ॥ দু'মাস ধরে ওর দুর্জয় তপস্যায় তোমার সিংহাসন টলেনি, দেবতা? (বেণি চমকে ওঠেন) দিনে রাত্রে না খেয়ে না ঘুমিয়ে ওর এই সাধনা। এমন তাপসী তুমি দেখেছ কখনো দেবরাজ? স্বর্গসিংহাসন ছেড়ে একটু তাকিয়ে দেখ ভক্তদের দিকে। মানুষের দিকে—ছোটলোকদের দিকে।

বেণি ॥ নাটক ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারিনা, ভাবিনি কখনো। (একটু পরে) ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

[তিনি চলেন নেপথ্যাভিমুখে। প্রিয় ও বসু পিছু নেন।

তত্ক্ষণে নটবর পূজোর প্রসাদী জল দিচ্ছে সবাইকে। পরম ভক্তিভরে সবাই সে জল মাথায় দিচ্ছে, পান করছে। বেণিও। কিন্তু প্রিয়র কাছে যেতেই—]

প্রিয় ॥ নো! আই ডোণ্ট বিলীভ ইন গড!

[সবাই তাকায় তার দিকে]

হর ॥ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না! (প্রিয় কলা খায়)

বেণি ॥ একি! শালা কলা খাচ্ছে সাজঘরে! (কেড়ে ফেলে দেন) জানো না সাজঘরে কলা খেতে নেই? এ ছেলে নিজেও অপঘাতে মরবে, আমাদেরও মারবে! কই আমার হিরোইন কই? (ময়না এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল) না, না, কাঁদবিনা। কাঁদলে— ইয়ে—কাজল উঠে পুরো মুখ বিশ্রী কালো হয়ে যাবে। (নীরবতা) ইয়ে প্লেটা ভাল করে কর, তোকে একটা ইয়ে—হগ মার্কেটের বিলিতি পুতুল কিনে দেব।

বসু ॥ থাক হয়েছে। আপনার সান্ত্বনা দেবার ঘ্যাংঘোঁতে মেয়েটা মূর্ছো যাবে। (ময়নাকে নিয়ে যান)

বেণি ॥ কি হলো? যা করতে বললো করছিলাম।

[বীরকৃষ্ণ দাঁর প্রবেশ। সংগে দুই চাপরাশি]

বীর ॥ কেমন মহাশয়, সব ঠিক আছে তো?

বেণি ॥ ও দুটো এখানে কেন? বোতল টোতল লেকে এখান সে নিকাল যাও!

বীর ॥ বৃন্দাবন, তোরা বরং বাইরে দাঁড়া। তা আর দেরি কিসের? আরম্ভ করে দিলেই তো হয়।

বেণি ॥ কেন, আপনার ভাড়াটে গস্তানিরা বুঝি সব বক্‌শে বসে

গেছে। তাই এবার আরম্ভ করে দিলেই তো হয়। একঘণ্টা ধরে বলছি—শুরু করো, সময় বয়ে যাচ্ছে!

বীর ॥ একি! মশায় আমাকে এমন করে বলছেন?

হর ॥ এখন ঘাঁটাবেন না। প্লের সময়ে মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকে ওঁর।

বীর ॥ শংকরী দেবীকে ডাকুন না, একটু সম্ভাষণ করি।

[হর জিভ কেটে নানা ভংগী করে বীরকৃষ্ণকে বিদায় হতে বলে।]

তাহলে পরে আসবো? দেখবেন, শহরের গণ্যমান্যে হলে বোঝাই। সামনের সারিতে বর্ধমানের রাজা, ভূকৈলাসের রাজা আর পণ্ডিত কিশোরীরলাল তর্কপঞ্চানন। দেখবেন, যেন মান থাকে। নইলে আপনাদের কাপ্তেনবাবুকে বলে দেবেন, ওঁর মতন নটুয়া পুষে রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবেনা। কড়ি যখন ফেলেছি, তেলও মাখবো। আমি বক্‌শ্‌ থেকে দেখছি।

[প্রস্থান। অপমানে বেণি কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে বসে থাকেন। তারপর অলস হাতে রং মাখতে শুধু করেন; বলেন—]

বেণি ॥ নটে, ঘণ্টা দে।

[পর্দা উঠে গেল। অনুরাধা·বেশি ময়না গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে। উদ্যানের দৃশ্য! সংগে ফুলহাতে কামিনী শশীকলার বেশে এবং দু'জনের নৃত্য।]

অনুরাধা ॥ ভালবেসে এত জ্বালা সই।

কে আগে জানিত, যেচে বিকাইতে,

আপনারি প্রাণ বিনিময় বই ॥
"লহ লহ" বলে সদা আরাধন,
ফিরেও চাহে না কবে, করে পলায়ন,
কেন এ দাহন, মরম বেদনা,
বাড়িছে রোদন, বিরাম কই ॥

[প্রবল হাততালি ও নানা 'শাবাশ' ধ্বনি জাগতেই সচকিত ময়না ভীত চোখে দর্শকদের দেখে। নটবর প্রম্‌ট্ করে প্রাণপণে—]

নট ॥ সখি, কত রংগ জানো তুমি।

বসু ॥ সখি, কত রংগ জানো তুমি—

[ময়না তাকিয়ে আছে দর্শকদের দিকে]

কমিনী ॥ (মৃদুস্বরে) সখি; কত রংগ—

অনুরাধা ॥ [শ'গুলি বিশেষ, শুদ্ধভাবে উচ্চারণের প্রয়াস স্পষ্ট]

সখি, কত রংগ জানো তুমি
তাই রংগ করো দিবানিশি !
বিষাদ কোথায় ?
শোভা দেখ ধরে না ধরায়।
ঊষা হাসে সুনীল আকাশে।
সরোবরে হাসিছে নলিনী।
দিনমণি উঁকিঝুঁকি চায়, ধীর বায়ু ধায়,
ফোটায় কুসুম কুল।
মধুপ আকুল—ফুলে ফুলে করে ছুটোছুটি।

[শশীর প্রস্থান]

মনে হয়, বিশ্বচয় কুসুমে গঠিত
অবিরত ফুটেছে কুসুম শ্রেণী।
কহ লো সজনী!
এ প্রভাতে বিষাদে কে রহে?

[প্রেক্ষাগৃহ থেকে মত্ত চীৎকার—"বেড়ে বিবিজান", "বেড়ে বলেছ, বাবা!" হাততালি। এবার সভয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় ময়না, অপর দিক থেকে ময়ূরবাহন প্রবেশ করেছে]।

জলদ ॥ (ময়ূরবাহন) ॥ অনুরাধা, একেলা রয়েছে হেথা? কোথা?

[দেখে স্টেজে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ময়না ছুটে বেরিয়ে এসে বসুন্ধরার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে]

ময়না ॥ পারবো না! আমি পারবো না!

বসু ॥ পারতে হবে। যা ওখানে, গিয়ে দাঁড়া। চমৎকার হচ্ছে।

হর ॥ শ' বলছো অপূর্ব!

[জলদ (ময়ূরবাহন) বানিয়ে সংলাপ বলে]

জলদ ॥ একি, কেহ নাই হেথা? শুধুই আমার বিলাপের প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে বাজে বুকে! অপেক্ষিব হেথা ক্ষণকাল। দেখি অনুরাধা আসে কি না আসে।

ময়না ॥ ওখানে মাতাল, মাতালের দল হল্লা করছে!

বসু ॥ শুধু সামনে চার সারি মাতালবাবুর দল। পেছনে মানুষ, দর্শক, আমাদের দেবতা। তারা হাততালি দিয়েছে। তোকে চাইছে। আশীর্বাদ করছে। তুই নিবি না সে আশীর্বাদ?

ময়না ॥ কি সব চীৎকার করে বলছে! আমি যাবো না, ছেড়ে দাও।

বসু ॥ (হটাৎ চপেটাঘাত করে) যাও এস্টেজে যাও ।

[ময়না অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তারপর আবার স্টেজে ঢোকে । এসব বেনির কানে গেছে, তিনি শুনছেন কিন্তু উঠছেন না, মেক-আপ করতে থাকেন ।]

জলদ ॥ (ময়ূর) ॥ অনুরাধা, এসেছ ফিরে ?
দিতে লাজ উষার ছটায়
বিমোহিনী রূপের আভায় ?

ময়না ॥ (অনুরাধা) ॥ যুবরাজ, আমি দাসী,
কিংকরীরে কেন দাও লাজ ?

জলদ ॥ (ময়ূর) ॥ সুহাসিনী, নাহি জানো কত সুধা
রেখেছে লুকায়ে ঐ নয়নের কোণে ।
যত দেখি—দেখিয়ে না পূরে আশ,
হেরি পলে পলে নূতন মাধুরীকনা ।
সাধ হয়, হাসি হয়ে ভাসিতে অধরে,
প্রাণে প্রাণে মিশিতে দু'জনে ।

ময়না ॥ (অনুরাধা) ॥ কুমার ! অবলা রমণী আমি ।
কি সাধ্য আমার
শুনিতে প্রেমের গান তব ।
যতক্ষণ তুমি রহ পাশে ।
প্রাণে কত সাধ আসে ।
উল্লাসে ভুলিয়া যাই ;
তুমি যাও চলে শূন্য প্রাণ পড়ে থাকে
আপন হারায়ে ।

শুনি বিহংগের তান।
চমকে পরাণ, মনে হয় তোমার আহ্বান,
মলয়সমীরে চুপি চুপি শুনি তব মধুময় বাণী।
বল বল, কত দিনে হইবে মিলন ?

["এখুনি, এখুনি, বিবিজান" এবং "শোভান্তরি" চীৎকারে বাবুরা ফেটে পড়েন]

জলদ ॥ (ময়ূর) ॥ কান দিস নে, করে যা !
বাঁধো মন, বিলম্ব নাহিক আর—
সমাগত মিলনের দিন।
অনুরাধা, একটি গান শোনাও !

ময়না ॥ (অনু) ॥ কুজে কোয়েলা কুহুতানে
মন বাঁধি কেমনে—মন বাঁধি কেমনে
ওলো মলয়সমীর করে আকুল প্রাণে।
গেঁথেছি চারু কুসুম-হার,
পরাও প্রাণেশে, সরম পাসর'।
লুকাইতে সাধ, আঁখি সাধে বাদ।
মরমের কথা খেলে নয়নে ॥

[আবার সেই শ্বাপদসুলভ চীৎকার। শংকরবেশী যদু-গোপালের প্রবেশ]

যদু ॥ (শংকর) ॥ কুমার, ক্ষমা করো অধীনেরে,
আসিয়াছি অশুভ বারতা দিতে।
হে ধীমান ! দৃঢ় করো মন।
নিদারুণ সংবাদ আমার !

জলদ ॥ (ময়ূর) ॥ সন্দেহ না রাখো আর—
কহ ত্বরা কাঁপিছে হৃদয়।

যদু ॥ (শংকর) ॥ দুর্দিন উদয়! পিতা তব নাহিক ধরায়!

[কনসার্ট থেকে ঝাঁজ, ঢোল সহযোগে ভয়ংকর শব্দ]

জলদ ॥ (ময়ূর) ॥ সত্য কিবা ফলিল স্বপন
পিতা মম বিগত-জীবন ?
পায়ে ধরি বন্ধুবর, বল, বল, মিথ্যা তব বাণী।
পিতৃঋণে ঋণী, পিতৃসেবা অপূর্ণ আমার !
ধিক এ জীবনে
ছার প্রাণ রাখি কি কারণে
আত্মহত্যা মংগল আমার
ঝাঁপ দিব মন্দাকিনী নীরে। [সবেগে প্রস্থান [

ময়না ॥ (অনু) ॥ স্থির হও, স্থির হও, কোথা যাও যুবরাজ ?

[সবেগে প্রস্থান]

নট ॥ পর্দা! প্রিয়নাথ, পর্দা।

[ময়না হাঁপাচ্ছে, মুখে জয়ের হাসি। বসুন্ধরা তার গালে চুম খেলেন। সব অভিনেতারাই তাকে ঘিরে সাধুবাদ দিচ্ছে।]

আস্তে! আস্তে! জলদবাবু, শিনে ঢুকুন! পর্দা।

[জলদ সীনে ঢুকে যায়। অভিনয় চলছে। এদিকে সবাই ময়নাকে নিয়ে আসে বেণির কাছে। বেণি বিক্রমের সাজ করেছেন। গড়গড়ার নল ধরে উপবিষ্ট। ময়না আসে বেণির কাছে, প্রণাম করে। বেণি বলেন—]

বেণি ॥ "মলয়সমীরে চুপি চুপি শুনি", ওপর থেকে ধরে সাপটে নীচে নামার কথা ছিল। ভুল হয়েছে। (ওঠেন, গমনোদ্যত, ঘুরে বলেন) আর দর্শক থেকে কে দুটো কথা কইল তার জন্য ভয়ে পালিয়ে আসতে লজ্জা করে না ?

ময়না ॥ পরে লোকে কেল্যাপ দিয়েছে তো। (বসুর ইংগিতে সবাই সরে যায়। বেণি মদ চালেন দু' গেলাস—এক গেলাস বাড়িয়ে দেন বসুর দিকে)

বেণি ॥ খাও। (দু'জনের মদ্যপান) ঐ মদোন্মত্ত নরপশুগুলোকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে আসতে হবে, আঙুর। চলো—এ সব ছেলেছোকরাদের কম্ম নয়।

বসু ॥ কাপ্তেনবাবু এস্টেজে থাকলে, দাসী নূতন জীবন লাভ করে, পাটটাই সত্য হয়ে ওঠে, আঙুর আর থাকে না।

[আবির্ভূত হন বীরকৃষ্ণ দাঁ। বেণিকে দেখেই বললেন—]

বীর ॥ লোকে শংকরীকে দেখতে চাইছে। তার একটা নাচ-টাচ লাগান না।

বেণি ॥ শংকরী কে ?

বীর ॥ মাল টেনেছেন নাকি ? সেই মেয়েছেলেটা—

বেণি ॥ শংকরী নেই, সে এখন অনুরাধা।

[এই বলে মঞ্চে ঢুকলেন বেণি (বিক্রম)। তাঁর বীভৎস রূপসজ্জা বিকলাংগসুলভ হাঁটার ভংগী দেখে কোলাহল খানিকটা কমে]

বেণি ॥ (বিক্রম) ॥ চিন্তাকুল মন শান্তিলাভ করে না কখনো।

অনুক্ষণ দহিছে হৃদয়,

কত চিন্তা জাগিছে হৃদয়ে আজ।

[কোলাহল আবার বাড়ছে দেখে, হঠাৎ সিংহাসন ছেড়ে এগিয়ে আসেন বেণি]

মেয়েছেলে চান তো কাছেই বিশেষ পাড়া আছে, সেথায় স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন। এটা নাট্যমন্দির। জলসাঘর নয়। এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়। না পারলে বেরিয়ে যান। (নিস্তব্ধতা নেমে আসে) বকশগুলো থেকেই চীৎকারটা হচ্ছে—চুপ করে থাকুন।

ছিঃ, ছিঃ, ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ
যেই কাজ করিনু হেলায়।
এ জগতে প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার।
তস্করের প্রায় সদা সশংকিত কায়।
পদশব্দে চমকে হৃদয়।

[পরিক্রমণ, মদ্যপান। প্রদীপ হস্তে রাণী সাবিত্রীবেশী বসুন্ধরার প্রবেশ।]

কে, কে হেথায় ? ও, মহারাণী সাবিত্রী !
ফুরাল সকল আশা, বাড়িল পিপাসা,
এবে দুরাশা-সাগরে ভাসি।
পুত্র তব সিংহাসনে, রাজমাতা তুমি সুলোচনে।
অভাজনে আর কি পড়িবে মনে ?

বসু ॥ (সাবিত্রী) ॥ একি কথা, বিক্রমদেব ? ভুলিব তোমায় ?
তবে পাপের সাগরে কার তরে
অবহেলে দিনু ঝাঁপ ?
পরিতাপ করিনু কি কভু ?

ছি, ছি, তুমি কি নিষ্ঠুর !
এতদূর পুরুষে সম্ভবে বটে ।
রমণী হৃদয় ভালবাসে যায়,
কায়মন বিকাইয়া পায়,
দাসী হয়ে রহে চিরদিন ।
কলংকে না ডরে,
হীন কভু নাহি ভাবে আপনারে ।

বেণি ॥ (বিক্রম) ॥

সভয় হৃদয় আমার । মনে হয় জেনেছে সকলে ।
যেন সন্দেহ-নয়নে সবে চাহে মোর পানে ।
দিনে বাড়িতেছে আতংক মোর ।

বসু ॥ (সাবিত্রী) ॥

এ আশংকা অযোগ্য তোমার । হেন ভয় হীনজনে শোভা পায়
না সাজে তোমায় নাহি শোভে সেনাপতি বিক্রমদেব ।
সংগ্রাম তরংগ মাঝে যে-হৃদয় কাঁপে নি কখনো,
সৈন্যের হুংকারে নাচিত হৃদয় যার, তার আজ একি বিকার ?
একি ভাবান্তর, আমি তো রমণী, বল দেখি শুনি
হেন দুর্বলতা পুরুষে কি সাজে কভু ?

বেণি ॥ (বিক্রম) ॥

জাননা, জাননা হৃদয় বেদনা, তাই করো উপহাস ।
আর এবে নাহি সেই দিন – শান্তিহীন পাপের কিংকর এবে ।
যেই দিন নিজ হাতে (শিহরি স্মরিতে)
হলাহল মিশাইনু সুশীতল নীরে,

পানপাত্র দিনু তুলে নৃপতির করে—সেই দিন সেই ভীষণ দিন হতে

অন্তর হইতে সাহসে দিলাম বিদায়—

কাপুরুষ প্রায় রাখি দূরে আপনারে।

যদি হেরি ময়ূরবাহনে দূরে, সভয়-অন্তরে চলে যাই ফিরায়ে বদন।

সাবিত্রী ॥ ছিঃ হীনজনে দিয়াছি প্রণয় মোর। কি লজ্জার কথা!

কাশ্মীরের সেনাপতি হেথা, অবসন্ন বালকের ভয়ে?

এত ত্রাস ছিল যদি মনে, সিংহাসনে কেন করেছিলে সাধ?

কেন করিলে রাজহত্যা, কেন বা এ পাপে লিপ্ত করিলে মোরে?

ময়ূরবাহনে কেন এত ভয়? পুত্তলিকা-প্রায় রহিবে সে সিংহাসনে।

জেনো স্থির মনে, এ রাজ্যের তুমি রাজা, আমি রাণী।

[ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ষড়যন্ত্রের পরিবেশ। দর্শকরা স্তব্ধ। অভিনেতারা উইংসে ভীড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্রিয় বলে ওঠে "সুপার্ব", নটবর বলে, "চুপ"। এদিকে মঞ্চে প্রবেশ করেছে উন্মাদিনী অনুরাধা।]

অনুরাধা ॥ ঐ যাঃ, চাঁদ ডুবে গেল। কি হবে? আজ যে আমাদের বিয়ে। অন্ধকারে বিয়ে হবে কি করে। ও বুঝেছি, চাঁদ আমার সতীন। তাই লুকোলো, হিংসেতে ডুবলো।

বিক্রম ॥ মহারাণী সাবিত্রী, এ কি রহস্য? এ রাজার পালিতা কন্যা অনুরাধা নয়?

সাবিত্রী ॥ শোননি বিক্রমদেব, অনুরাধা উন্মাদ হয়ে গেছে?

বিক্রম ॥ কেন ? কেন উন্মাদ ? একি জেনে ফেলেছে সব ? সব জেনে ফেলেছে ?

অনুরাধা ॥ অন্ধকার, অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাত্তির সাঁ সাঁ করছে। পথ দেখতে পাচ্ছি না। ও কি ও ? নীল আলো কোত্থেকে আসছে ?

[নটবর ছুটে গিয়ে নীল ফোকাস মারে]

অনুরাধা ॥ এখানে শুয়ে কে ? কে ও ? কে ও ? মুখ অমন শাদা কেন ? এ কি, রক্ত কোত্থেকে এল ? কাশ্মীরের অধিশ্বর বিষে নীল দেহ নিয়ে আজ পড়ে রয়েছে ভূতলে ?

বিক্রম ॥ শুনলে, সাবিত্রী ? এ জেনে ফেলেছে সব !

সাবিত্রী ॥ ধৈর্য ধরো, সেনাপতি।

অনুরাধা ॥ ঐ আলো হয়েছে, কেমন মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। কি মধুর গান। ওরা কারা নাচছে ? তার ওপরে ও আবার কি ? ও কার সিংহাসন পাতা রয়েছে ? তার ওপরে দশদিক আলো করে কে ঐ বসে রয়েছে ? আহা, কি রূপ, কি রূপ ! ও আবার কে এল ? সখীরা সব ফুলের মালা নিয়ে ছুটে আসছে, সিংহাসনের দেবতাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। যেন ওঁকে চিনি, যেন ওঁকে দেখেছি। পিতার আদরে আমায় যিনি মানুষ করেছেন, সেই কাশ্মীররাজ। প্রাণটাই শুধু নেই। বিষ দিয়েছে। বিষ খাইয়ে মেরেছে। উহু হু হু বড় ঝড় বড় ঝড় ! আকাশ কাঁপছে, সিংহাসন দুলছে সকলে পালাচ্ছে। বিষ ! দিয়েছে বিষ সেনাপতি বিক্রমদেব।

বিক্রম ॥ কোথায় যাচ্ছো অনুরাধা ? (পথরোধ করে)

অনুরাধা॥ সবাইকে বলতে। তুমিও শুনে রাখো চুপি চুপি। রাজপ্রাসাদ হোলো পাপের ইমারত। কাউকে বোলো না যেন সেনাপতি বিক্রমদেব আমার পিতৃতুল্য রাজাকে হত্যা করেছে বিষ দিয়ে।

বিক্রম॥ কে বলেছে তোমায়, অনুরাধা ?

অনুরাধা॥ (হাসিয়া) পাপ কি ছাই চাপা থাকে ? যাকে ভাবো মৃত, মূক, বধির, হঠাৎ তার অবিনশ্বর আত্মা জাগ্রত হয়ে চীৎকার করে বলে—আমার খুন করেছে, প্রতিশোধ চাই।

বিক্রম॥ (বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া) নারী, তুমি ক্লান্ত জীবনের জ্বর জ্বালায়। উদভ্রান্ত চিন্তা তোমার পথে বিপথে ঘুরিয়া ফেরে। অবসন্ন দেহ ছুটে তার পিছে অব্যক্ত প্রশ্নের তাড়নায়, প্রশ্নের জবাব নাহি মিলে। বিশ্রাম, বিশ্রাম লভো রাজস্নেহধন্যা অনুরাধা। (উভয়ের উপবেশন)

অনুরাধা॥ কে তুমি ? এত দয়া তোমার ?

বিক্রম॥ কে বলেছে তোমায়, বিক্রম, রাজহন্তা ?

অনুরাধা॥ রাজকুমার ময়ূরবাহন। তাঁর পিতা আমারও পিতার ন্যায়। স্বয়ং এসে বলে গেছেন কুমারের কানে, বিক্রমদেব তাঁকে হত্যা করেছে।

বিক্রম॥ (হাসিয়া) ছি, ছি, ছি, এমন কথা বলিবার নয়। ঘুমাও, অনুরাধা, শান্তি নামুক তব আঁখিপাতে, গভীর বিস্মৃতি জড়ায়ে ধরুক তোরে, নিদ্রার দেশান্তরে উধাও হোক মন। ঘুমাও, অনুরাধা। (শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা। অনুরাধার আর্তনাদ)

সাবিত্রী ॥ এই লও ছুরিকা, ছেদন করো কণ্ঠনালী। যেন কেহ নাহি শুনে আর্তনাদ ?

বিক্রম ॥ (হাসি) তুমি কি পিশাচিনী ? তুমি কি প্রেতিনী ? নাহি কি করুণা একবিন্দু এই বালিকার তরে ? (ক্রুদ্ধ) সরে যাও—চলে যাও সম্মুখ হতে।

সাবিত্রী ॥ আজি নিশাযোগে ক্ষিপ্ত পরমাণু মিশেছে ক্ষিপ্ত বায়ুসনে। নিঃশ্বাসের সনে মিশি দ্রুত শোনিত প্রবাহে বিদ্রোহে মাতায়েছে মনোবৃত্তিগণে। বিক্রম, মোহাচ্ছন্ন কি কারণ ? দেখ চেয়ে কে সম্মুখে তোমার।

বিক্রম ॥ নাহি জানি কি ধাতু প্রদানি নির্মিলা তোমারে বিধি।

সাবিত্রী ॥ ভুলেছ কি কেবা আমি ? বধেছি আপন স্বামী আপনার করে, স্বচক্ষে দেখেছি তার মরণযন্ত্রণা ভান অশ্রুকণা সিক্ত করেছে সে মৃত শরীর—তবু কি অধীর দেখিয়াছ। সাবিত্রীরে। রমণী-হৃদয় লোকে কয় কুসুমে গঠিত ; উপাড়ি কলিকা শোনিত-ছুরিকা সে হৃদয়ে করেছি ধারণ। রমনীর কোমলতা কঠিনতা করেছে আশ্রয়। স্নেহমায়া রহে না সেথায়। মরুভূমি করিয়াছি উর্বরা ভূমিরে।

বিক্রম ॥ ভাল, ভাল, পাষাণে পরিণত করো বক্ষ। নয়ন যেন না দেখে কভু হস্ত যাহা করে সম্পাদন। অনুরাধা, তুমি কি পেয়েছ শান্তি ? হ্যাঁ, এইবার উন্মাদিনী শান্তনিথর ! শোনো সাবিত্রী, পান করো এই মদিরা। রমনীত্ব ঘুচাও তোমার, হুহুংকারে করো দূর নারীর দুর্বলতা, ঘন করো শোনিতপ্রবাহ, অনুতাপ-

স্রোত সবলে করো প্রতিরোধ। তড়িতের ধারা বহাও শিরায় শিরায়। দেখো যেন না কাঁপে হৃদয়।

সাবিত্রী॥ (হাস্য) পরীক্ষিয়া দেখ, দেব, বলো আর কি করিতে হবে।

বিক্রম॥ (চাদরে অনুরাধার দেহ আবরিত করিয়া) বড় শীত, বড় শীত, বেচারির চাই আচ্ছাদন।

সাবিত্রী॥ এবার কোন ভীষণ কার্যে আহ্বানিবে, বিক্রম? দেখ, আমি প্রস্তুত।

বিক্রম॥ শুনিলে না বালিকার শেষ সম্বোধন। আর একজন জানে সব। যতদিন সে রবে ভবে, আতংক না যাবে, কণ্টক না ঘুচিবে আমার। আর একজন জানিয়াছে সব—ময়ূরবাহন।

[কনসার্টের গর্জন। সাবিত্রীর ত্রাস]

সাবিত্রী॥ ময়ূরবাহন!

বিক্রম॥ একি ভাবান্তর? কোথা গেল বীরত্ব, কুলশকঠিন প্রতিজ্ঞা তোমার?

সাবিত্রী॥ বিক্রমদেব, ময়ূরবাহন পুত্র আমার। সন্তানেরে বধ করিব আপন করে?

বিক্রম॥ স্বামীহত্যায় কম্পিত নহ, তবে পুত্রের তরে কেন এ ভান?

সাবিত্রী॥ ভান!

বিক্রম॥ তুমি না ফেলিয়াছ বক্ষ হতে উপাড়ি রমণীত্ব তোমার? মমতা নাকি করেছ ছেদন, তবে কি কারণ কম্পিত এমন? স্নেহ বুঝি হয়েছে উদয়? কিম্বা নরকের ছবি হৃদিপটে আঁকি এত তুমি হয়েছ অধীর? পরকাল কি আছেকোথাও? যাও করো

নিজ স্বার্থ সমাধান। স্বর্গ-মর্ত্য সৃজি কল্পনায়, মানবহৃদয় চিন্তায় সুখ-দুঃখ, ভাঙে-গড়ে আপন ইচ্ছায়। তার সনে নাহি কিছু সম্বন্ধ তোমার। যেই ব্রতে ব্রতী তুমি আজ, মানবসমাজ নহে তো আদর্শ তার। তুমি যে রাণী মহারাণী—নরকের দ্বার উন্মুক্ত তোমার তরে।

সাবিত্রী ॥ বিক্রম! বিক্রমদেব! ময়ূরবাহন সন্তান আমার! আমার হৃদয়ের নিধি। নিরবধি করিয়াছি অনাদর। ওরে আগে কে জানিত—প্রাণে প্রাণে এত ভালবাসি তোরে? প্রাণ ছিঁড়ে কে নিলিরে এত স্নেহ হরে? বিক্রমদেব, মাতারে বোলো না ছুরিকা হানিতে স্নেহপুত্তলির বক্ষে! এ পাপ নাহি সবে ধর্মে।

বিক্রম ॥ ধর্ম ইতরজনের বৃহন্নলা বিবেক। রাজকার্যে নাহি ধর্ম, নাহি পুণ্য, নাহি দয়া, নাহি প্রেম। ময়ূরবাহন ঐ সিংহাসনের কণ্টক। ময়ূরবাহন জানিয়াছে বিক্রমের গোপন কথা। হয় ময়ূরবাহন, না হয় বিক্রম—বাঁচিবে একজন মাত্র।

সাবিত্রী ॥ কার তরে সন্তানেরে করিলাম পর? ঐ ঐ সেই দস্যু তুই। কার তরে পিতৃহারা করিলাম আপন পুত্ররে? নরপিশাচ! আমি তোরে করিব সংহার।

[ছুরিকাঘাতের চেষ্টা, বিক্রম কর্তৃক ধরাশায়ী]

বিক্রম ॥ মহারাণী সাবিত্রী, ঐ বালিকার সংগিনী হইতে চাহ? রাজমুকুট আসিয়াছে বাহুপুটে, হস্ত প্রসারিলে পারি পরশিতে। ভেবো না সামান্যা নারী রোধিতে পারিবে মোর রক্তস্রাবী অগ্রগতি। যাও নিজ কক্ষে।

সাবিত্রী ॥ এল, এল ধেয়ে নরকের দূত, অগ্নিকুণ্ডে ফেলিবে দুইজনে। অনন্ত দহনে দাহিতে আসিছে দোঁহে—তোমারও নিস্তার নাই, দেব, পরকালে পরিত্রাণ নাই। ময়ূরবাহন! ময়ূরবাহন!

[প্রস্থান]

বিক্রম ॥ কুসংস্কার! পরকাল, ভাগ্য ও দেবতা—সকলই অলীক কুসংস্কার। ময়ূরবাহন, স্মর দেবতায়, অন্তিম উদয় তব।

[চর বেশে গোবরের প্রবেশ]

চর ॥ সেনাপতি, রাজকুমার ময়ূরবাহন পলাতক।

বিক্রম ॥ পলাতক!

চর ॥ সংবাদ পেয়েছি প্রভু, বিদ্রোহী কিছু সেনাসহ তিনি রাজধানী আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছেন।

বিক্রম ॥ যাও! (চরের প্রস্থান)

ময়ূরবাহন বিদ্রোহী! বেশ! কিবা শক্তি ধরো তুমি—

কাশ্মীরকুমার, বিক্রমদেব পরাজিত হবে যাহে? ভেবেছ কি মনে—

[হঠাৎ মঞ্চের ওপর আবির্ভূত হন বীরকৃষ্ণ দাঁ, শংকরীকে হাত ধরে টেনে আনেন তিনি। প্রেক্ষাগৃহে করতালি। ময়না জোড়হাতে বাবুদের আশীর্বাদ গ্রহণ করছে।]

বেণি ॥ একি? একি? আমার শিন তো শেষ হয়নি এখনো!

॥ চার

[স্পটলাইটে উদ্ভাসিত ময়না এবং হাততালি ও "শোভান্তরি" চীৎকারের মধ্যে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয় বৌবাজার রাজপথ এবং সামনে অনিবার্য দুর্ভাগ্যের মতন সেই ম্যানহোল-সাফ-করা মেথর।]

ময়না ॥ সরস্বতী পুজো এসে গেছে। বেলগাছিয়ার বাগানে সং দেখতে গিয়েছিলাম! (হাসে) কত রকম সং। একটা সং করেছ পঞ্চপাণ্ডব; খিদিরপুরে জাহাজঘাটায় যে সব আফিঙের দালাল ঘুরে বেড়ায়, পাঁচ পাণ্ডবের তেমনি পোষাক গো—হেসে মরি!

মেথর ॥ তুমি তো মুচির কুকুরের মতন ফুলে উঠেছ দেখছি।

ময়না ॥ আরো সব ছ্যাবলা সং ছিল—'বুক ফেটে দরজা', 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,' তারপর 'খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন।' আমায় নিয়ে গিয়েছিল ঝামাপুকুরের মুখুয্যে বাবুরা জুড়িগাড়ি করে, কত আমোদ যে হোলো।

মেথর ॥ তোমাকে ওরা রাখবে?

ময়না ॥ শনিবার চৌধুরীবাবুদের বজরায় চড়ে গেলাম চন্দননগর। খুব আমোদ-আহ্লাদ হোলো।

মেথর ॥ বাবুরো গায়ে-টায়ে হাত দিল

ময়না ॥ ইঃ! কাছ ঘেঁষে এলে মারি এক চড়। আমি একট্রেশ, বেশ্যা নই। প্রিয়নাথবাবু বিলেতের কত বড় বড় একট্রেশের গপপো বলে, জানো? তারা সব বড়লোক! তারা কি সুন্দরী!

আর তাদের কত পোষাক, কত গয়না, চার-পাঁচটে ব্রহাম গাড়ি, আর কত টাকা—বিলেতের বাবুরা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে!

মেথর॥ তা এখন নুনচুপড়ি বেদেবুড়ির মতন একা-একা এসেছ কোথায়?

ময়না॥ বুলবুলি লড়াই দেখতে। হাটখোলার দত্তবাবুর বুলবুলিদের সংগে পোস্তার রাজার বুলবুলিদের লড়াই হবে এখানটায়। (দেখায়) দেখছ—তাঁবু পড়েছে পঁচিশটা আর বেলঝাড়ের চেকনাইয়ে সারা মাঠটা দিনের মতন আলো হয়ে আছে। চলি, এখানে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কথা কওয়াটা তেমন ভাল দেখায় না। মথুর, জীবন থেকে কিছুই পেলি নারে!

মেথর॥ আমি কলকেতার তলায় থাকি।

[বৌবাজারের জীবনছন্দটা ময়নার আজ খুব ভাল লাগে। হুম হুম বলতে বলতে পালকি চলে যায় প্রায় ময়নার গায়ের ওপর দিয়ে—]

পালকি-বেয়ারা॥ হুম হুম—ও মাঠাকরুন, সরি যিয়, সরি যিয়!

[ময়না সরে যায় একলাফে। পালকি চলে যায়। 'বরফ' 'বেলফুল' 'জয়নগরের মোয়া' প্রভৃতি বলতে বলতে নানা হকার ঘোরাফেরা করে। দু-তিনজন ক্ষুধার্ত অর্ধোলংগ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামের মানুষ রাস্তার ওপর পর্ণকুটির বেঁধেছে। তাদের একজন এগিয়ে এসে ভিক্ষা চায়—]

ভিক্ষুক ॥ রাণীমা, পাই পয়সা ফেলে দিন মা, পরিবার শুদ্ধ না খেয়ে মরি। আকালে চব্বিশ-পরগণা শ্মশান হয়ে গেল মা!

[ময়না দ্রুত সরে আসে ভিখিরির কবল থেকে। নোংরা গলাবন্ধ কোট ও ছেঁড়া ধুতি পরা এক জ্বলন্তদৃষ্টি যুবক প্রবেশ করে গাইতে গাইতে।]

যুবক ॥ দেশহিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক।
তাদের রীতিনীতি চুলোয় যাক॥
ধর্ম জাহির করে বেড়ান,
ভণ্ডামি খুব দেখাতে চান
ষোলো কড়া কানা শুধু মুখে বাজে জাঁক।
দুঃখী গরীব কেঁদে মরে
চোখ দিয়ে জল খালি ঝরে।
এ কি জ্বালা, তারি বেলা, বাবুরা নির্বাক॥

[ইউরোপীয় পোষাকে প্রিয়নাথের প্রবেশ। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সে এগোয় ময়নার দিকে। যুবক তাকে গিয়ে ধরে]

যুবক ॥ এই যে, সাহেবি খোশপোষাকির হদ্দ! কিনবেন নাকি? (একটা বই জামার মধ্যে থেকে আধখানা বার করে দেখায়) 'গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা' কিনবেন নাকি?

প্রিয় ॥ ক্লিয়ার আউট।

যুবক ॥ (গান) ঘোর কলি ভাই আর তো টেঁকেনা,
ভাবের ঢেউ নিত্যি নূতন অবাক কারখানা।

ইংরিজি ছ'পাত পড়ে, মাথার দফা অমনি ওড়ে,
হ্যাটকোট ধরে তেড়ে, ধুতি চাদর রোচে না ॥

[প্রিয় ততক্ষণে ময়নার সংগে প্রাথমিক সম্ভাষণ সেরে তাকে নিয়ে গেছে "সিদ্ধি-সরবতের দোকান" সাইনবোর্ড আঁটা দোকানের সামনে। সেখানে ফুটপাথের ওপর একটি টেবিলে তারা বসেছে।]

ময়না ॥ সেদিন দেখলাম একটা ছাতার তলায় বারোটা লোক। কিন্তু কারুর গায়ে জল লাগছে না। কি করে হোলো?

প্রিয় ॥ জানি না।

ময়ন ॥ বৃষ্টি ছিল না। (হি হি করে মনের আনন্দে হেসে ওঠে ময়না)

ভিক্ষুক ॥ সাহেব, একটা কানা কড়ি ফেলে দাও সাহেব, আকাল! আকালে উচ্ছন্ন হয়ে এসেছি! (প্রিয় পকেট হাতড়ায়)

ময়না ॥ (ধারালো গলায়) তাড়িয়ে দাও।

প্রিয় ॥ (পয়সা দিয়ে বিদেয় করে) কি হোলো অমন করছ কেন?

ময়না ॥ ছেঁড়া চট পরে ভুষণ্ডির কাকের দল কলকাতায় টপ্পা মারতে এসেছ। আর তোমার মতন বোকারা দমবাজি বোঝে না, পয়সা বার করে দেয়।

প্রিয় ॥ কি বলছ! ওদিকটা দেখছ? কাতারে কাতারে মানুষ এসেছে গ্রাম থেকে! দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশ মরে যাচ্ছে, আর—

ময়না ॥ (টেবিলে সজোরে চড় মেরে) শুনতে চাই না ও সব কথা।

প্রিয় ॥ তবু ওরা আছে।

ময়না ॥ (সামান্য নীরবতা) জানি জানি, তোমার চেয়ে ভালো করেই জানি। আমিও অমনি করেই কলকেতায় এসেছিলাম। (প্রিয়নাথ অবাক হয়ে ঝুঁকে আসতেই) বহুদিন আগে।

প্রিয় ॥ তুমি চাষীর মেয়ে? দুর্ভিক্ষে—

ময়না ॥ (বলপূর্বক প্রসংগ বদলাবার চেষ্টায়) চলো যাই, বুলবুলির লড়াই শুরু হয়ে যাবে।

প্রিয় ॥ অনেক সময় আছে। তা তুমিও যদি অমনি ছিলে তো ওদের ওপর রেগে যাচ্ছ কেন?

ময়না ॥ ঘেন্না, ঘেন্না! গরীব! বিচ্ছিরি দেখতে! মুখ দেখতে চায়না, তবু এসে দেখা দেবে।

দোকানদার ॥ (এগিয়ে আসে) কি সরবৎ দেব সাহেব? খুরকানাই, চতুর্দোলা, ভার্জিন, গোলাপ, ম্যাকিনটশবরন, বসিরুদ্দি —কি চাই?

প্রিয় ॥ চতুর্দোলা।

দোকানদার ॥ আর তমাক দেব?

প্রিয় ॥ না। (সিগারেট বার করে)

ময়না ॥ এটা কি সাদা বিড়ি?

প্রিয় ॥ একে বলে বার্ডসাই। মহাকবি মাইকেল দুটি জিনিস বিদেশ থেকে এনে এদেশে প্রচলন করে গেলেম, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সিগারেট। তা তোমার এত বড়লোক ভক্ত জুটেছে, বার্ডসাই দেখো নি?

ময়না ॥ না, সব ব্যাটা গুড় গুড় করে গড়গড়া টানে। এই হারছড়া কেমন দেখছ চাঁদ ?

প্রিয় ॥ সুন্দর।

ময়না ॥ (মৃদু হেসে) এটা দিয়েছে কোন্নগরের কেবলা মিত্তির। হেমিলটনের দোকান থেকে গড়িয়ে দিয়েছে।

প্রিয় ॥ (গুনগুন করে গেয়ে ওঠে)।

বঁধু, যে দেয় আমি তারি
চড়ে কুক সাহেবের গাড়ী
যাবো হেমিলটনের বাড়ি
বেছে বেছে মনের মতন আনবো জুয়েলারি ॥
বঁধু, যে দেয় আমি তারি ॥

ময়না ॥ এঃ, দু'গাছা গয়না দিয়ে আমায় কিনে নেবে, আমি অত শস্তা বুঝি ?

প্রিয় ॥ একটা প্লে করতে না করতে ঝুলোঝুলি লেগেছে। এখন ছ'টা প্লেতে পার্ট করে সেরেছে, আর বাংলাদেশে যত বাবু আছে সব হেড়াহেড়ি করতে লেগেছে ?

ময়না ॥ হিংসে হচ্ছে বুঝি ?

প্রিয় ॥ কি হেতু ? কি হেতু হিংসে হবে ? আই হেট দেম। তোমার ঐ বাবুদের আমি ঘৃণা করি। সব বাবুদের। আমার বাপকেও। সেই—সেই শেমলেস উওমেনাইজার—নির্লজ্জ লম্পট।

ময়না ॥ (জীভ কেটে) বাপ ! সাক্ষাৎ পিতা।

প্রিয় ॥ কাল বাড়ি ফিরেছি, হাতে ছিল বার্ডসাই। বাপ বলে,

গুরুজনের সামনে ধূমপান করতে লজ্জা হয় না? তার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, ছেলের সামনে উপপত্নী নিয়ে ঢলাঢলি করতে লজ্জা হয় না?

ময়না ॥ (উত্তেজিত) তারপর? তারপর?

প্রিয় ॥ কুরুক্ষেত্র। ওয়াটালু'র যুদ্ধ।

[বাইরে বিষম হট্টগোল উপস্থিত হয়। হকাররা পলায়ন করতে থাকে। পূর্বে দেখা জলন্তদৃষ্টি সেই যুবক ছুটে আসে, কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। সোরগোলের মধ্যে প্রিয়নাথ তাকে ধরে এনে বসায়!]

কি হয়েছে? ওখানে কি হচ্ছে?

যুবক ॥ দাংগা হচ্ছে, আবার কি হবে? রোজ যা হয়।

ময়না ॥ (হাততালি দিয়ে) দাংগা! কিরকম দাঙ্গা? কার সংগে কার দাংগা?

যুবক ॥ (প্রিয়কে) আপনার এই মেয়েছেলেটা তো বড় নড়ে-ভোলা? পুলিশের সার্জন পেটাচ্ছে সবাইকে।

প্রিয় ॥ কেন?

যুবক ॥ ইন্দ্র সাহার চালের আড়ৎ ঐ দিকে। সে চাল নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজঘাটায়। আর ঐ কপালপোড়া ভিখিরির দল সে চালে খাবলা মারতে গেছে! আর ল্যাম্বো সাহেব এসে বেধড়ক বগি-হুইপ চালাচ্ছে! (যুবক উঠে দু'পা গিয়ে ফেরে) এই মেয়েছেলে থেটারের শংকরী না? কিনবেন নাকি, 'গুপ্তকন্যার গুপ্তকথা'?

প্রিয় ॥ ক্লিয়ার আউট। (যুবকের প্রস্থান)

ময়না ॥ চিনেছে। আত্মপ্রসাদের হাসি)

[সোরগোল আবার বেড়ে ওঠে। এক সার্জেন্টের প্রবেশ। এলোপাতাড়ি সে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মারে। চীৎকার, ছুটোছুটি। প্রিয়নাথের পোষাক দেখে সার্জেন্ট থেমে যায়। টুপিতে আঙুল ছোয়ায়। তারপর ঘুরে ভূপাতিত এক কৃষককে বুটের লাথি কষায়।]

সার্জেন্ট ॥ ড্যাম্‌ড্‌ নিগার ! সুটি ডেভিল ! [সার্জেন্টের প্রস্থান]

ময়না ॥ (হাততালি সহ) বোমারা ! বোমারা ! মোরগের লড়াই !

প্রিয় ॥ (রাগে কাঁপছে) সাইলেন্‌স্‌ ! ইনসেনসেট ! ক্যালাস।

[ময়না থেমে যায়. অবাক হয়ে প্রিয়কে দেখে। প্রিয় প্যাঁস-নে পরে ফেলে]

ময়না ॥ ওটা আবার কেন ?

প্রিয় ॥ অসহ্য ক্রোধে কখনো খা মনে হয় সব চুরমার করি। দেশ ছারখার। ডু ইউ নো হোয়াটস হ্যাপেনিং ? কেন এই দুর্ভিক্ষ ? দে আর এক্‌স্‌পোর্টিং ফুড ! আমাদের খাদ্য—চাল, গম, চিনি সব রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। রেশমশিল্প ধ্বংস করেছে, তাঁতীদের উচ্ছন্নে দিয়েছে, কারিগরদের রুধিরে হস্ত প্রক্ষালন করেছে। এইবার খাদ্য—অন্ন কেড়ে নিয়ে চালান করে দিচ্ছে বিদেশে—তাই দুর্ভিক্ষ !

ময়না ॥ (হাততালি দিয়ে) ব্রেভো ! ব্রেভো !

প্রিয় ॥ (অগ্নিদৃষ্টি হেনে) বৃটিশ বানিয়ার রক্তচোষা শাসনে।

[নানা রঙের আলোর আভা এসে পড়ে তাদের মুখে—
দূরাগত বাদ্য]

ময়না ॥ চলো, বুলবুলির লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

প্রিয় ॥ এখনো অনেক দেরি। গৌরচন্দ্রিকা চলবে ঘণ্টাখানেক অন্তত।

[হকাররা ফিরে আসছে]

প্রিয় ॥ এদিকে হাহাকার, ঐ দিকে বুলবুলির লড়াই। ইহা এক প্রহসন।

ময়না ॥ বোসো দিকি বাপু, সরবৎ খাও। আর নাকের ডগা থেকে ঐ ফিরিংগি চশমাজোড়া খোলো দিকিন, তোমাকে বাইজীর ভেড়ুয়ার মতন দেখাচ্ছে।

প্রিয় ॥ আই শ্যাল রাইট! আমি অমৃতবাজার পত্রিকায় পত্র লিখবো! ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেব। বলবো—ব্রিটিশ জলদস্যুর অত্যাচারে যখন দেশ গোরস্থানে পরিণত, তখন বাবুগণ হিন্দুয়ানি, মদ, পতিতা, বুলবুলি ও ময়ূরবাহন নাটক লইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। (বসে দু'হাতে মুখ গোঁজে) উঃ! ইট হ্যাথ মেড মি ম্যাড।

ময়না ॥ সরবতে সিদ্ধি বেশি দিয়েছে বুঝি?

প্রিয় ॥ ডু নট টাচ মি! উই শ্যাল হ্যাভ নো মোর ম্যারেজেস।

ময়না ॥ ইঞ্জিরিতে চিত্তেন কেটে বাহবা পাবে না। কিছু বুঝি না।

প্রিয় ॥ (নিজমনে) মাই ফলেন কান্ট্রি! ওয়ান কাইণ্ড উইশ ফ্রম দী! এ কবিতা লিখেছিলেন ডিরোজিও। তারপর পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেছে, কোনো বাক্যৎ জাগলো না।

[সার্জেন্ট ও বালাগস্তিদারের প্রবেশ। ঢাক পেটায় বালাগস্তিদার]

সার্জেন্ট ॥ হিয়ার ই, হিয়ার ই, টাচিং দীজ লেট ডিসটারবেনসেস ইন দা জুরিসডিকশন অফ দা সিটি অফ ক্যালকাটা—

[প্রস্থান]

বালাগস্তিদার ॥ মোকাম কলিকাতার সদর এলাকার হালফিল হাঙামা বাবদ লেপ্টেনেন্ট-গভর্ণর বাহাদুরের হুকুম-মোতাবেক মোনাসেব তজবিজ হয়, যে যে-কেহ কোনোপ্রকার অস্ত্র, লাঠি, বল্লম, ছোরা, ছুরি, গুপ্তি, ল্যাজা, বর্শা, দাও, রামদাও, ত্রিফলা প্রভৃতি রাখিবেক তাহাকে গিরেফতার পূর্বক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হরিংবাটিতে প্রেসিডেন্সি কয়েদখানায় আটক রাখা চলিবেক। হুকুম লেপটানান্ট গভর্ণর বাহাদুর। [প্রস্থান]

প্রিয় ॥ এ ছড়িটা ঐ হুকুমে পড়ে কিনা কে জানে ?

[বাচস্পতি পূর্বোল্লিখিত যুবক এবং কিছু ইতর লোকের প্রবেশ।]

যুবক ॥ ঐ যে বসে আছে পেতিনির শ্রাদ্ধে আলেয়ার মতন শংকরী !

বাচস্পতি ॥ এই রমণী ভদ্রলোকের কন্যা হইয়া কুলমান ভুলেছে ! কলকেতার হিন্দু সমাজের জাত মাল্লে, ধর্মনাশ কল্লে ! একটো করছে ! এস্টেজে মদ খেয়ে পুরুষের সংগে নাচছে !

[ময়না ত্রস্ত হয়ে উঠতে যায়]

প্রিয় ॥ ইগনোর দেম। ওদিকে তাকিও না, কান দিও না।

বাচ ॥ তোমরা ঐ সাহেবকে দেখে অকারণে ভয় পেও না। ভেক-

ধরেছে। ঐ বিটল ছোঁড়াও থেটারের লোক—মাগী নাচায় আর মদ খায়।

যুবক॥ (গান) মেয়ে বাই ধরেছে করবে থিয়েটার।
শাড়ি ফেলে গাউন পরে ভাই উদয় নারী-অবতার॥
দিনে দিনে বাড়ছে কত ঢং
রংগালয়ে রংগে এসে মাখবে মুখে রং
সং সেজে এ শহরেতে মেয়ে পুরুষ একাকার॥

[সকলের টিটকিরি ও হাস্যধ্বনির মধ্যে প্রিয় ও ময়নার মন্থর প্রস্থান। মাঝে একবার গায়ে হাত দিতে এলে প্রিয়নাথের স-হুংকার ছড়ি-চালনা।]

॥ পাঁচ ॥

[বেংগল থিয়েটারে বেণিবাবুর সাজঘর। গড়গড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। চারটি উজ্জ্বল বাতি সংযোজিত আয়না। একটি আরামকেদারা আছে কোণে, তাতে আধা-অন্ধকারে উপবিষ্ট বীরকৃষ্ণ দাঁ, বাইরে মঞ্চে বেণির কণ্ঠে নাটকের শেষ সংলাপ শোনা যাচ্ছে: "কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার, মৃতদেহে হোল মম জীবন সঞ্চার। মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি, সধবার একাদশী তুমি যার পতি!" ঘণ্টা বাজে, হাততালি ও হাসির ঝড় বইছে। নিমচাঁদ-বেশী বেণিমাধব এবং প্রিয়নাথের প্রবেশ। প্রিয়র হাতে এক বিরাট খাতা।]

প্রিয় ॥ সাধু, সাধু! আচ্ছা আপনি যে বলেন ইংরিজি জানেন না, তাহলে নিমচাঁদ করেন কি করে? স্টেজে তো ইংরিজির তুবড়ি ছোটে।

বেণি ॥ If thou be'est he, but O, how fallen,
how changed
From him, who, in the happy realms
of light,
Clothed with transcendent brightness,
didst outshine
Myriads though bright.

বাবা প্রিয়নাথ, জানবাজারে এক ফিরিংগি বাস করে, তার নাম কোয়েলহো। তার কাছে পাঠ নিয়ে নিয়ে নিমচাঁদের উচ্চারণটা শিখে নিয়েছি। এ সবের অর্থ তেমন পরিষ্কার নয় আমার কাছে।

প্রিয় ॥ স্রেফ কানে শুনে?

বেণি ॥ নটে তামাক দিয়ে যা। (বসে মেকাপ তুলছেন) আজ একের তিন শিনে উইংসের পেছনে কথা কইছিলে কেন? এটা কি ফররার পেয়েছ তুমি? এখানে কি চাই?

প্রিয় ॥ গ্রেট নেশনেল 'গজদানন্দ' ধরেছে।

বেণি ॥ সেটা আবার কি? (হঠাৎ কি মনে হতে) গজ! এবার এস্টেজে হাতি তুলবে নাকি?

প্রিয় ॥ পুরো কলকেতা যা নিয়ে আলোচনা করছে, এই বেঙ্গল অপেরার দুর্গের মধ্যে সেটা এসে পৌঁছয়নি এখনো।

[বেণি মদ ঢালেন]

বেণি ॥ খাবে নাকি?

প্রিয় ॥ আমি মদ খাই না। উকিল জগদানন্দ বাবুর নাম শুনেছেন?

বেণি ॥ আমি কোনো উকিল টুকিলের নাম শুনিনি বাবা। একজন ব্যারিস্টারের নাম জানি – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রিয় ॥ ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্‌স্ অফ ওয়েল্‌স এদেশে এসেছিলেন জানেন?

বেণি ॥ ঐ রকম কি একটা শুনেছিলাম মনে পড়ছে। (নটবর তামাক দিচ্ছে) নটে, বাবু শালারা গেছে? হাউস ফাঁকা হয়েছে?

নটবর ॥ কোথায় কি? ময়না দাঁড়িয়ে আছে এস্টেজে, আর বাবুরা রসালাপ করছে চেঁচিয়ে। [প্রস্থান]

প্রিয় ॥ সেই প্রিন্‌স্ অফ ওয়েলস্‌কে উকিল জগদানন্দ নিয়ে গিয়েছিল তার বকুলবাগানের বাড়ির অন্তঃপুরে। ব্রিটিশের পা-

চাটা গোলাম, বউদের বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না। কেননা বাবু হিন্দু। কিন্তু সাহেব-প্রভুকে অন্দরে নিয়ে গিয়ে বউ দেখিয়ে মোসায়েবি করতে হিন্দুয়ানিতে বাধেনি। সেই জগদানন্দকে ব্যংগ করে গ্রেট নেশনেল নাটক করছে "গজদানন্দ"। গান লিখেছেন গিরিশ নিজে।

বেণি ॥ আমাদের মতন বিক্রী পাবে না। এ শহরে হপ্তায় চার পালা গাওনা হচ্ছে শুধু এই বেংগলে।

প্রিয় ॥ বিক্রী! ঐ বীরকৃষ্ণর তাঁবেদারি করে করে মনটাকে বানিয়ার মতন ছোট করে ফেলেছেন! শুধু বিক্রীটাই দেখলেন? ব্রিটিশ শাসক আর তার নেটিভ মোসায়েবদের মুখে কতবড় জুতো মারতে যাচ্ছে, বোঝেন না?

বেণি ॥ (হিসাব দেখছেন) তিনমাস একটানা ফুল হাউস! গ্রেট নেশনেল বাপের-জন্মে দেখেছে এমন?

প্রিয় ॥ (প্যাঁস-নে আঁটে) বিহোল্ড নিরো উইথ হিজ ফিড্‌ল! রোম পুড়িতেছে আর সম্রাট বাঘলা বাজাইতেছেন। আজকেও চাঁপাতলা, হাড়কাটা আর মেছোবাজারে গোরার দল কালো মানুষদের মেরে রক্তগংগা বইয়ে দিয়েছে। যখন আপনি অকিঞ্চিৎকর একটা নাটকে আচাভুয়া সং-এর মতন লাফাচ্ছেন, ওদিকে আমার দেশবাসী প্রহৃত হচ্ছে!

বেণি ॥ অকিঞ্চিৎকর নাটক! এ ছোঁড়া তো দেখছি ঐ বীরকেষ্ট বাঞ্চতের মতই কথা কয়! দীনবন্ধু মিত্র নাটক লিখতে জানে না, যা জানো সব তুমি।

প্রিয় ॥ হ্যাঁ, আমি জানি। আজকের নাটক লিখবো আমি!

বেণি ॥ তোমার বাপও কোনদিন পারবে না!

প্রিয় ॥ পড়ে দেখুন। রীড বিফোর ইউ সিট ইন জাজমেণ্ট, স্যার!

[পাণ্ডুলিপি ফেলে ধপাস করে]

বেণি ॥ আস্তে, আস্তে। এ কি পড়বো! মুড়ির ঠোঙা, মুড়ির ঠোঙা। পরের প্লে আমাদের ঠিক হয়ে আছে।

প্রিয় ॥ কি সেটা?

বেণি ॥ (ভেঙিয়ে) কিঞ্চিৎ জলযোগ!

প্রিয় ॥ তার চেয়ে ঐ শুয়োরের বাচ্চা বীরকৃষ্ণ দাঁর ভাড়াকরা মোসাহেব হয়ে যান!

[বীরকৃষ্ণ গলাখাঁকারি দিতে দুজনেই সচকিত। বীরকৃষ্ণ অগ্রসর হন আলোকে]

বেণি ॥ (বারবার বীরকৃষ্ণের ছেড়ে-আসা অন্ধকার কোণটি দেখছেন) এই যে! আপনি ওখানে সেঁধিয়ে বসে আছেন কেন?

বীর ॥ সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম।

বেণি ॥ আপনি কাশীধামে গেসলেন যে?

বীর ॥ ফিরে এলাম। দু'জন রক্ষিতাকে একত্র কোথাও নিয়ে যাওয়া দেখলাম ঠিক নয়। দু'জনের অসম্ভব চুলোচুলি লেগে গেল, ফিরে এলাম। এসেই দেখি, যেটা পই পই করে বারণ করে গেলাম, সেই 'বিধবার উপবাস' নাটকই আপনি লাগিয়েছেন।

বেণি ॥ বিক্রী এক রাত্রে সাতশ উনসত্তর টাকা। আবার কি চাই? আর নামটা সধবার একাদশী।

বীর ॥ আরো এতক্ষণ বসে বসে শুনলাম, আপনারা আমায় যা-তা গাল দিচ্ছেন। তাতে আবার বড় বুকদাবা লেগেছে।

বেণি ॥ কে-কে গাল দিয়েছে ? এই প্রিয়নাথ, তুমি এই বাবুকে গাল দিয়েছ ?

বীর ॥ ইনি বলেছেন শুয়োরের বাচ্চা ।

বেণি ॥ প্রিয়নাথ, তুমি না দিনকে দিন একটা জানোয়ার হয়ে যাচ্ছ ।

বীর ॥ আর আপনি বলেছেন, বাঞ্চৎ ।

বেণি ॥ (সামান্য থতমত খেয়ে) প্রমাণ ?

বীর ॥ এ সকল কথায় আমি ব্যথা পেয়েছি । বুঝলাম আড়ালে মশায়রা আমায় গাল দেন ।

বেণি ॥ তা, গাল তো আড়ালেই দেয় । নইলে কি আপনার মুখের ওপর বলবো বাঞ্চৎ ?

বীর ॥ উপরন্তু পাটের দালাল পঞ্চানন শীল সম্প্রতি আমার সাড়ে তিনলাখ টাকা লোকসান করিয়ে দিয়েছে । আমার বিরাট বালতিপোঁতা সংসার পাটের দালালি, চায়ের এজেন্সি, সুদ, বন্ধকী, রাঁড়, থিয়েটার । সাড়ে তিনলাখ টাকা লস খেয়ে আমি ঠিক করেছি, থিয়েটারের ব্যবসা ছেড়ে দেব ।

বেণি ॥ (বিষম খেয়ে) ছেড়ে দেবেন ? থিয়েটার ? এই মরেছে ! আমি···মানে আমরা···কোথায় যাবো ? এক কাজ করলে হয় না ? অতগুলো মেয়েছেলে রেখে কি হবে, বাবু ? বিবেচনা করুন, আসল ব্যাপারটা তো সবারই এক । এক একটা মেয়েছেলের পেছনে যা ঢালেন তাতে দশটা থিয়েটার প্রতিপালিত হতে পারে, বাবু । আমাদের ব্যবসা রম রম করে চলছে । গত তিন মাসে আটত্রিশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছি আপনাকে ।

বীর ॥ লস্! লস্! ঐটুকু মুনাফাকে আমরা লস্ বলেই ধরি। (পকেট থেকে বোতল বার ক'রে) চাকর বাকর তো আনতে দেন না, নিজেই খাই। এটা লা মেসোঁ শ্যামপেন। (ঢেলে খাচ্ছেন)

বেণি ॥ এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? আমাদের পুতুলনাচ করিয়ে টাকা তুলে নিয়েছেন। এখন গাছতলায় বসিয়ে দিলেন?

বীর ॥ না, না, ওসব কুচিন্তা করছেন কেন? আপনাদের পাকা ব্যবস্থা করে এনেছি। (বৃহদাকার দলিল দেন) এটা আমার উকিলরা করে দিয়েছে।

বেণি ॥ আমি তো ইংরিজি বুঝি না।

বীর ॥ আমিও না। তবে জানি ওতে কি আছে। প্রথমত শ্যামবাজারে আমার যে গরবিন্সি জমিটুকু আছে, সেটা বেংগল অপেরাকে দিয়ে দেব। দ্বিতীয়ত, ওখানে বেংগল অপেরার নিজের থিয়েটার তৈরীর জন্য আমি আট হাজার টাকা দেব। তৃতীয়ত, তারপর আমি আর এই থিয়েটারি ঝামেলিতে নেই, স্বত্বাধিকারী হবেন আপনি নিজে।

[কিয়ৎকাল বেণি ও প্রিয়র বাক্যস্ফূর্তি হয় না। তারপর তাঁরা সোরগোল করে ওঠেন—কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ।]

বেণি ॥ (বীরের পিঠে বিপুল এক চাপড় কষে) ইউ আর এ গুড বয়। (প্রিয়কে) কেমন ইঞ্জিরি বললাম? দেখো তো বাপু, এটা পড়ে দেখোতো? এ সব সত্যি বলছে? না আরব্যোপন্যাসের দেশে গিয়ে পড়লাম।

প্রিয় ॥ সত্যি বলছে! এটা একটা এগ্রিমেন্ট।

বেণি ॥ নিজেদের থিয়েটার! (কণ্ঠ তুলে ভীম গর্জনে) আমি কাঁপিয়ে দেব! আমি ব্রহ্মার মুখের ওপর তর্জনী নেড়ে বলব, নাট্যশালায় গড়েছি এমন জগৎ, যা তোমার চার মাথার কোনোটাতেই আসেনি, দেবতা। আমি এখনও অভিমন্যু রথী। নিক্ষেপিব রথচূড়, রথচক্র, কভু ভগ্ন অসি সপ্তরথী দুর্ভাগ্যের পানে। জানেন বাবু, আপনার কোন্ কথাটাতে আমি সবচেয়ে খুসি হয়েছি? তিন নম্বর! আপনি আর থাকছেন না। বংকিম-দীনবন্ধুর ওপর আর যে দবদবা চালাবেন না। এটা জেনে—যাক সে কথা। নটে! আঙুরকে ডাক।

প্রিয় ॥ আগে ব্যাপারটা বুঝুন, তারপর গর্‌রা করবেন।

বেণি ॥ বোঝার আবার কি আছে? কাগজে পড়লে তো।

প্রিয় ॥ বদলে কি চায়? বিনামূল্যে দাক্ষিণ্য বিতরণ এমন বজ্জাতে সম্ভবে না। প্রতিদানে কি চায়?

বেণি ॥ (শংকিত, কড়া দৃষ্টিসহ) হ্যাঁ, প্রতিদানে কি চান বলুন দিকি। বিনামূল্যে দাক্ষিণ্য তো এমন বজ্জাতে সম্ভবে না—ইয়ে —কি চান?

বীর ॥ হ্যাঁ, তা একটা চাই।

বেণি ॥ হয়ে গেল! বেনামে এ স্বত্বাধিকারীই থাকবে, আর মাইকেলের শকুন্তলা নাটক অভিনয় করাবে!

বীর ॥ না, না। ও ঝামেলিতে আমি আর নেই।

বেণি ॥ তবে? দ্বৈপায়ন-হ্রদে কি মতলব ডুবিয়ে রেখেছেন বলুন তো?

বীর ॥ ঐ শংকরী পাখা মেলে উড়ছে যার তার সংগে। ওকে আমি ···ইয়ে···রাখবো, সে ব্যবস্থাটা করে দিতে হবে।

[প্রিয়নাথ শিহরিত]

বেণি ॥ ও, এই কথা। আমি ভাবলাম আপনি নেকড়ার আগুন তো, নিশ্চয়ই অন্য দিক থেকে পোড়াবার ফিকির খুঁজছেন। তা শংকরীকে সুখে রাখবেন তো?

বীর ॥ পাটরানী, পাটরানী করে রাখবো।

বেণি ॥ দেবেন থোবেন কেমন?

বীর ॥ ধোপাপুকুর লেনের বাড়িটা লিখে দেব। আর গয়না-টয়না—সে মহাশয়কে ভাবতে হবে না। পাটরানী।

বেণি ॥ থিয়েটার করতে দেবেন তো?

বীর ॥ নিশ্চয়ই।

বেণি ॥ তাহলে তো আপত্তির কিছুই দেখি না।

বীর ॥ আপত্তির কিছু আর দেখেন কি করে? আপত্তি-টাপত্তি দেখলে এসব পাচ্ছেন না। (দলিল পকেটস্থ করে) এই ব্যবস্থাটা করুন, সব হবে। আর না করুন তো দল তুলে দেব। উঠি আজ। ও হ্যাঁ, মুক্তাগাছার রায়রা বলছিল, ওদের বংশধরের অন্নপ্রাশনে ওদের বাড়ীতে থেটার করতে যাবেন?

বেণি ॥ (সদর্পে) আপনি কি আমাদের ভাড়াটে নাচের দল মনে করেন, যে বড়লোকের বাড়ির উঠোনে গিয়ে গাইব?

বীর ॥ ও আচ্ছা। দেখুন, আমি কখনো ভদ্র মেয়ে রাখিনি।

বেণি ॥ কেন, বউকে রেখেছেন।

বীর ॥ (হেসে) তা বটে। ঐ শংকরীর দিকে এগুতেই ফোঁস করে

ওঠে। এবার ব্যবস্থাটা করে দিন, ভদ্রঘরের মেয়েছেলে রেখে দেখি একটু।

[প্রস্থান। প্রায় সংগে সংগে প্রবেশ করেন বসুন্ধরা ও ময়না]

বেণি॥ কোথায় থাকো, আঙুর? এদিকে আমাদের চিঁড়েদই পেকে উঠেছে। আমার পাতাচাপা কপাল মাইরি আবার খুলে গিয়েছে! নিজেদের থিয়েটার! নিজেদের থিয়েটার হবে!

[বসুন্ধরা ও ময়না হর্ষধ্বনি করে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।]

বসু॥ দাঁ বাবু বলে গেল বুঝি?

বেণি॥ হ্যাঁ। আর বীরকেষ্ট সে-থিয়েটারে থাকছে না।

ময়না॥ কি? কি বললেন, কাপ্তেনবাবু?

বেণি॥ সে শালা ঘাড় থেকে নামছে।

ময়না॥ আমি কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা দেব। শয়তানটা এমন ভাবে তাকায় মনে হয় আমার গায়ে জামা নেই!

বসু॥ জানিস ময়না? বাবুতে আমাতে আর হরবাবুতে মিলে চার বচ্ছর আগে থেটার-বাড়ির নকসা করিয়ে রেখেছি। এইবার শিকে ছিঁড়েছে! সে কি হৌস, কি সাজঘর, কি এস্টেজ— তুই ভাবতে পারবি না!

প্রিয়॥ স্টপ ইট! কালনেমির লংকাভাগটা পরে করবেন। আগে জিগ্যেস করুন, কি মূল্যে বেণিবাবু থিয়েটার কিনছেন!

[নীরবতা। বেণি গড়গড়ার নল তুলে নেন]

বসু॥ কি মূল্য, কাপ্তেনবাবু?

বেণি॥ বিনামূল্যেই বলা যায়। ময়না বীরকেষ্টর ধোপাপুকুরের বাড়িতে থাকবে—ব্যস। [ময়না অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে]

বসু ॥ (বজ্রাহতের মতন) মেয়েটাকে বেচে দিলেন, বাবু ?

বেণি ॥ কথাগুলোন অত নাটুকে ক'রে ছাড়ার কোনো দরকার নেই। বাড়ি দেবে, গয়না দেবে, পাটরানী করে রাখবে। মেয়ে আমাদের সুপাত্তরেই পড়লো।

বসু ॥ আর মনটা ?

বেণি ॥ উঁ ?

বসু ॥ মেয়েটার মনেও তোমরা গয়না পরাবে নাকি ?

বেণি ॥ ও ছিল রাস্তার ভিখিরি। যা পাচ্ছে, বর্তে যাবে।

ময়না ॥ ভিখিরি যখন ছিলাম, তখন তরকারি বেচে পেট চালাতাম। এখন এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছ, বাবু, যে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর পথ নেই! কেন তুলে এনেছিলে রাস্তা থেকে ? জবাব দাও। কেন রাস্তা থেকে তুলে এনে আমায় এই অপমান করলে ?

বেণি ॥ অপমান আবার কিসের ? বলছি না গয়না দেবে।

বসু ॥ (অসহ্য ক্রোধ দমন করতে করতে) কথাগুলো···কথাগুলো একটু সমঝে বোলো! গয়নার জন্য নিজেকে বেচতে সবাই নাও চাইতে পারে। তুমি হয়তো থিয়েটারের জন্য ইজ্জৎ বেচতে পারো, সবাই অত সস্তা নাও হতে পারে।

বেণি ॥ এর মধ্যে আর "হতে পারে" "না হতে পারে" এসব প্রশ্ন নেই। আমি বাবুকে বলে দিয়েছি, ময়না যাবে।

ময়না ॥ (চেঁচিয়ে) যখন রাস্তায় আলু বেচতাম, তখন কারুর সাহস হয়নি আমাকে জিগ্যেস পর্যন্ত না করে আমাকে দোকানের পসরা করে দেবে। কারুর সাহস হয়নি—(বিকৃত "স" উচ্চারণে)

বেণি ॥ সাহস নয়, সাহস। (সঠিক উচ্চারণে)

ময়না ॥ (সংশোধন করে নেয়) সাহস হয়নি পুতুলের মতন আমায় হাটে নিয়ে গিয়ে এমন বেচাকেনা করবে। (সামান্য নীরবতা)

বেণি ॥ কাঁদিস নে, কাঁদলে তোকে কুৎসিৎ দেখায়।

প্রিয় ॥ আপনার কোনো মোরালিটি নেই। নীতিবোধ, ন্যায়বোধ —এসব আপনার ধাতে নেই।

বেণি ॥ নীতিবোধ নিয়ে চললে আর থিয়েটার করতে হোতো না এ দেশে। বীরকৃষ্ণ দাঁয়েদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে থিয়েটার চালাতে হয়। তাই চালিয়ে আসছি বহু বৎসর। গলায় নীতির পৈতে ঝুলিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী সাজলে এই কলকাতায় না হোতো থিয়েটার, না হোতো নাচ-গান, না হোতো নাটক নভেল লেখা।

প্রিয় ॥ তাই বলে মেয়েটার সতীত্বকে বাজি রেখে পাশা খেলবেন ?

বেণি ॥ সতীত্ব! সতীত্ব! সেটা একটা কুসংস্কার। যতই সাহেবি পোষাক পরো না কেন, প্রিয়নাথ মল্লিক, আসলে তোমার মনটা পড়ে আছে হিন্দুয়ানির আঁস্তাকুড়ে! সতীত্ব-টতীত্ব আমি মানি না। বীরকেষ্ট ওকে ছুঁলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন পবিত্র সোনার অংগ ওঁর নয়। এ কালে আর সীতা সাবিত্রীদের দরকার নেই। কলকেতায় বাবুর দল ওঁদের ভিটেছাড়া করেছেন।

বসু ॥ যাকে ময়না ঘেন্না করে তার সংগে জোর করে গাঁটছড়া বেঁধে দেয়ার চেয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেললেই পারো। নিজের মেয়ে হলে একাজ করতে পারতে না, বাবু।

বেণি ॥ পারতাম নিশ্চয়ই পারতাম। থিয়েটারের জন্য সব করতে পারি, করে এসেছি, করে যাবো। বীরকেষ্ট বলেছে, ময়নাকে পেলে সে থিয়েটার গড়ে দেবে। ময়নার মতন মূলধন আমার হাতে থাকতে এত বড় দাঁও ছেড়ে দেব ?

বসু ॥ কথাগুলোও বলছো বীরকেষ্টর মতন—মূলধন, দাঁও, ব্যবসা। তুমি থিয়েটার খুলছো না, খুলতে যাচ্ছো গদি, দোকান, দালালির আপিস। সেখানে ময়নার সতীত্ব বিক্রী হবে।

বেণি ॥ (হেসে) আঙুরের মুখে সতীত্বের কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।

বসু ॥ ঐটুকু হাসির অপমান আর গায়েই লাগে না, বুঝলে বাবু ? এত লাথি ঝাঁটা খেয়েছি সারা জীবন, ওতে আর আঁচড় লাগে না। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি করেছি বলেই জানি ময়নার অদৃষ্টে তুমি কি লিখতে যাচ্ছ, আর সেই জন্যই তোমাকে আমি তা করতে দেব না। ময়না, তুই চলে যা এ দল ছেড়ে।

বেণি ॥ ময়নাকে না পেলে বীরকেষ্ট দল তুলে দেবে। তখন কি খাবে ?

বসু ॥ ভিখ মেগে খাবো। ময়না, চলে যা। কাপ্তেনবাবুর এই বাগানবাড়ীতে নাচওয়ালি হয়ে থাকিস নে মা, চলে যা।

ময়না ॥ কোথায় যাবো ? আর তো তরকারির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাজারে গিয়ে বসতে পারবো না। এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছ যে খেটে খাওয়ার উপায় পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

বসু ॥ প্রিয়নাথ, দাঁড়িয়ে আছো কেন ? নিয়ে যাও ওকে।

প্রিয় ॥ চলো।

বেণি ॥ এক মিনিট। যেতে চাও, চলে যাও কিন্তু আমি যা যা ওকে দিয়েছি সব ফেরত দিয়ে তবে যেতে পারবে।

প্রিয় ॥ ময়না, গয়না-টয়না যা আছে খুলে দিয়ে দাও।

বেণি ॥ গয়না! প্রিয়বাবু, এইবার মুৎসুদ্দির মতন কথা কইলে তুমি। নগদ ছাড়া আর কিছু বোঝো না? যা দিয়েছি সব ফেরৎ দিতে পারবে ও? নুতন জীবনটা ফেরৎ দিয়ে যেতে পারবে, ময়না? আমি শংকরীকে ফেরৎ চাই, ময়না দূর হয়ে যাক। কার জন্য তোমরা এমন আকুল হয়েছ? এ কে? এ তো আমার সৃষ্টি। এর সবটাই তো আমার। এই রূপ, কথা, চিন্তাধারা, খ্যাতি, অভিনয়, প্রাণ—সব আমি গড়েছি। তোমরা কি অধিকারে আমার শিল্পে ভাগ বসাতে আসছ? এক মুহূর্ত আমার শিক্ষা ফিরিয়ে নিলে, এর জীভ আড়ষ্ট হয়ে যাবে, বিকৃত উচ্চারণে কদর্য ভাষা বলতে বলতে ভদ্রঘরের মেয়ে আবার নর্দমার ঘৃণ্য কুক্কুরীর রূপ পরিগ্রহ করবে। একদিন স্টেজে একটা আলোকে একটু তেরচা করে মুখে মারলে এর রূপ ধ্বসে কংকালের অস্থিসার বীভৎসতা বেরিয়ে আসবে। এর সবই আমি দিয়েছি। সেসব ফেরৎ দাও, তারপর যেখানে ইচ্ছে যাও, আমার কিছুই এসে যায় না।

[ময়না কাঁদছে]

বসু ॥ ওসব কি দিয়েছিলে শিকল পরাবার জন্য? না, মুক্তি দেয়ার জন্য? আমি যেমন পতিতাবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়েছি অভিনেত্রী হয়ে। তাহলে কেন ওকে আবার বাঁদী করে পাঠিয়ে দিচ্ছ বীরকেষ্টর জলসাঘরে।

বেণি॥ বাঁদী আবার কি? বাঁদী কেন? বীরকেষ্ট অভিনয় করতে দেবে সেটাই মুক্তি। ও যদি সত্যিই অভিনেত্রী হয় তাহলে তাতেই মুক্তি। আর ঐ প্রিয়নাথের ঘরে গিয়ে অভিনয় ছেড়ে দিয়ে গেরস্ত বউ হয়ে বাকি জীবনটা হেঁসেল আর আঁতুর ঘরে কাটালে, সেটাই হবে বাঁদীগিরি, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি। কাল সকালেই ময়না যাবে বীরকেষ্টর বাড়ি, এটা আমার সিদ্ধান্ত। আর নইলে দল তুলে দিয়ে, স্বপ্নের থিয়েটার গড়ার আশা ভেঙে দিয়ে, নূতন নূতন নাটকে নিত্যনূতন পার্ট করার উল্লাস ভুলে—চলে যাক প্রিয়নাথ মল্লিকের বিয়ে-করা বেশ্যা হতে।

প্রিয়। হোল্ড ইওর টাং, স্যার! আমার উচিত এই মুহূর্তে আপনাকে উচিত শিক্ষা দেয়া। ছেড়ে দিলাম। চলো ময়না, আমরা চলে যাই!

ময়না॥ (চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে) পারবো না। থিয়েটার ছাড়া বাঁচবো না। এরাই পিতামাতা, ভাইবোন, সব। এদের পথে বসিয়ে চলে যেতে পারবো না। আবার গরীব হয়ে যেতেও আমি পারবো না।

[সাজঘরের দেওয়াল অন্তর্হিত হয়ে যায়, কালো শূন্যতার মাঝে ময়না একা দাঁড়িয়ে দু'বাহু জড়িয়ে যেন আশ্রয় খোঁজে।]

ময়না॥ দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে উঠেছি এখানে, গায়ে উঠেছে গয়না, পায়ের কাছে হাতজোড় করে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে কলকেতার বড়লোকের দল। আবার

ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে গেরস্ত ঘরে ঝি-গিরি আমি করতে পারবো না।

প্রিয় ॥ (ছায়ার মতন দূরে দাঁড়িয়ে) একটা অশিক্ষিত রুচিহীন ব্যাধিগ্রস্ত মুৎসুদ্দির শয্যায় গেলে কোথায় থাকবে তোমার স্বাধীনতা ?

ময়না ॥ আমি চোখ বুঁজে থাকবো। আমার মন পড়ে থাকবে এস্টেজের ঝলমল করা আলোর জগতে। আর নানা কৌশলে বীরকেষ্টর টাকা হাতাবো, গাড়ি-বাড়ি হাতাবো, গয়না গড়িয়ে নেব। (কেঁদে ফেলে) কাপ্তেনবাবু এইসব শিখিয়েছেন।

বসু ॥ (অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসেন) ঘর বাঁধো ময়না। আমি ঘর বাঁধতে পারিনি। পনেরো বছর বয়সে এক রাজা বাহাদুর, তার নাম বলবোনা, আমাকে চুরি করে নিয়ে যান। তাঁর শখ মিটে গেল শিগ্‌গিরই। তারপর দেহ বেচে পেট চালিয়েছি বহু বছর। আর একাকীত্বের একটা দিগ্বিদিকহীন প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি নিরপত্তা আর আশ্রয়ের খোঁজে। তুমি আমার সেই অসম্পূর্ণ স্বপ্ন, ময়না, তোমার সংসার হোক, কোলে রাঙা ছেলে আসুক, তোমারমে আমি পূর্ণ হই।

ময়না ॥ (হেসে ওঠে) আমি কলকেতাকে পেয়েছি হাতের মুঠোয়। আমি ঐ বাবুদের পেয়েছি পায়ের তলায়। আর অভিনয় করে আমি কখনো হয়েছি রাজকুমারী, কখনো নবীনা তপস্বিনী, কখনো বা রুদ্ররোষ সম্রাজ্ঞী রিজিয়া। সেসব আমি ছাড়বো না।

প্রিয় ॥ গুলিয়ে ফেলছ। রং-কাঠ চট-আলো-জরিকে ভাবছো আসল জগত।

ময়না ॥ আমার কাছে সেটাই আসল। থিয়েটার ছাড়া বাঁচবো না।

বসু ॥ গোলাপসুন্দরীকে জানিস তো? সুকুমারীদি? তিনি তো বিয়ে করেছেন। কি সোনার সংসার সাজিয়েছেন।

ময়না ॥ তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আমি ভয় করি না। আমার রাগ বেশি, তাই ভয় নেই। সতীত্ব একটা কুসংস্কার— এই আবার শেখানো বুলি বলছি।

প্রিয় ॥ ময়না, চলো যাই, বেড়াতে যাই। রক্তমাংসের মানুষের মাঝে বেড়াতে যাই। স্টেজের কপট মায়াকানন তোমায় ভুলতে হবে।

ময়না ॥ "রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি নিশীথে অম্বরে"— এখন বিরক্ত কোরো না প্রিয়নাথ। কাপ্তেনবাবু কাল মুখস্থ ধরবেন। না পারলে মারবেন।

"নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি—

বীরকৃষ্ণ ॥ (গুটি গুটি এগুচ্ছেন) মন্টিথের দোকান থেকে গড়িয়ে এনেছি এই ব্রেসলেট আর দুল। তোমায় মানবে ভাল বিধুমুখী।

ময়না ॥ "কহিলা বীরেন্দ্র বলী" (বাহু বাড়িয়ে দেয়, বীর ব্রেসলেট পরাচ্ছেন) "ধর্মপথগামী হে রাক্ষসরাজানুরাজ, বিখ্যাত জগতে তুমি। কোন ধর্মমতে, কহ দাসে শুনি, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি সকলি দিলা জলাঞ্জলি?"

॥ ছয় ॥

[স্টেজে ড্রেস রিহার্সাল চলেছে। এখানে ওখানে আলো, মই, রঙের হাঁড়ি ইত্যাদি ছড়ানো। নটবর পেছনে একটা সীন আঁকছে। বেণি ঘন ঘন মদ খাচ্ছেন এবং তিতুমীরের পার্ট বলছেন। জলদ বলছে বন্দী ম্যাগুয়ারের পার্ট। লাল পোষাক। জলদ, বসুন্ধরা, হর যদু, গোবর, কামিনী উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন।]

বেণি ॥ সাহেব, তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষেতি করি নি? আমরা তো ছিলাম ভায়ে-ভায়ে গলাগলি কর্যে, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বাহু বেঁধে, বাংলা মায়ের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার কোশ দূরে এ দেশে এসে কেনে ঐ বুট জোতায় মাড়গে দিলে মোদের স্বাধীনতা?

বসু ॥ (ওঠেন) কেনে এয়েছে জানো না, তিতুমীর? এরা হার্মাদ জলদস্যু! এয়েছে লুঠ করতে। নারীর সতীত্ব নাশ করে সোনার ভারতরে ছারখার কর্যে চলে যাবে—সপ্তডিঙা ভাস্যে।

জলদ ॥ টুমিলোগ হামাকে মারিটে পারে, হামি কোনো জবাব ডিব না—

বেণি ॥ দাঁড়া, দাঁড়া। যত শুনছি—এই হামি-টুমি-করিবে-খাইবে—তত আমার অসহ্য লাগছে। এক অক্ষর বুঝতে পারি না। সোজা বাংলায় বলো।

জলদ ॥ সাহেব যে! সোজা বাংলা বলবো?

বেণি ॥ স্টেজে সিরাজদ্দৌলা সোজা বাংলা বলতে পারেন, সেকেন্দর শা সোজা বাংলা বলতে পারেন, শাজাহান বাদশা শান্তিপুরী বাংলা বলে থাকেন, আর সাহেব পারবে না কেন ? উঁ ? অমৃতলালের হীরকচুর্ণ নাটকে কত সাহেব এল, কেউ তো এমন হোঁচট-খাওয়া কথা কয়নি—বলো, বলো—

জলদ ॥ ...ইয়ে...তোমরা আমাকে মারতে পারো, আমি কোনো জবাব দেব না।

বেণি ॥ হ্যাঁ, এই ভাল। তারপর ? তারপর কার কথা ?

হর ॥ (পাণ্ডুলিপি রেখে) "বংগলক্ষ্মীর প্রবেশ ও গীত"।

বেণি ॥ ময়না আসে নি এখনো ?

বসু ॥ না। সাজতে গুজতে ওর আজকাল অনেক সময় লাগে। (বেণি মদ ঢাললেন) বড় বেশি খাচ্ছ আজ, বাবু।

বেণি ॥ যতক্ষণ না রাণীমাতা জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে এসে পড়ছেন ততক্ষণ তলোয়ার খেলাটা রেওয়াজ করো। ওঠ্ গোবরা। (গোবরা ও জলদ তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে)

নট ॥ এই, এই, তেল গড়িয়ে গেছে ! এস্টেজে তেল পড়েছে।

[সবাই "জল", "জল ঢালো" প্রভৃতি ধ্বনি করে ওঠেন, হর ছাড়া। তেলের ওপর জল ঢেলে সবাই হর্ষধ্বনি করে]

গোবর ॥ যাক, প্লে তাহলে লাগবে ! তেলেজলে এক হয়েছে—এ নাটকের মার নেই।

হর ॥ ও সব কুসংস্কারের দরকার নেই ! প্রিয়নাথ মল্লিকের কলমের জোরেই এ বই ধরে যাবে।

বেণি ॥ প্রিয়নাথের বই মহলা হচ্ছে, অথচ প্রিয়নাথ আসে না কেন ?

বসু ॥ কেন আসবে ?

বেণি ॥ উঁ ?

বসু ॥ প্রিয়নাথ আর আসবে না। তুমি জানো আসবে না।

বেণি ॥ হুঁ ! প্রেম হয়েছিল ! শালা বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবে !

বসু ॥ কি ?

বেণি ॥ বাপে খেদানো আধা-ফিরিংগি বারফট্টাইবাবু, নিজের ভাত জোটে না ! ঘোড়ার আস্তাবলে কাজ করছে ! ময়নাকে চায় ! মেয়েটাকে অনাহারে রাখতো। (মদ্যপান)

[ওদিকে তলোয়ার-খেলা চলছে, মাঝে মাঝে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে।]

জলদ ॥ এই ! এই ! অত জোরে মারছিস যে ?

বেণি ॥ নাঃ হিন্দু কালেজের বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক নাটক লেখেন ভালই। আগে বুঝিনি। আণ্ডুর, ওর আগের নাটকটা দিয়ে মুড়ির ঠোঙা বানিয়ে তুমি বোধহয় বাংলা সাহিত্যের এক অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছ।

হর ॥ সে নাটকটার কিছু কিছু পাতা এখনো দেখি এখানে ওখানে। স্নানের ঘরে সেদিন দেখি কে সাবান মুড়ে রেখেছে পলাশীর যুদ্ধ পৃষ্ঠা একশ' আটাত্তর দিয়ে।

বসু ॥ তা বাবু নাটক পড়বেন না, ফেলে দেবেন আঁস্তাকুড়ে। আমি কি ক'রে জানবো এক উঠতি বংকিমচন্দ্রের সব্বোনাশ করছি !

কামিনী ॥ রাত বারোটা বাজে। মহলা চলবে ?

বেণি ॥ হ্যাঁ।

কামিনী ॥ তা বীরকেষ্টবাবুর পাটরাণী তো গতর আনলেন না এখনো ?

বেণি ॥ কথাগুলো ভদ্রভাবে বলো পেয়ারা, নইলে দল থেকে কান ধরে বার ক'রে দেব।

জলদ ॥ আপনি নিজে তো ময়নাকে যাতা বলেন!

বেণি ॥ (সজোরে) আমি বলতে পারি, তোমরা নয়। তোমরা কে ? কতটুকু করেছ ময়নার জন্য ? আর একটা—একটা—একটা কথা কেউ কইলে আমার হাত চলবে।

[সোরগোল করতে করতে ময়না ঢোকে, পেছনে বীরকৃষ্ণ। ময়নার আপাদমস্তক গয়না, বেনারসী শাড়ি, উৎকট প্রসাধন। পেছনে চাপরাশিরা হাঁড়ি নিয়ে।]

ময়না ॥ দেরি হয়ে গেল কাপ্তেনবাবু! আমার কর্তার বড় ছেলের জন্মদিনের খাওয়াদাওয়া ছিল। তার বৌকাঁটকি শাশুড়ীটা ছাড়লো না কিছুতেই। যত বলি, মহলা আছে, যেতে হবে, ততই—

বেণি ॥ ল্যাজে বেঁধে কত্তাকে এনেছ কেন ? তুমি কি এই বেশে রিহার্শাল দেবে নাকি ?

ময়না ॥ (গয়না প্রদর্শন করে) হ্যাঁ! তোমার আশীর্বাদে আমার লাভের খুলি যে রাবণের চুল্লির মতন জ্বলছে।

বেণি ॥ (আঘাত পেয়েছেন, তবু সদর্পে) এ সব চাকর বাকর আমি স্টেজে সহ্য করবো না। এই নিকাল যাও—

বীর ॥ মিষ্টি এনেছে, মিষ্টি! আমার টুকটুকি বললো, মিষ্টি চাই!

বেণি ॥ টুকটুকি আবার কি ?

ময়না ॥ ও আমাকে টুকটুকি বলে ডাকে।

বেণি ॥ ও। উঃ!

ময়না ॥ আঙুর মা! এস, ভাই. সবাইকে মিষ্টি দাও।

বসু ॥ (হেসে) ময়না, এত গয়না তো এস্টেজের রাণীরাও পরে নারে। হাঁটিস কি করে ?

ময়না ॥ (বানগুলো সব বেনির উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হচ্ছে) হাঁটবো কেন ? কমপাশ গাড়ি হাঁকাই। তোমাদের মেয়ে কি জলে পড়েছে নাকি ? কি ভাবো! কই, দাও সবাইকে মিষ্টি দাও। কত্তার বড় ছেলের জন্মদিন। সে ছেলের এক বউ, তুই রক্ষিতা। বাপের বাড়ি এলাম, মিষ্টি খাওয়াবো না ?

বসু ॥ গোবর, হাঁড়িগুলো রেখে-দাও, বাবা।

ময়না ॥ না, না. এক্ষুণি খাও তোমরা, আমি একটু দেখি, চোখ জুড়োক।

বসু ॥ মহলা চলছে। এমনিতেই দেরি করে এসেছিস। কাপ্তেন-বাবু অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন।

ময়না ॥ (চারদিক দেখে) প্রিয় নেই ?

বেণি ॥ না, প্রিয় নেই, শুধু প্রিয়া আছে !

ময়না ॥ ভাবছিলাম দেখা হবে।

বেণি ॥ সে ঘোড়ার আস্তাবলে চাকরি নিয়েছে। দেখা করতে হলে মল ঝমঝম করতে করতে চলে যাও সিঁদুরে পট্টির আস্তাবলে। (একটু পরে) অসংখ্য ঘোড়ার মধ্যে যার মাথায়

টুপি দেখবে, সে ঘোড়া নয়, প্রিয়নাথ, এখন মহলা আরম্ভ হবে। জামাইবাবু!

বীর॥ আমায় বলছেন?

বেণি॥ হ্যাঁ। আপনি কি বসবেন?

বীর॥ একটু দেখি, টুকটুকি কেমন করে।

বেণি॥ তা দেখুন। টুকটুকি, তুমি ওঠো। তোমার প্রবেশ ও গীতে এসেই হোঁচট খেয়েছি। (বীরকেষ্ট মদের সংগে কি আহার করছেন, সেটা দেখে) ডিম।

বীর॥ হ্যাঁ হুইস্কির সংগে রোচে।

বেণি॥ স্টেজে ডিম খাচ্ছে!

[সকলে কোলাহল করে ওঠে; ডিম! ডিম খাচ্ছে!]

নটবর॥ উনি চান এ বাড়িটা হঠাৎ ভূমিকম্পে ধ্বসে যাক।

বীর॥ ডিম…ডিম খেতে নেই বুঝি? এই হটা লেও।

গোবর॥ তেলেজলে যে মংগলটা হোতো, ডিম খেয়ে সেটার সব্বোনাশ ক'রে দিয়েছে।

[ডিম সরিয়ে নিয়ে যায় চাপরাশি]

বেণি॥ বলো, লেপ্টেনান্ট ম্যাগুয়ার। ধরতাই।

জলদ॥ তোমরা আমাকে মারতে পারো, আমি জবাব দেব না।

ময়না॥ (গান)

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির্মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার!
বিদেশী দস্যুর তীরে হৃদয়ে রুধির ধার!

বীর ॥ (ছড়ি ঠুক ঠুক করে) থামো, থামো টুকু। থামো।

যদু ॥ তার মানে? আপনি থামতে বলার কে?

নটবর ॥ রিহার্শালের সময়ে বাইরের লোকেরা কথা বলবেন না মোটে।

বীর ॥ টুকটুকিকে থামতে বললাম, কারণ এ নাটক তো হচ্ছে না। গান শুনেই বুঝলাম, এটা সেই—কি বলে—কি যেন নাম নাটকটার?

হর ॥ "তিতুমীর"।

বীর ॥ হ্যাঁ, তিতুমীর। সে নাটক হচ্ছে না। (সবাই হেসে ওঠে)

বসু ॥ আমাদের জামাইবাবুর স্বভাবটা রয়ে গেছে নবাবের মতন, বুঝলেন কাপ্তেনবাবু? কয়লা না ছাড়ে ময়লা। আমাদের পেয়েছেন নীলকরের প্রজা। মূলোর ক্ষেত। যখন ইচ্ছে এসে মূলো খেয়ে যান। এ দলটাকে যে লিখে পড়ে দিয়ে গেলেন কাপ্তেনবাবুকে, সেটা ভুলে গেছেন? আমরা কোন্ পালা গাইব না গাইব সেটা যে আর বাবুর হাতে নেই, এটা বাবু ভুলে যাচ্ছেন।

বেণি ॥ ময়না, গাও। বাইরের লোকেরা দয়া করে কোনো কথা বলবেন না।

বীর ॥ এ নাটক হতে পারছে না, বেণিবাবু, হচ্ছে না। এ নাটক সাহেবদের গাল দিয়েছে। যে সাহেবরা অশেষ কষ্ট সহ্য করে এ দেশে এসে সতীদাহ নামক কুপ্রথা নিবারণ করে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে আমাদের সভ্য করলেন, এ নাটক সেই সাহেবদের গাল দিচ্ছে।

বেণি ॥ বাবাজী, তোমাকে উঠতে হোলো। থেকে থেকে ফোড়ন কেটে তুমি মহলা নষ্ট করবে, তা তো হয় না। ওঠো!

বীর ॥ (হর্ষোৎফুল্ল) কিন্তু প্রিয়নাথের নাটকটা হতে পাচ্ছে না, কারণ আজ সন্ধ্যায় গ্রেট নেশনেলে এক কাণ্ড ঘটে গেছে— জানেন না? আজ উপেন দাস, অমৃতলাল, ভুবন নিয়োগী, মহেন্দ্রবাবু, মতি সুর সব গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন—।

[অভিনেতারা "কি" "গ্রেপ্তার" "কি বলছেন" এইসব কোলাহল তুলে এগিয়ে আসেন। সংগে সংগে অন্ধকার হয়ে যায় মঞ্চ। বীরকৃষ্ণর হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট, তাঁকে দেখাও যাচ্ছে আবছা। কিন্তু আর সব আঁধার]

হঠাৎ ডেপুটি কমিশনার লেমবার্ট সাহেব গিয়ে থিয়েটারে উপস্থিত—সংগে গিজ গিজ করছে পুলিশ—

[স্বল্প আলোকে সুউচ্চে দেখি লেমবার্ট এবং গস্তিদারকে। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের এক পোস্টারের সামনে—তাতে "সতী কি কলংকিনী" নাটক বিজ্ঞাপিত।]

ল্যাম্বার্ট ॥ (পাঠ) হোয়ার-এজ ইট ইজ এভিডেণ্ট টু দা গভর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া—

গস্তিদার ॥ (অনুবাদ পাঠ) যেহেতু ভারত সরকারের নিকট ইহা সাবুদ হয় যে মোকাম কলিকাতায় গ্রেট নেশনেল থিয়েটারের "গজদানন্দ নাটক", "পুলিশ অফ পিগ এণ্ড শীপ নাটক" "সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক" এবং "সতী কি কলংকিনী" নাটক অশ্লীলতা

ও রাজদ্রোহ দোষে দুষ্ট, সুতরাং সন ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স বলে—

বীর ॥ নাটকগুলি নিষিদ্ধ। সবাই গ্রেপ্তার।

[ল্যামবার্ট ও গস্তিদার অন্তর্হিত। আবার স্বাভাবিক আলোয় দেখি অভিনেতারা বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে]

এই বৃন্দাবন, আর এক পেগ দাও।

[হেসে ওঠে ময়না খিল খিল করে]

ময়না ॥ (বেণির সামনে এসে) আমি এই বীরকেষ্ট দাঁকে বলে দিয়েছি, কাপ্তেনবাবু ছাড়বে না। লম্বট সাহেবের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে তিতুমীর নাটক।

[বেণি নিরুত্তর। তিনি ঘুরে ঘুরে সব অভিনেতাদের মুখ দেখেন। কেউ কিছু বলে না। শুধু বসুন্ধরা বলেন—]

বসু ॥ ভুনিবাবু, ভুবনবাবু—সবাই গারদে !

বেণি ॥ (বিকৃত স্বরে হেসে ওঠেন) যাক, পথের কাঁটারা দূর হোলো। গ্রেট নেশনেল উঠে গেল। অর্ধেন্দু আর গিরিশকে ধরলো না কেন ? আরো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। বেংগল অপেরা এবার একাই রাজত্বি করবে মোকাম কলিকাতায়।

[তিতুমীর নাটকের পাণ্ডুলিপি বন্ধ করে দেন সশব্দে]

বীর ॥ প্রিয়নাথের "তিতুমীর" নাটক তবে হচ্ছে না। ঐ দীনবন্ধু মিত্তিরের "কুমারীর পথ্যি" নাটকটাই চালান এখন।

হর ॥ ইউ মীন সধবার একাদশী।

বীর ॥ হ্যাঁ। ভাল বিক্রী দিচ্ছে।

ময়না ॥ (বেণিকে) কই, কাপ্তেনবাবু, বলে দাও ওকে—ঢেউ

দেখেই নাও ডোবাবার লোক তুমি নও। বলে দাও—প্রিয়নাথের নাটক তুমি করবেই। সাহেব আর পুলিশকে ডরাবার পাত্র তুমি না।

বীর ॥ প্রিয়নাথের নাটক হবে না, টুকটুকি, আমার সহ্য হবে না।

ময়না ॥ (চীৎকার) আমাকে বেচে দিয়েছিলে থেটারের জন্য। এখন থেটারকে বেচে দিচ্ছ কার জন্য ? নাও, এই গয়নাগুলো পরো—(হারছড়া খুলে বেণির গায়ে ছুঁড়ে মারে) তারপর মুজরো নিয়ে ঐ বীরকেষ্টর বৈঠকখানায় গিয়ে নাচো।

বসু ॥ (ময়নার হাত ধরে হিঁচড়ে একপাশে সরিয়ে আনেন) কাকে কী বলছিস, গতরখাগি ? সোনার গয়না পরে বীরকেষ্টর রক্ষিতা হয়েছিস, মনটাকেও বেচে দিলি কেন ? অন্তরটাকে বেশ্যা বানালি কেন ? (কেঁদে ফেলেন প্রচণ্ড ক্ষোভে) প্রিয়নাথকে পায়ে ঠেলে পাকে দঁকে নেমেছিস ! কিন্তু তুই হৃদয়টাতে কালি লাগতে দিলি কেন ? বল্। বল্। জানিস না। তোর বুকটায় আমি বেঁচে ছিলাম ? মাথাটাকে পাক থেকে উঁচুতে রাখা যায় না ? আমি তো রেখেছি সারাজীবন। তুই এমন ভাবে তলিয়ে যাচ্ছিস কেন ?

ময়না ॥ ঐ শয়তান বীরকেষ্ট তোমাদের মেয়েকে মারে জানো ? প্রিয়নাথের নাম করলেই মারে। তাই আমিও চব্বিশ ঘণ্টা প্রিয়নাথবাবুর নাম করি। (হাসে) মার খেলে গা জুড়োয়। মনে হয় তলিয়ে যাই নি এখনো।

বসু ॥ (হতবাক প্রায়) মারে ? প্রিয়নাথের নাম করলে মারে ?

ময়না ॥ তাই কাপ্তেনবাবুকে তিতুমীর করতেই হবে। (বেণির

সামনে গিয়ে) গান ধরি ? "স্বদেশ আমার"—বংগলক্ষ্মীর গান ধরি ? "স্বদেশ আমার—"।

বেণি ॥ নাটক হবে "সধবার একাদশী"

হর ॥ তিতুমীর হবে না ?

বেণি ॥ (জ্বলে ওঠেন) না হবে না। শ্রীঘরের অন্ন খাওয়ার শখ হয়েছে বুঝি, হরবাবু ?

জলদ ॥ গ্রেট নেশনেলের সবাই শ্রীঘরে বসে আছে। সেখানে আমরা যদি—

বেণি ॥ শাট আপ ! (একটু ভেবে) এই কথাটা শিখেছি প্রিয়নাথের কাছে। (একটু পরে) যার আপত্তি আছে সে যেন দরজা দেখে ! বেংগল অপেরা গোঁয়ারতুমি করে ধ্বসে যায় না। দেশপ্রেমিকরা যেন ঐ গ্রেট নেশনেলের ভাঙা হাটে গিয়ে পসরা সাজান। এখানে দেশসেবকের ঠাঁই নেই। দেশপ্রেম ! ইঃ! টিনের তলোয়ার নিয়ে গোরা সৈন্যের সংগে লড়বেন ?

[সবাই নিস্তব্ধ]

বীর ॥ (হেসে) বলো টুকটুকি, কাঞ্চনের পাট বলো।

ময়না ॥ বলবো ? কাপ্তেনবাবু, সধবার একাদশীর পাট বলি ? (অংগভংগীসহ) মাইরি ভাই, আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম। আদুরে ছেলে আমায় ঘরের মাগ করে তুলছে। কারো কাছে যেতে দেয় না। কোথায় এ প্লে হবে কাপ্তেনবাবু ?

যদু ॥ কি হচ্ছে, ময়না ! প্লে হবে থেটারে, আবার কোথায় ?

ময়না ॥ না, বীরকেষ্টবাবুর উঠোনে। ও থেটার এখন বড়লোকের উঠোন। এই কাপ্তেনবাবু সেই উঠোনে নাচবেন।

বেনি ॥ পাট বলো—টুকটুকি।

ময়না ॥ আমি বীরকেষ্টবাবুর পাটরাণী! উঠোনে নাচি না।

বেণি ॥ দল ছেড়ে দিচ্ছ?

ময়না ॥ হ্যাঁ, ভাড়াটে নাচের দলে থাকলে মান থাকে না।

[অপমানকর হাসি। বাচস্পতির প্রবেশ]

বাচ ॥ (বীরকে) বাবুমহাশয়ের পুত্রের জন্মদিনের স্বস্ত্যয়ন পূজা সবই সাংগ হইল। এইবার আমার পাওনাটা মিটিয়ে দিলে—(ময়নাকে দেখে) আরে মা ঠাকুরানীং এখানে উপস্থিত। স্বাস্ত, স্বস্তি!

বীর ॥ চলুন যাই। এই টুকটুকি।

ময়না ॥ (বসুকে) দেখলে মা, তোমাদের মেয়ের ক্ষ্যামতাটা, দেখলে? এই বামুন একদিন লোক নিয়ে ঠেঙাতে এয়েছিল। এখন ঠাকুরানী বলছে। আমি যে বীরকেষ্টর রক্ষিতা। চৈতন ফক্কা শুদ্ধ. বামুনরা এখন মাথা কুটছে পায়। মেয়ে দিয়েছ রাজার ঘরে। (প্রস্থান)

বীর ॥ রবিবার তো অভিনয়? আমি দেখতে আসব। বক্স নিয়েছি একটা, সংগে এবার টুকটুকিকে নিয়ে বসব। দেখবেন যেন মান থাকে।

[সদলবলে প্রস্থান]

বেণি ॥ সধবার একাদশীর মহলা দাও। (অগ্নিদৃষ্টিতে সবাইকে দেখে) কারুর কিছু বলার আছে? জলদবাবু কিছু বলবেন?

জলদ ॥ টুমিলোগ হামাকে মারিটে পারে, হামি জবাব ডিব না।

বেণি ॥ তাহলে পাট বলো। আঙুর করবে কাঞ্চন।

বসু ॥ হ্যাঁ, আঙুরই কাঞ্চন করবে, কারণ তার তো আর—বীরকেষ্টর রক্ষিতা হবার বয়স নেই।

বেণি ॥ কি বলছ?

বসু ॥ বলছি, ঐ বোতলের বিলিতি মদের মতন আমাদের নিয়ে খেলা করছ, খাচ্ছ, ফেলছ, ছিটোচ্ছো কারণ আমাদের যাওয়ার জায়গা নেই, না খেয়ে পথে পথে ঘোরার সাহস আর নেই।

বেণি ॥ (গর্জন করে) তুমি নাটকের কিছু বোঝা না। কেউ এখানে কিছু বোঝে না।

বসু ॥ এটুকু বুঝি, এখানে অমৃতলাল—উপেন দাসের মতন মানুষ নেই। (গমনোদ্যত)

বেণি ॥ চললে নাকি? দল ছেড়ে চললে?

বসু ॥ বললাম না যাওয়ার জায়গা নেই? যাচ্ছি সধবার একাদশীর সাট আনতে। বাইজীর নাচের মহলা হবে। [প্রস্থান]

বেণি ॥ (তাঁর উদ্দেশ্যে চেঁচান) দেশপ্রেম! দেশপ্রেম দেখাতে হয় মেটেবুরুজ গিয়ে ওয়াজেদ আলিশা'র হারেমে ঢোকো!

[বসুন্ধরার পুনঃপ্রবেশ, হাতে সাট, ধড়াস করে সেগুলো ফেলেন মেজেয়]

বাহাদুরশা'র 'নাতিপুতি এলেন সব। দেশোদ্ধার করবেন! মিউটিনি করবেন! (ভগ্নস্বরে) ইংরেজ—কত উপকার করছে দেশের, আর—

বসু ॥ উপকার? ইংরেজরা হার্মাদ, জলদস্যু! এয়েছে লুঠ করছে।

নারীর সতীত্ব নাশ করো্যে সোনার ভারতের ছারখার করো্যে চলো্যে যাবে সপ্তডিঙা ভাস্যে।

নট ॥ এইখানে বংগলক্ষ্মীর প্রবেশ ও গীত। "স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির্মণ্ডলী—"

বেণী ॥ প্রিয়নাথ মল্লিকের শেষ রাখতে নেই। (পাতা ছেঁড়েন তিতুমীর নাটকের) শালা! রক্তের মধ্যে ঢুকে যায় এমন সব চোখা চোখা কথা! (ছিঁড়তে ছিঁড়তে হঠাৎ এক জায়গায় এসে পড়তে থাকেন) সব চলে যাও। আর....আর....রিহার্শালের মেজাজ নেই। কাল দুপুর থেকে আবার রিহার্শাল "সধবার একাদশী।"

[সকলের প্রস্থান। বসুন্ধরা ব্যতীত]

শালা ঘোড়ার আস্তাবলে কাজ করে, আর মুখে মারিতং জগতঃ। (পড়েন) "ফিরিংগি দস্যুর রক্তে এই বাঁশের কেল্লার চারদিকের মাটি উর্বরা করবো, ফতেমা!" হাতকড়া এঁটে পুলি পোলাও যেতে হবে দ্বীপান্তরে। (বসেন, পাণ্ডুলিপি নিয়ে) সে আমি পারবো না। বোসো আঙুর। (বসুর তথাকরণ) আমার একটা দায়িত্ব নেই? দলের লোক গুলোর রুজি-রোজগারের দায়িত্বটা আমার নয়? আমি জেলে গিয়ে বসলে এদের কি হবে? থেটার উঠে গেলে দেশের খুব উপকার হবে? দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? ইংরেজ পালাবে? কি যে সব বলে! (মদ ঢেলে) নাও, খাও।

বসু ॥ না, কাপ্তেনবাবু। আপনার হাত থেকে এ পেসাদ আর নেবো না। (বেণি গেলাস বাড়িয়েই থাকেন কিছুক্ষণ)

[আশে পাশে নেমে আসে অন্ধকার। ক্ষুদ্র এক আলোক বৃত্তের মধ্যে বেণি ও বসুন্ধরা।]

এ প্রসাদ নেব না,তোমাকে আর পূজোও করব না কোনোদিন। শুধু খোরাকির জন্যই তোমাকে সহ্য করে এ দলে থাকবো। প্রিয়নাথ আর আসবে না। আমাদের চেয়ে আস্তাবলের ঘোড়াও ওর কাছে মহৎ। ময়নাকে তুমি নষ্ট করে দিলে। ওদের দু'জনের মধ্যে আমার কি একটা স্বপ্ন যেন বাসা বেঁধেছিল, কাপ্তেনবাবু। সে বাসাটা ভেঙে গেল।

বেণি ॥ এখানে কেউ নেই। তাই চুপি চুপি বলি তোমায়। ময়না··· ময়না শুধু আমার মেয়ের মত নয়, আরো কিছু। নইলে ঐ বাউণ্ডুলে বদমাইশ, ঐ প্রিয়নাথের ওপর কেন এত রাগ হয়, বলো তো আণ্ডুর। শালাকে পেলে—(নাটক পড়েন) শালা লেখে ভাল। ঐ দেশপ্রেম জেগেই শালার সব্বোনাশ হোলো।

[অদূরে ছায়ার মতন প্রিয়নাথের প্রবেশ, দরিদ্র স্টেবল—বয়ের বেশে—হাতে ব্রুশ—।]

প্রিয় ॥ আই শ্যাল ফাইট ইউ ফর দিস। আই শ্যাল টেক ইউ অন। ডুয়েল—কাম অন! (প্যাঁসনে পরে) মানবো না। হার মানবো না। সব তো ছেড়েছি। পিতৃগৃহের রাজসিক বৈভব, মাতৃক্রোড়ের স্নেহসিঞ্চন। আমি স্বেচ্ছায় বরণ করেছি ক্লেশ আর দারিদ্র্য বিকজ আই বিলীভ। মাই কান্ট্রি ওয়ান কাইণ্ড উইশ ফ্রম দী!

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর : এ সালা পিরিয়া! ঘোড়া পকড় সালা) কামিং! এট ওয়ান্‌স্!

বসু ॥ অর্ধেন্দুশেখর আমার গুরু। জীভের জড়তা কাটাবার জন্য মধুসূদনের কবিতা বলাতেন। বলবো সে কবিতা ?

বেণি ॥ না অর্ধেন্দু অভিনয়ের কি জানে ?

বসু ॥ যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরনীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে, যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে—

[সালংকারা ময়না, বীরকেষ্ট, অনুচরবৃন্দ চলে যায় বেণির চেতনা ভেদ করে।]

বেণি ॥ এঃ ! আমার ময়নার গায়ে হাত দেবে ? আস্তাবলে নিয়ে তুলবে ? সুখে আছে, আমার ময়না সুখে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে ভাল। গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে। সোনার পালংকে শুচ্ছে। আবার কি চাই ? জীবনে আর কী লাগে ?

প্রিয় ॥ (বক্তৃতার ভংগীতে) ঘোড়ার গা ঘষার ফাঁকে একটা কথা বলে নিই। যতদিন আমার দেশ পরপদানত, ততক্ষণ কারুর নাই মুহূর্তেকের স্বস্তি বা বিশ্রাম। কলিকাতার রাজপথে বাংলার কৃষকের রক্ত ঝরিলে, তাহা আমারই রক্ত ঝরিল। সুদূর দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে নিহত কোনো বিদ্রোহী সিপাহী, সে আমারই চূর্ণ বক্ষপঞ্জর।

বেণি ॥ যা, যা, বেশি দেশসেবা দেখাসনে। তোকে টুকরো টুকরো করে কাটলেও বোধ করি এই হুতাশনের নির্বাণ নেই। আমি আসলে বড় একা। কেউই কখনো পাশে নেই। দেবতার মতন একা। অভিশাপের মতন, অবজ্ঞার মতন একা।

বসু ॥ যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে জাহ্নবী—

[বসুন্ধরার উদাত্ত আবৃত্তির তালে তালে আবির্ভূত তিতু-মীরের যোদ্ধার দল ও ব্রিটিশ সেনা। তাদের মূক, নীরব যুদ্ধ ও ব্রিটিশের জয়]

বসু ॥ যে দেশে ভেদি বারিদ মণ্ডলে
তুষারে বপিত বাস ঊর্ধ কলেবর,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে
শোভেন শৈলেন্দ্ররাজ মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে—
সে দেশে জনম মম, জননী ভারতী— !

[নিহত কৃষকদের মৃতদেহ। বসুন্ধরা প্রণাম করছেন দেশের উদ্দেশ্যে।]

॥ আট ॥

[বেংগল অপেরা রংগমঞ্চ এবং সামনের বক্‌স্ দুটি একই সংগে দৃশ্যমান। এক বক্‌সে বীরকৃষ্ণ, ময়না ও পরিচারকগণ, অন্যটিতে ল্যামবার্ট ও অন্যান্য ইংরাজ রাজপুরুষ! মঞ্চে সধবার একাদশী অভিনয় চলছে—অটলবেশি জলদ, নিমচাঁদবেশি বেণি, রামমাণিক্যবেশি যদু, ভোলানাথবেশি হর, কেনারামবেশি গোবর। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বেণিবাবু অত্যধিক মদ্যপানে টলছেন।]

জলদ ॥ (অটল) ॥ আমি হাজার খাই, মাতাল হই নে!

বেণি (নিম) ॥ নলিনীদলগত জলবৎ তরলং। যেই শিরে বান্ধো পাগড়ি, শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি। আহা কি পরিতাপ— "নয়ন মুদিলে সব শব রে"—

"Gone to the undiscovered country, from whose bourne, no traveller returns."

জলদ (অটল) ॥ তুই দেখছি বাঙালের বাবা হলি।

বেণি (নিম) ॥ [ভোলার মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া]

This is my ancient, this is my right hand, this is my left hand.

জলদ (অটল) ॥ এবার তুই সেক্‌সপিয়ার বলছিস তার আর কোনো সন্দ নেই। আমরা ও প্লে-টা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলেম। Merchant of Venerials আমরা অনেকবার পড়িছি।

বেণি (নিম)॥ Thats blasphemy, I tell you, that is blasphemy।

[উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বেণি টলে যান— বক্স্ থেকে বীরকেষ্ট উচ্চৈস্বরে বলেন—"ব্রেভো"। বেণি অগ্নিদৃষ্টি হেনে এগিয়ে আসেন দু'পা—সোজা বক্সের দিকে তাকিয়ে বলেছ—]

তুই ব্যাটা আর বিছে খরচ করিসনে। তোর বাপ ব্যাটা বিষয় করেছে, বসে বসে খা, পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া, মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন বাবা পড়েছিল ? তুই কোন ক্লাসে পড়িছিস ?

জলদ (অটল)॥ [বেণির ভংগীতে বিভ্রান্ত]—In the Baboos' class.

বেণি (নিম)॥ [পূর্ববৎ] Rather in the King's hell!

[বীর ও ময়নার উচ্চহাস্য। বেণি গলা তোলেন—আঙুল দেখান বীরের দিকে] বড় মানষের ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে…সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেছে সেই ক্লাসে দিয়েছিল….

[বিরাট হাস্যরোল]

হর (ভোলা)॥ আই রীড স্যার—রীড স্যার, রাইট স্যার—লার্জো স্যার, মিডলিং স্যার, স্মল স্যার।

জলদ (অটল)॥ আমি এখন ঘরে বসে পড়ি।

বেণি (নিম)॥ মদের দোকানের ক্যাটালগ ?

[হাস্যধ্বনি। বেণি চমকে ওঠেন]

জলদ (অটল)॥ ঘরে পড়লে বুঝি বিছে হয় না? [বেণি নিরুত্তর] ঘরে পড়লে বুঝি বিছে হয় না?

[বেণি টলছেন, টেবিল ধরে নিজেকে সামলান। বীর আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন, ময়না তীক্ষ্ণস্বরে হেসে ওঠে। বেণি তাকান। কেনারামবেশি গোবরের প্রবেশ।]

গোবর (কেনা)॥ তোমার সংগে ভাই সাক্ষাৎ করতে এলাম।

বেণি॥ উঠোনে নাচবার বায়না নিয়েছি। ঐ সব রমানাথের এঁড়ের দল কড়ি ফেলে আমাদের নাচঘরে নিয়ে গেছে। Canst thou not minister to a mind diseased, pulck from the memory a rooted sorrow?

[প্রেক্ষাগৃহময় গুঞ্জন, উত্তেজনা। সাহেবরা হেসে উঠলেন সশব্দে। বেণি দেখলেন—এক পা এগিয়ে বলেন]

হার্মাদ। দস্যু। (ঘরময় চেঁচামেচি শুরু হয়—"মদ খেয়েছে" "পয়সা ফেরৎ দে," "বেণিমাধব আবার মদ খেয়ে নেমেছে।" বেণি দর্শকদের উদ্দেশ্যে চেঁচান—) যতদিন আমার দেশ পর পদানত, ততদিন কারুর নেই বিশ্রাম। [হট্টগোল] আমি বাংলার গ্যারিক বলছি—[হট্টগোলে চাপা পড়ে যায় কণ্ঠস্বর।] অমৃতলাল······কারাগারে অমৃতলাল······[অন্যেরা এগিয়ে এসে ধরে তাঁকে।]

হর॥ পর্দা, পর্দা—

বেণি॥ নো, সার্টেনলি নট। (হেসে) এটাও প্রিয়নাথের কথা, (তারপর গলার রুমাল খুলে মাথায় বাঁধেন, চাদরটা কোমরে—) এবার উন্মুক্ত টিনের তরবারি।

হর ॥ কি হচ্ছে, কাপ্তেনবাবু ?

বেণি ॥ ডুয়েল লড়বো। (জনতা চুপ করে গিয়েছিল—) সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে ? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষেতি করি নি। আমরা তো ছেলাম ভায়ে-ভায়ে গলাগলি করো্যে, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বাহুবেঁধে, বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার কোশ দূরে এদেশে এসে কেনে ঐ বুট জোড়য় মাড়গে দিলে মোদের স্বাধীনতা ?

[ছুটে ঢোকেন বসুন্ধরা বেশ-পরিবর্তন করতে করতে। "সাজো সাজো" রব উঠে গেছে। দৃশ্যসজ্জা পাল্টে যায় মুহূর্তে। বসু ছুঁড়ে দেন জলদের টুপি আর কোর্ট। বল্লম আদি এসে যায় অভিনেতাদের হাতে—কি এক প্রবল উৎসাহ সকলের।]

বসু ॥ কেনে এয়েছে জানো না, তিতুমীর ? এরা হার্মাদ, জলদস্যু। এয়েছে লুট করতে। নারীর সতীত্ব নাশ করো্যে, সোনার ভারতেরে ছারখার করো্যে চলে যাবে সপ্তডিঙা ভাস্যে।

[প্রেক্ষাগৃহ হঠাৎ ফেটে পড়ে করতালিতে, জয়ধ্বনিতে। বীর উঠে দাঁড়ান—]

জলদ ॥ তোমরা আমাকে মারতে পারো আমি জবাব দেব না !

[কামিনীর প্রবেশ]

কামিনী ॥ (গান) স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির্মণ্ডলী !
ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার —

ময়না ॥ [বক্স্ থেকে] বিদেশী দস্যুর তীরে হৃদয়ে রুধিরধার।

[প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে ওঠে দর্শকের জয়ধ্বনিতে]

কোথা সে গরিমা! মহিমা কোথায়?
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার,
দুখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?

বেণি॥ দুখের কাহিনী? মা, আমি তিতুমীর, দেশের মাটি মুঠিতে ধরো্যে এই শপথ নিই।

ল্যামবার্ট॥ স্টপ দিস।

বেণি॥ যতক্ষণ এক ফিরিংগি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা রেইখে দাঁড়গে থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে নে কখনো।

কামিনী॥ সর্দার! এই শয়তানটাকে কোথা পেলে?

বসু॥ যুদ্ধ শুরু হতেই পলাচ্ছিল বীরপুংগব, রুখে দাঁড়ালেই পালায় ঐ কাপুরুষের দল। তখন ধরে এনেছে আমার খসম।

কামিনী॥ তিতু! এই—এই নরধামই আমাকে ধর্ষণ করেছিল! এই মুখ—এই সে! এই হচ্ছে লেপ্টেনাণ্ট মাগুয়ার! আমার সতীত্বনাশ করেছিল এই দস্যু!

বেণি॥ এই! এই মাগুয়ার? মাগুয়ার। তোমারেই খুঁজে ফিরি বারাসাতে নারকেলবাড়িয়ায়! যত নারীর সর্বনাশ করেছ, যত চাষীরে চাবুক মেরে হত্যা করেছ, সকলের প্রতিশোধ আজ আমার এই বাহুতে এসে জমা হয়েছে!

জলদ॥ গড! আনটু দী আই কমেণ্ড মাই সোল।

ল্যামবার্ট॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] ইউ উইল পে ফর দিস! আই সোয়ার ইউ উইল পে ফর দিস!

বেণি ॥ [তলোয়ার চালাচ্ছেন, জলদ ভূপাতিত] এই নাও ইংরাজ দুষমণ! এই নাও নারীধর্ষক ইংরাজ হার্মাদ। আজ বছরের পর বছর আমার দেশকে যা দিয়েছ, এই নাও তার খানিক ফেরৎ নাও! [তুমুল জয়ধ্বনি]

[বেণি হাঁপাচ্ছেন জয়ের হাসি মুখে। বসুন্ধরা তাঁকে নমস্কার করেন]

প্রিয় ॥ শুন গো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর
হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

[ল্যমবার্টে'র রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে অভিনেতারা সমবেত গানে কাঁপিয়ে দেন প্রেক্ষাগৃহ।]

যবনিকা